পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 309 Monday, 13 October, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩০৯ সংখ্যা ❋ ২৬ আশ্বিন ১৪৩২, সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘পুলিশকে বলেছি কাউকে না ছাড়তে’

দুর্গাপুর ‘গণধর্ষণ’ নিয়ে বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবরঃ দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীর গণধর্ষণ মামলায় প্রতিক্রিয়া জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার উত্তরবঙ্গ সফরে রওনা হওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঘটনাটি অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং পুলিশকে তিনি কঠোর পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। মমতা বলেন, ‘‘এই ঘটনায় পুলিশকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বলেছি। ইতিমধ্যেই তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।’’ তবে এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। কীভাবে ওই ছাত্রী রাতে বাইরে বেরোলেন, সেই নিয়ে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ‘‘বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজেরও একটা দায়িত্ব আছে। তাদের স্টুডেন্টদের টেক কেয়ার করার।’’ তিনি আরও জানান, ঘটনার তদন্তে কোনও ভাবেই শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না। প্রশাসন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ- দু’পক্ষকেই তিনি এই বিষয়ে সতর্ক করেছেন বলে সূত্রের খবর। দুর্গাপুরের শোভাপুর এলাকার একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়া ওই তরুণী ওড়িশার জলেশ্বরের বাসিন্দা। শুক্রবার রাতে এক পরিচিতের সঙ্গে কলেজের বাইরে বেরিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, কয়েক জন যুবক তাঁদের উত্ত্যক্ত করেন। তার পর টেনেহিঁচড়ে ওই তরুণীকে পাশের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার

তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ‘নির্যাতিতার’ বয়ান নথিবদ্ধ করা হয়েছে। রবিবারের এই ঘটনার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রাত সাড়ে ১২টার সময় এক ছাত্রীর ক্যাম্পাসের বাইরে বেরোনো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলির উচিত তাদের ছাত্রছাত্রীদের, বিশেষত মেয়েদের, গভীর রাতে বাইরে যেতে না দেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘বিভিন্ন রাজ্য থেকে ছেলে-মেয়েরা এখানে পড়তে আসে। তাঁদের প্রতিও আমার অনুরোধ, রাত্রিবেলা বাইরে না বেরোনোই ভাল। কারণ পুলিশ তো জানতে পারে না কে কখন বাইরে যাচ্ছে। পুলিশ তো আর প্রত্যেকের বাড়ির সামনে বসে থাকতে পারে না।’’ প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে কলেজের বাইরে বেরিয়েছিলেন ডাক্তারির ওই পড়ুয়া। অভিযোগ, নির্যাতনের আগে তাঁর কাছ থেকে মোবাইল এবং টাকাপয়সা কেড়ে নেওয়া হয়। পুরুষ সঙ্গীকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, সেই সময় পালিয়ে গেলেও পরে তরুণীকে হাসপাতালে ভর্তি করান ওই সঙ্গীই। যদিও ওই সঙ্গীর দাবির সত্যাসত্য খতিয়ে দেখতে তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল কলেজের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে স্বাস্থ্যভবন। দুর্গাপুরের ওই বেসরকারি হাসপাতালকে রাজ্যের স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তার কাছে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। শুক্রবার দুপুরে দুর্গাপুরের ওই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে যান জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা অর্চনা মজুমদার। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। গোটা ঘটনায় তিনজনের উপস্থিতি টের পায় পুলিশ। আটকের পর তাঁদের পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ চলছিল। পরে তিনজনকেই গ্রেফতার করা হয়।

মঙ্গলবার থেকে আবার নতুন খেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবরঃ অবশেষে বৃষ্টির হাত থেকে মুক্তি। সেই কবে থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তারপর কাঁদিয়ে ছেড়েছে। অবশেষে শুরু হয়েছে বর্ষা বিদায়ের পর্ব। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, বর্ষা বিদায় নিতেই শুরু হয়ে যাবে শুষ্ক আবহাওয়ার খেলা। অর্থা শীতের মধ্যে মরশুম যে শুরু হচ্ছে তা বলাই যায়। আবহাওয়া অফিস বলছে, বর্ষা আপাতত রয়েছে রক্সৌল জব্বলপুরে। আগামী দু তিন দিনের মধ্যে বিদায় নেবে। এরপর ছত্তীসগঢ়, ঝাড়খণ্ড থেকেও বর্ষা বিদায় নেবে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, সিকিম, তেলেঙ্গানা থেকেও বর্ষা চলে যেতে শুরু করেছে। তবে জানা যাচ্ছে, সাগরে কিন্তু এখনও অবস্থান করছে ঘূর্ণাবর্ত। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কেরালা উপকূলে রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। আবার দক্ষিণ বাংলাদেশের উপরও রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। তবে এদের প্রভাব বাংলার উপর কতটা পড়বে তা এখনও জানা যায়নি। আজ রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। তবে সব জেলাতেই জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকবে। স্থানীয়ভাবে দু’এক জায়গায় সামান্য সময়ের জন্য বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। যদি বৃষ্টি হয়ও তাহলে ভিজতে পারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবারও পূর্বাভাস একই। স্বল্প বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ঝাড়গ্রাম, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। বাকি জেলায় শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। মঙ্গলবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম জেলা থেকে বর্ষা বিদায় নিতে পারে বুধবারের মধ্যে।

গাজা শান্তি সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেলেন মোদি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবরঃ গাজায় চলমান যুদ্ধের অবসান ঘটাতে শান্তির নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে আন্তর্জাতিক মহল। সেই লক্ষ্যেই মিশরের শার্ম এল শেখ শহরে আয়োজিত হতে চলেছে ‘গাজা পিস সামিট’, যার সহ-সভাপতিত্ব করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসি। সূত্রের খবর, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রিত হয়েছেন। তবে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন না। তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রীর দফতরের প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং। এই খবর নিশ্চিত করেছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন বিশ্বের ২০টিরও বেশি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, যার মধ্যে রয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মার, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রো। আরব দুনিয়ার স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করাই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য। ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতির পর এটি শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার বড় পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ইতিমধ্যেই ইজরায়েল আংশিকভাবে সেনা প্রত্যাহার শুরু করেছে, যার ফলে প্যালেস্তাইনের বহু বাস্তুহারা পরিবার ধ্বংসস্তূপে ফিরতে পেরেছে। তবে চ্যালেঞ্জও কম নয়। হামাস ঘোষণা করেছে, তারা শান্তি চুক্তির আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দেবে না। ট্রাম্পের পরিকল্পনার বেশ কিছু ধারা, বিশেষত নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে, তাদের আপত্তি রয়েছে। হামাসের এক শীর্ষ নেতা বলেছেন, গাজাবাসীদের স্থানান্তর প্রস্তাব হাস্যকর ও গ্রহণযোগ্য নয়। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের আকস্মিক আক্রমণের পর ইজরায়েলি প্রতিশোধে যে বিধ্বংসী যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা প্রায় দুই বছর পর এই প্রথম শান্তির আভাস এনেছে। শান্তি চুক্তির প্রথম পর্যায়ে ইজরায়েল ২৫০ জন বন্দিকে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে, বিনিময়ে হামাস ছেড়ে দেবে ৪৭ জন ইজরায়েলি জিম্মি। চুক্তি কার্যকর করতে একটি বহুজাতিক নিরাপত্তা টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এই দলে যুক্ত থাকবে মিশর, কাতার, তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। তবু বিশ্লেষকদের মতে, গাজা প্রশ্নে স্থায়ী শান্তি এখনও অনিশ্চিত। নিরস্ত্রীকরণ, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে মতবিরোধ অব্যাহত। তবু এই সম্মেলন আরব দুনিয়ার ইতিহাসে শান্তির পথে এক নতুন অধ্যাযের সূচনা করতে পারে বলে আশা আন্তর্জাতিক মহলের।

উত্তরবঙ্গের দুর্গতদের পাশে থাকা ৮ জনকে পুরস্কৃত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১২ অক্টোবরঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টায় উত্তরবঙ্গ। পুনর্গঠনের কাজ কতদূর এগোল, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রবিবার ফের উত্তরবঙ্গে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিপদের সময় উদ্ধারকাজে সাহায্য করেছেন এমন ৮ জনকে পুরস্কৃতও করা হল এদিন। রবিবার দুপুরে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়েই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ‘‘ওখানে গিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক হবে। উত্তরবঙ্গের বিপদে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের আলাদা করে পুরস্কৃত করা হবে।’’ উত্তরবঙ্গে পৌঁছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে যে জায়গাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার একটি রিপোর্ট তৈরি করে মুখ্যসচিবের কাছে দেবে। কোন বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোথায় কী প্রয়োজন- মূলত এই বিষয়গুলিই রিপোর্টে উল্লেখ থাকবে। তিনি আরও বলেন, ‘‘কিছু মানুষ, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছে, তাঁরা না থাকলে অনেকেই বিপদে পড়ত, তাঁদের ৮জনকে পুরস্কৃত করা হল।’’ এদিন আলিপুরদুয়ারে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য একটানা ভারী বৃষ্টির জেরে গত রবিবার থেকেই উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি দেখা যায়। পাহাড়ি এলাকায় ধস নামে, বহু বাড়ি-ঘর জলের স্রোতে ভেসে যায়। দুর্যোগে প্রাণ হারান কমপক্ষে ৩০ জন। গত সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে গেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে শনিবার রাত থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, রাজ্যের ডিজিপি, উত্তরবঙ্গের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে একাধিক ভারচুয়াল বৈঠক করেছিলেন। মমতা জানিয়েছিলেন, আমি নিজে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি এবং সোমবার মুখ্যসচিবকে নিয়ে উত্তরবঙ্গে যাচ্ছি। নবান্নর তরফেও বিবৃতি জারি করা হয়, সেখানে জানানো হয়েছিল, ’বিভিন্ন এলাকায় চালু রয়েছে ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র, অস্থায়ী আশ্রয়শিবির ও রান্নাঘর। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে খাদ্য, পানীয় জল, প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাদের গুরুত্বপূর্ণ নথি বন্যায় নষ্ট হয়েছে, তাদের জন্য বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, যাতে দ্রুত নতুন করে নথি ইস্যু করা যায়।’ পরিকাঠামো পুনর্গঠনের কাজেও ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের দুধিয়া ব্রিজের মেরামত কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়, যা ২৫ অক্টোবরের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ার আশা করছে সরকার।

পঞ্জাব-পাক সীমান্ত দিয়েও বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ? অবাক করা তথ্য দিল বিএসএফ

সংবাদ সংস্থা, অমৃতসর, ১২ অক্টোবরঃ পঞ্জাবে ভারত-পাক সীমান্তে মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে কড়া অভিযান চলছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (বিএসএফ) ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে প্রায় ৩৫০ চোরাকারবারিকে আটক করেছে। অর্থাৎ, গড়ে প্রতিদিন একজন চোরাকারবারিকে আটক করা হয়েছে। পঞ্জাবে ৫৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তে মাদকদ্রব্য এবং অস্ত্র চোরাচালান প্রতিহত করতে আরও কড়া নজরদারি শুরু করেছে বিএসএফ। জানা গিয়েছে, অমৃতসর, তরণ তরণ এবং ফিরোজপুর জেলায় সবথেকে বেশি চোরাকারবারিকে ধরেছে বিএসএফ। এদিকে অবাক করা এক তথ্য দিয়েছে বিএসএফ। পঞ্জাব সীমান্তে অনুপ্রবেশের সময় বাংলাদেশি নাগরিকও ধরা পড়েছে। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বরেই অমৃতসরের পুর মোরন গ্রামে এক বাংলাদেশি নাগরিক ধরা পড়েছিল অনুপ্রবেশের চেষ্টার সময়। সেই বাংলাদেশির সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রায় ২২৫০০ টাকা নগদ ছিল। এছাড়া একটি স্মার্ট ওয়াচ এবং দুটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল সেই বাংলাদেশির কাছ থেকে। এছাড়াও বিগত ২১ মাসে আরও একাধিক বাংলাদেশি নাগরিক ধরা পড়েছে পঞ্জাব সীমান্তে। এর আগে ২০২১ সালের অক্টোবরে বিএসএফের অপারেশনাল জোন ১৫ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটারে করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। যার ফলে বৃহত্তর এলাকা জুড়ে বিএসএফ তল্লাশি চালাতে পারে এখন। সেখান থেকে অভিযানে কোনও কিছু বাজেয়াপ্তও করতে পারে বিএসএফ। বা কাউকে প্রয়োজনে ধরতেও পারে সীমান্তরক্ষা বাহিনী। তবে বিএসএফ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে বেশিরভাগ গ্রেফতারি সীমান্ত থেকে ১৫ কিলোমিটার এলাকার মধ্যেই করা হয়েছিল। বিএসএফের মুখপাত্র ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল একে বিদ্যার্থী বলেন, ‘‘পাকিস্তানি চোরাকারবারিরা ড্রোন এবং জিপিএস ভিত্তিক ডেলিভারি ব্যবহার করছে। ২০২৪ সালে কুরিয়ার হিসেবে ১৬১ অপ্রাপ্তবয়স্ককে ধরেছিল বিএসএফ। এই বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আরও ১৮৬ জন চোরাকারবারিকে ধরেছে বিএসএফ। এদের মধ্যে ১৬ জন পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী, চারজন নেপালি এবং তিনজন বাংলাদেশি রয়েছে। এই সময় ৩ পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী নিহত হয়।’’ বিএসএফের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ‘পাকিস্তানি চোরাকারবারিরা ভারতের অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের কুরিয়ার হিসাবে নিয়োগ করছে। এই সব কুরিয়াররা যাতে আইনি ছাড় পায়, তাই এই পরিকল্পনা। তারা এমন নতুন মুখ বেছে নিয়েছে যাদের আগে কোনও পাচারের রেকর্ড নেই। চোরাচালানের এই ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিএসএফ স্থল ও আকাশপথে নজরদারি জোরদার করেছে। নাইট ভিশন ডিভাইস, মোশন সেন্সর এবং অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম মোতায়েন করা হয়েছে।’’

চাপের মুখে মহিলা সাংবাদিকদের নিয়ে প্রেস মিট আফগান বিদেশমন্ত্রীর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবরঃ মহিলা সাংবাদিকদের বাদ দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করায় তুমুল বিতর্কের মুখে অবশেষে পিছু হটলেন আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। রবিবার নয়া দিল্লিতে আবার একটি সাংবাদিক সম্মেলনের ডাক দেন তিনি। আর সেই সম্মেলনে মহিলা সাংবাদিকদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। এক সপ্তাহের ভারত সফরে এসেছেন আফগান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। এরমধ্যে ১০ অক্টোবর অর্থাৎ গত শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন, যেখানে কোনও মহিলা সাংবাদিককে ডাকা হয়নি। ওই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক থেকে সাংবাদিক মহল, দেশের সর্বত্র জুড়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। ইন্ডিয়ান উইমেন’স প্রেস কর্পস এবং এডিটরস গিল্ড অব ইন্ডিয়া দু’টি সংগঠনই বিবৃতি দিয়ে জানায়, এই ধরনের বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত কোনওভাবেই ন্যায় সঙ্গত নয়। তাঁরা বলেন, ‘‘ভিয়েনা কনভেনশন বা অন্য কোনও কূটনৈতিক প্রোটোকলের আড়ালে লিঙ্গবৈষম্যকে বৈধতা দেওয়া যায় না।’’ এরপরে বিতর্ক বাড়তেই শনিবার আফগান বিদেশমন্ত্রীর দল নতুন করে সাংবাদিক সম্মেলনের আমন্ত্রণ পাঠায়। নতুন আমন্ত্রণে উল্লেখ করা হয়েছে, রবিবারের সাংবাদিক সম্মেলন হবে ‘ইনস্কুসিভ’, অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলা সব সাংবাদিকদের জন্য উন্মুক্ত। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রক আন্তর্জাতিক সমালোচনার চাপ কাটানোর চেষ্টা করছে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকের পর দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন আফগান মন্ত্রী মুত্তাকি। আলোচনার বিষয় ছিল দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, মানবিক সহায়তা এবং নিরাপত্তা সহযোগিতা। কিন্তু সেই বৈঠকের ছবি ছড়িয়ে পড়তেই দেখা যায়, প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত সবাই পুরুষ সাংবাদিক। একজনও মহিলা সাংবাদিক সেখানে ছিলেন না।

এই দৃশ্য প্রকাশ্যে আসতেই প্রতিবাদে সরব হন বহু সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা। এরপরেই সামগ্রিক ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করেন তালিবান সরকারের মন্ত্রী। রবিবার তিনি জানান, ‘‘সংবাদ সম্মেলনের বিষয়ে, এটি স্বল্প সময়ের নোটিসে আয়োজিত হয়েছিল এবং সাংবাদিকদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নির্ধারণ করা হয়েছিল, এবং যে অংশগ্রহণের তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছিল তা খুবই সুনির্দিষ্ট ছিল। তাই এটি কেবল একটি প্রযুক্তিগত সমস্যা ছিল... আমাদের সহকর্মীরা সাংবাদিকদের একটি নির্দিষ্ট তালিকা বানিয়ে আমন্ত্রণ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এর বাইরে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।’’ অন্যদিকে বিতর্ক বাড়তেই শনিবার বিবৃতি দিয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানায়, ওই প্রেস কনফারেন্সের সঙ্গে তাদের কোনও যোগ ছিল না। মন্ত্রকের দাবি, ‘এই সাংবাদিক সম্মেলন সম্পূর্ণ তালিবান প্রতিনিধিদলের উদ্যোগে হয়েছিল, ভারত সরকারের কোনও ভূমিকা ছিল না।’ ২০২১ সালে তালিবান পুনরায় আফগানিস্তানের ক্ষমতায় ফেরার পর এটাই সেখানকার তালিবান সরকারের সর্বোচ্চ পদস্থ নেতার প্রথম ভারত সফর। তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি গত বৃহস্পতিবার ভারতে আসেন এবং শুক্রবার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠক ভারত-আফগান সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়া মোড় বলে মনে করা হচ্ছে। নয়া দিল্লি ঘোষণা করেছে যে, কাবুলে অবস্থিত ভারতীয় কারিগরি মিশনকে দূতাবাসে উন্নীত করা হবে। ভারতের এই পদক্ষেপ আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী স্বাগত জানিয়েছেন। এই সফর এমন এক সময়ে হচ্ছে, যখন ভারত, রাশিয়া, চিন এবং আরও সাতটি দেশ যৌথভাবে আফগানিস্তানে বিদেশি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের বিরোধিতা করেছে। তবে ঐতিহাসিকভাবে ভারত ও আফগানিস্তানের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। কিন্তু ২০২১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়ার পর তালিবান ক্ষমতায় এলে ভারত কাবুলে নিজের দূতাবাস বন্ধ করে দেয়। যদিও ভারত এখনও তালিবান সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি, তবে ক্রমশ যোগাযোগ ও সংলাপ বাড়াচ্ছে দুই দেশ।

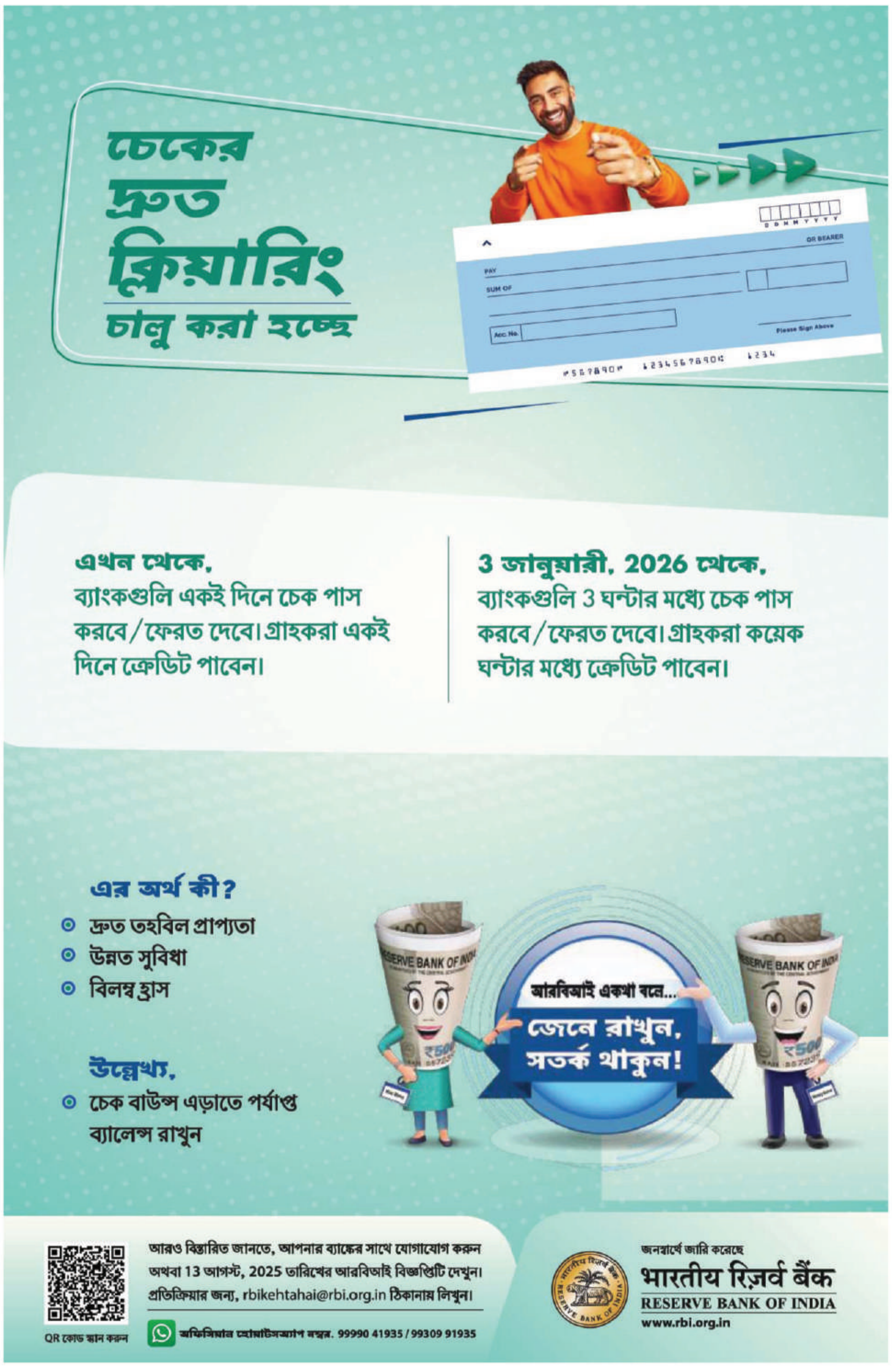

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির প্রার্থীতালিকা প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর ঃ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) জম্মু ও কাশ্মীর থেকে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে। রবিবার প্রকাশিত তালিকায় তিনজন প্রার্থীর নাম রয়েছে।জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যসভা নির্বাচনে বিজেপির তরফে ল।তে চলেছেন গুলাম মহম্মদ মীর, রাকেশ মহাজন ও স পাল শর্মা। রবিবার জম্মু ও কাশ্মীর বিজেপির এক্স হ্যান্ডলে প্রার্থীদের নামের তালিকা পোস্ট করা হয়েছে। প্রার্থীদের মধ্যে স পাল শর্মা বিজেপির জম্মু ও কাশ্মীর শাখার সভাপতি পদে রয়েছেন। ২৪ অক্টোবর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির এই রাজ্যসভা আসনে নির্বাচন হওয়ার কথা।

নেপালের জেল থেকে পালানো পাকিস্তানি মহিলা আটক সাব্রুম রেলস্টেশনে

সাব্রুম (ত্রিপুরা), ১২ অক্টোবরঃ নেপালের জেল থেকে পালিয়ে আসা এক পাকিস্তানি মহিলাকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম রেলস্টেশন থেকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃত মহিলার নাম পারভীন।সূত্রের খবর, শনিবার রাতের কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে ওই মহিলা সাব্রুম রেলস্টেশনে পৌঁছতেই সন্দেহের ভিত্তিতে জিআরপি থানার পুলিশ তাকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তিনি পাকিস্তানের নাগরিক এবং কিছুদিন আগে নেপালের একটি জেল থেকে পালিয়ে এসেছেন।ঘটনার খবর পেয়ে জিআরপি থানার পদস্থ কর্মকর্তারা রেলস্টেশনে পৌঁছে বিস্তারিতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন। পুলিশের অনুমান, ওই মহিলা অবৈধ পথে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছেন।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত পারভীনের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে বিষয়টি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছে পাঠানো হবে। ঘটনার পর রেলস্টেশন এলাকা জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।

লখনউয়ে গণধর্ষণের ঘটনায় সরকারকে নিশানা মায়াবতীর

লখনউ, ১২ অক্টোবরঃফের উত্তর প্রদেশে গণধর্ষণের অভিযোগ। এক দলিত নাবালিকা ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই ছাত্রীর এক বন্ধুকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত পাঁচ জনের মধ্যে চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছে পুলিশ।লখনউয়ের বানথারার গণধর্ষণের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) জাতীয় সভাপতি মায়াবতী। তিনি সরকারকে এই ঘটনার তদন্ত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।রবিবার বিএসপি প্রধান মায়াবতী জানান, লখনউয়ের বানথারা এলাকায় এক কিশোরীর গণধর্ষণের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক। উত্তর প্রদেশ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ধর্ষণ ও হত্যার পাশাপাশি নারীদের হয়রানির ঘটনাও অব্যাহত রয়েছে। এটি প্রতিরোধ করতে সরকারের জরুরিভিত্তিতে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। নারীদের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার এই গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে সেখানকার বানথারা এলাকায়। ১৭ বছর বয়সি ওই ছাত্রী একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। শনিবার দুপুর ১২টা নাগাদ, এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্য বে।িয়েছিল সে। এক বন্ধুর মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিল ওই ছাত্রী। বানথারা এলাকার একটি পেট্রল পাম্পের কাছে ওই মেয়েটি তার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার জন্য দাঁ।িয়েছিল। সেই সময়েই পাঁচ জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাদের কাছে আসে। তারা ওই ছাত্রীর বন্ধুকে মারধর করে। ওই বন্ধু এলাকা থেকে

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কৃষিক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনাঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে আত্মনির্ভর ভারতের পথে দুই বৃহৎ প্রকল্পের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর ঃ ভারতের কৃষিক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় রচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার নয়াদিল্লির পুসা কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে তিনি উদ্বোধন করলেন কৃষি উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে দুটি বৃহ প্রকল্পের-‘ ধন-ধান্য কৃষি যোজনা’ এবং ‘ পণ্যের আত্মনির্ভরতা মিশন’। এই দুটি প্রকল্পের সম্মিলিত আর্থিক ব্যয় ৩৫,৪৪০ কোটি টাকারও বেশি, যা ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশকে খাদ্য ও ডাল উপাদনে স্বনির্ভর করার লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।এই বিশেষ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন দেশের নানা প্রান্তের কৃষক, কৃষি বিজ্ঞানী, প্রশাসনিক আধিকারিক ও কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি। প্রধানমন্ত্রী নিজে মাঠে নেমে কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা শোনেন এবং সরকারের নতুন উদ্যোগ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। পুসা কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের এই বিশেষ কর্মসূচি যেন পরিণত হয়েছিল এক বৃহ কৃষি সম্মেলনে, যেখানে সরকারের ভবিষ্য কৃষিনীতি ও প্রযুক্তি নির্ভর কৃষিবিকাশের রূপরেখা তুলে ধরা হয়।প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, আজ ভারতের কৃষকরা কেবল খাদ্য উপাদনকারী নন, তাঁরা দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। তাঁদের পরিশ্রমেই ভারত আত্মনির্ভরতার পথে এগোচ্ছে। আমরা চাই কৃষকরা আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে আরও উন্নত হোক, আরও সমৃদ্ধ হোক। তাঁর কণ্ঠে ছিল এক আত্মবিশ্বাসী সুর, যেন তিনি আগামীর ভারতের নতুন কৃষি বিপ্লবের দিকনির্দেশ দিচ্ছেন।‘ ধন-ধান্য কৃষি যোজনা’-র মূল লক্ষ্য হলো কৃষির বহুমুখী উন্নয়ন। কৃষিজমির সুষ্ঠু ব্যবহার, উন্নত মানের বীজ ও সার সরবরাহ, সেচ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং ফসল সংগ্রহ-পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এই প্রকল্পের অগ্রাধিকার। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ভারতের কৃষক এখন কেবল উপাদনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজারজাতকরণেও সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন। সরকারের লক্ষ্য এই প্রতিটি ধাপেই কৃষককে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া। অন্যদিকে, ‘ পণ্যের আত্মনির্ভরতা মিশন’ ভারতের খাদ্যনিরাপত্তা নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশে প্রতি বছর প্রায় ২.৫ থেকে ৩ মিলিয়ন টন ডাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এই আমদানি নির্ভরতা কমাতেই কেন্দ্র সরকার এই মিশন চালু করেছে। প্রায় ১১ হাজার ৪৪০ কোটি টাকার ব্যয়ে গঠিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে ডালের উপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি এবং ক্ষতি হ্রাসে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এই মিশনের ফলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ভারত সম্পূর্ণভাবে ডাল উপাদনে আত্মনির্ভর হতে পারবে বলেই আশা করা হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, কৃষকদের জন্য জিএসটি সংস্কারও এক ব। সুবিধা হিসেবে কাজ করছে। ট্রাক্টর বা কৃষি সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি সাশ্রয় হচ্ছে। ফলে কৃষকরা আধুনিক যন্ত্রপাতি সহজেই ক্রয় করতে পারছেন। তিনি বলেন, আমাদের কৃষকরা এখন আর কেবল জমিতে চাষ করছেন না, তাঁরা কৃষি-উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করছেন। সরকারের দায়িত্ব তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে সেই উদ্যোগকে শক্তিশালী করা।এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কৃষি, পশুপালন, মস্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত আরও ৫,৪৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এই সমস্ত প্রকল্প দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান বা।াতেও সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে পশুপালন ও মস্যচাষের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হবে, যাতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে আরও গতি আসে।ভ্ভ্মোদী বলেন, আজকের ভারত ‘ ফুড হাব’ হয়ে উঠছে। কৃষি উপাদনে আমরা বিশ্বে শীর্ষস্থানে, কিন্তু এখন আমাদের লক্ষ্য হল মূল্য সংযোজিত কৃষিপণ্য রপ্তানিতে প্রথম সারিতে আসা। তিনি এও জানান, ভারতের কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানির জন্য ‘ ডিসট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট’ পরিকল্পনাও নতুন মাত্রা পাচ্ছে। প্রতিটি জেলার বিশেষ কৃষিপণ্যকে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দিতে কেন্দ্র সরকারের একাধিক মন্ত্রক যৌথভাবে কাজ করছে।প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা যদি শক্তিশালী হন, তাহলে ভারতও শক্তিশালী হবে। আমাদের সরকার এমন এক কৃষি-অর্থনীতি গড়ে তুলতে চায়, যা কেবল খাদ্যনিরাপত্তা নয়, আর্থিক স্থিতিশীলতাও নিশ্চিত করবে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষকরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। কেউ নিজের অঞ্চলের সেচ সমস্যার কথা জানান, কেউ আবার আধুনিক যন্ত্রপাতির চাহিদা নিয়ে কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী ধৈর্য সহকারে তাঁদের বক্তব্য শোনেন এবং কেঃদ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন যেন এই সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য কেবল নীতি প্রণয়ন নয়, সেই নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। প্রতিটি কৃষক যেন অনুভব করেন, সরকার তাঁর পাশে আছে।এই কর্মসূচিতে কৃষি মন্ত্রী, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রীসহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পুসা গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা তাঁদের উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি ও জাত নিয়ে প্রদর্শনী করেন, যা কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে পারে। কৃষি ক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার, স্মার্ট সেচ ব্যবস্থা, মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দুটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে নতুন গতি আসবে। এখনো পর্যন্ত ভারতের কৃষির সবচেয়ে ব। সমস্যা হল উপাদনের পর সংরক্ষণ ও বিপণনের অভাব। ‘ কৃষি যোজনা’ এই সমস্যাগুলির মূলে গিয়ে সমাধান দিতে পারে। অন্যদিকে, ‘ আত্মনির্ভরতা মিশন’ কেবল কৃষকদেরই নয়, সমগ্র দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের দিনটি শুধু প্রকল্প উদ্বোধনের দিন নয়, আজ আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেওয়ার দিন। কৃষি, গ্রাম, ও কৃষক-এই ত্রয়ীই ভারতের শক্তি। এই শক্তিকেই আমরা আরও সমৃদ্ধ, আরও সক্ষম করে তুলব।এইভাবেই নয়াদিল্লির পুসায় কৃষিক্ষেত্রের এই ঐতিহাসিক দিনটি শেষ হয় এক আশাবাদী সুরে। কৃষকদের মুখে ছিল গর্বের হাসি, বিজ্ঞানীদের চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন, আর প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে ছিল দৃঢ় প্রতিশ্রুতি- ভারত হবে আত্মনির্ভর, আর সেই পথে নেতৃত্ব দেবেন আমাদের কৃষকরা।

বিহারের নৌকাডুবিতে মৃত দুই, নিখোঁজ এক

পূর্ব চম্পারণ, ১২ অক্টোবর ঃ বিহারের এক নদীতে তীব্র বাতাসের কারণে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। নৌকায় মোট ১৪ জন ছিলেন, যারা পশু চারণের জন্য চারা নিয়ে ফিরছিলেন । নৌকাডুবিতে কাইলাশ সহনি মারা যান। মুকেশ সহনি এখনও নিখোঁজ, আর বাবুলাল সহনির মৃতদেহ রবিবার উদ্ধার করা হয়েছে। নৌকায় থাকা অন্য ১১ জন মানুষ সাঁতার কেটে নিরাপদে তীরে পৌঁছাতে সক্ষম হন।রবিবার স্থানীয়রা জানিয়েছেন, নৌকা উল্টে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকার শুনে হুলস্থুল পড়ে যায়। সবাই একে অপরের সাহায্য করার চেষ্টা করে। কাইলাশকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। নিখোঁজ মুকেশ সহনির খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।নৌকায় থাকা ব্যক্তিরা হলেন রাজু সহনি, সত্য নারায়ণ সহনি, বিস্কো সহনি, রাধেশ্যাম সহনি, বিজয় সহনি, জঙ্গলি সহনি, দিলীপ সহনি, কাইলাশ সহনি,

রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়ার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ১২ অক্টোবর ঃ মধ্যপ্রদেশের মাটিতে রবিবার ভোর থেকেই এক বিশেষ আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কারণ, এদিনই রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়ার জন্মবার্ষিকী। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এগিয়ে আসেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, আত্মত্যাগ, সমাজসেবা ও নারীর মর্যাদা রক্ষায় যে এক অনন্য নাম রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া- তা আবারও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর শ্রদ্ধাবার্তায়।মোহন যাদব বলেন, নারীশক্তির প্রতীক, ত্যাগ ও সমর্পণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া। তাঁর জীবন ছিল করুণা, দৃঢ়তা ও সমাজসেবায় ভরপুর। আমরা তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের কাছে চিরঋণী। আজ তাঁর জন্মবার্ষিকীতে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে ছিল গভীর শ্রদ্ধা, গর্ব এবং এক বিশেষ অনুপ্রেরণার ছোঁয়া।রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এদিন রাজমাতার স্মরণে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ভোপালের রাজ ভবনে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁর প্রতিকৃতিতে প্রণাম জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং অসংখ্য সাধারণ নাগরিক। সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন, রাজমাতা সিন্ধিয়া কেবল এক রাজপরিবারের সদস্য ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অমর অধ্যায়।রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া ছিলেন ব্রিটিশ রাজত্বকালের গোয়ালিয়রের শেষ মহারাজা জিওয়াজিরাও সিন্ধিয়ার সহধর্মিণী। রাজকীয় ঐশ্বর্যের মধ্যেও তিনি সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে থেকেছেন। তাঁর জীবন ছিল ত্যাগ ও আদর্শে ভরপুর। স্বাধীনতার পর তিনি রাজনীতি ও সমাজকল্যাণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম এবং পরে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র জন্মলগ্নেও তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজমাতা সিন্ধিয়া শুধু এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন, তিনি ছিলেন এক শক্তির উৎস। জনসংঘ ও বিজেপির ভিত্তি গঠনে তাঁর অবদান অম্লান। তাঁর জীবনচর্যা আজও আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়- কীভাবে নীতি, শৃঙ্খলা ও আদর্শকে ধরে রেখে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করা যায়।বিজয়ারাজে সিন্ধিয়ার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছিল ১৯৫৭ সালে, যখন তিনি প্রথমবার লোকসভায় নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি রাজ্যসভা ও লোকসভা- উভয় ক্ষেত্রেই বহুবার নির্বাচিত হন। দেশজুড়ে তাঁর সততা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সংগঠক দক্ষতা তাঁকে এক বিশেষ মর্যাদায় আসীন করেছিল। রাজনীতি ছা।াও তিনি নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ উন্নয়ন ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণে একাধিক প্রকল্প চালু করেছিলেন।রাজমাতার জীবন কাহিনী ভারতীয় নারীশক্তির এক উজ্জ্বল উদাহরণ। রাজপ্রাসাদের বিলাসিতা ত্যাগ করে তিনি সাধারণ মানুষের জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর চোখে রাজনীতি ছিল সেবার ক্ষেত্র, আর জনগণ ছিল তাঁর পরিবার। তাঁর এই ত্যাগ ও নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত আজও মধ্যপ্রদেশ তথা সমগ্র দেশজুড়ে অনুপ্রেরণার উৎস।ভোপালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের বক্তব্যের সময় উপস্থিত জনতার মুখে শোনা গিয়েছে করতালির ধ্বনি। তিনি বলেন, রাজমাতা সিন্ধিয়া ছিলেন এক জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। নারীশক্তির প্রতীক হিসেবে তাঁর নাম আজও অনুপ্রেরণা জোগায় নতুন প্রজন্মকে। আমরা চাই, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে সমাজে ন্যায়, সমতা ও উন্নয়নের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হোক।রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন, বিদ্যালয়, কলেজ, এমনকি গ্রামীণ এলাকায়ও এদিন তাঁর স্মরণে সভা, প্রার্থনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা রাজমাতা সিন্ধিয়ার নামে দরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করে। কৃষ্ণবর্ণ শাড়ি পরিহিতা মহিলাদের একাধিক দল এই স্মৃতিসভায় যোগ দেন, কারণ রাজমাতা জীবনের শেষ পর্যন্ত এই পোশাকই ধারণ করেছিলেন- এক রাজকীয় নারী যিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেছিলেন।ভ্ভরাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়ার জীবন ও কর্ম ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অমূল্য অধ্যায়। স্বাধীনতার পর ভারতের যে প্রজন্ম রাজনৈতিক আদর্শ, নৈতিকতা ও সেবার সংজ্ঞা শিখেছিল, তার মধ্যে রাজমাতা ছিলেন এক অন্যতম মুখ। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাজনীতি কখনো ব্যক্তিগত ক্ষমতার মাধ্যম হতে পারে না- এটি হতে হবে সমাজকল্যাণের একটি পবিত্র মঞ্চ।আজ তাঁর সেই চিন্তাধারাই মধ্যপ্রদেশের রাজনীতিতে এক গভীর প্রভাব ফেলে রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সেই উত্তরাধিকারকেই সম্মান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজমাতা আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে নেতৃত্ব মানে শুধু প্রশাসন নয়, ভালোবাসা ও মানবিকতার প্রকাশ। তাঁর আশীর্বাদেই আজ আমরা নতুন প্রজন্মকে মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি।রাজমাতার অবদান শুধু রাজনীতি বা সমাজসেবাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন সংস্কৃতি ও শিক্ষারও এক প্রবল সমর্থক। গোয়ালিয়র রাজপরিবারের সম্পদ ব্যবহার করে তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও নারী সুরক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল- একটি শক্তিশালী দেশ গ।তে হলে প্রথমে শক্তিশালী করতে হবে তার নারী ও শিক্ষাব্যবস্থাকে।এদিন ভোপালের রাজ ভবনের প্রাঙ্গণে রাজমাতার জীবনীভিত্তিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, যেখানে তাঁর জীবনের নানা পর্যায়ের ছবি ও ব্যক্তিগত সামগ্রী প্রদর্শিত হয়। দর্শনার্থীদের ভি।ে সেখানে ঠাঁই ছিল না। অনেকেই জানালেন, রাজমাতার জীবনের সংগ্রাম তাঁদের অনুপ্রেরণা দেয়- কিভাবে এক নারী সমাজ ও রাজনীতির কঠিন পরিসরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে ইতিহাস রচনা করেছিলেন।রাজমাতার কণ্ঠে একসময় উচ্চারিত হয়েছিল- আমি রাজমাতা নই, জনগণের সেবিকা। সেই উক্তি আজও সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। তাঁর স্মৃতির সামনে দাঁ।িয়ে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব যেন সেই বার্তাকেই আবারও স্মরণ করালেন- জনসেবা মানেই সত্যিকারের রাজধর্ম।এইভাবেই রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়ার জন্মবার্ষিকী পালিত হলো মধ্যপ্রদেশজুড়ে শ্রদ্ধা, গর্ব ও প্রেরণার আবহে। এক নারী যিনি রাজনীতি, সমাজসেবা ও মানবতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন- তাঁর প্রতি আজকের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি যেন ভবিষ্য প্রজন্মের পথপ্রদর্শক হয়ে রইল।

হিমাচল প্রদেশে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত নেই বৃষ্টির সম্ভাবনা

শিমলা, ১২ অক্টোবর ঃ হিমাচল প্রদেশে রবিবার সকাল রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। শিমলা, কুফরি, মানালি ও ধর্মশালার মতো পাহাড়ি অঞ্চলে আবহাওয়া স্বস্তিদায়ক আছে। লাহৌল-স্পীতি জেলার কেলং শহরে রবিবার রেকর্ড করা হয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা -২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যান্য জনজাতিগত এলাকায় কুকুমসেরিতে ২.১, রিকাংপিওতে ৭.৭ সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে।রবিবার আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, আগামী এক সপ্তাহ পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। শিমলা আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত পুরো হিমাচল প্রদেশে আবহাওয়া পরিস্কার থাকবে। দিনে সর্বাধিক তাপমাত্রা কিছুটা বা।বে, যদিও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বিশেষ পরিবর্তন হবে না।

ড. রামমনোহর লোহিয়ার মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ১২ অক্টোবর ঃ সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার স্তম্ভ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ড. রামমনোহর লোহিয়ার মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব। রবিবার এক্সবার্তায় এ কথা জানান মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব।মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রখর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ ড. লোহিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা। সামাজিক ন্যায় ও সমতার প্রতি তাঁর অঙ্গীকার চিরকাল অনুপ্রেরণা জোগাবে।

রবিবার অপরিবর্তিত রইল দেশে পেট্রোল-ডিজেলের দাম, স্থিতিশীল বাজারে স্বস্তির হাওয়া

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর (হি.স.)ঃরবিবার সকালেই দেশজুড়ে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। দেশের তেল বিপণন সংস্থাগুলি (ওএমসি) বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের ওঠানামার ভিত্তিতেই প্রতিদিন পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে থাকে। তবে এদিন সেই সূচকে স্থিতাবস্থা বজায় থাকায় সাধারণ মানুষ ও পরিবহণ ক্ষেত্রের মধ্যে দেখা গিয়েছে স্বস্তির সুর।বিশ্ববাজারে গত এক সপ্তাহ ধরে অপরিশোধিত তেলের দাম তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা ও মার্কিন বাজারের চাহিদার পরিবর্তনের প্রভাব এবারও সীমিত থাকায় ভারতের জ্বালানি বাজারে বড় কোনও ধাক্কা লাগেনি। তাই দেশের চারটি প্রধান মহানগরীতে আজ পেট্রোল-ডিজেলের দাম গতকালের মতোই অপরিবর্তিত রয়েছে।দিল্লিতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা। কলকাতায় পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে ১০৫.৪১ টাকা প্রতি লিটারে, আর ডিজেলের দাম স্থির রয়েছে ৯২.০২ টাকায়। মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা এবং ডিজেল ৯০.০৩ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে, চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম ১০০.৮০ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯২.৩৯ টাকা প্রতি লিটারেই বহাল রয়েছে।তেল বিপণন সংস্থাগুলি জানিয়েছে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকায় ভারতের খুচরো জ্বালানি বাজারেও দাম অপরিবর্তিত রাখা সম্ভব হচ্ছে। সাধারণত প্রতিদিন সকাল ৬টা নাগাদ নতুন দর ঘোষণা করা হয়, কিন্তু আজকের আপডেট অনুযায়ী দেশে কোথাও পেট্রোল বা ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।উল্লেখযোগ্যভাবে, গত কয়েক মাস ধরেই সরকার এবং তেল সংস্থাগুলি তেলের দামে বড়সড় সংশোধন এড়িয়ে চলছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ওঠানামা করলেও, অভ্যন্তরীণ দামে তেমন প্রভাব পড়ছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সরকারের আর্থিক কৌশলের অংশ। এতে একদিকে যেমন মুদ্রাস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে, তেমনি সাধারণ নাগরিক ও পরিবহণ শিল্পও কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছে।অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভারতে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম শুধু অপরিশোধিত তেলের আন্তর্জাতিক মূল্যের উপরই নির্ভর করে না, তার সঙ্গে যুক্ত থাকে একাধিক উপাদান- যেমন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কর, পরিবহণ খরচ, রিফাইনিং চার্জ এবং ডিলার কমিশন। এসব কারণেই একই দিনে দেশের বিভিন্ন শহরে দামের পার্থক্য দেখা যায়। কলকাতায় দাম তুলনামূলকভাবে বেশি, কারণ এখানে রাজ্য করের হার অন্য রাজ্যের তুলনায় সামান্য উঁচু।এদিকে, বিশ্ববাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম বর্তমানে ব্যারেল প্রতি ৮৭ থেকে ৮৮ মার্কিন ডলারের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। মার্কিন ডব্লিউটিআই ক্রুডের দামও ৮৪ ডলারের আশপাশে স্থির রয়েছে। বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মধ্যপ্রাচ্যে যদি নতুন কোনও ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা না দেখা দেয়, তবে আগামী কয়েক সপ্তাহেও জ্বালানি দামে তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না।পরিবহণ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলি এই স্থিতিশীলতাকে স্বাগত জানিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, জ্বালানি খরচ স্থির থাকলে ভাড়া বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না, ফলে সাধারণ যাত্রীদের ওপরও কোনও অতিরিক্ত চাপ পড়ে না। ট্রাক মালিক ও ট্যাক্সি চালকদের সংগঠনও জানিয়েছে, কয়েক মাস ধরে দাম না বাড়ায় তাঁদের ব্যবসা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল হয়েছে।তবে অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করে বলেছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে সামান্য অস্থিরতাও দ্রুত ভারতীয় দামে প্রতিফলিত হতে পারে। কারণ ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অপরিশোধিত তেল আমদানিকারক দেশ। তাই তেলের দামে পরিবর্তন ঘটলে তা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ও আমদানি ব্যয়ে সরাসরি প্রভাব ফেলে।সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকার বর্তমানে ‘ স্থিতিশীলতা নীতি’ মেনে চলেছে। এই নীতির লক্ষ্য হলো- বৈশ্বিক অস্থিরতার প্রভাব থেকে অভ্যন্তরীণ বাজারকে যতটা সম্ভব রক্ষা করা। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যৌথভাবে করনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করার প্রচেষ্টাও এরই অংশ।তেল কোম্পানির প্রতিনিধিদের মতে, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ভারতের অভ্যন্তরীণ তেল চাহিদা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পোপাদন, পরিবহণ, এবং উসবের মরসুমে বাড়তি ভ্রমণের কারণে জ্বালানির ব্যবহার বেড়েছে। তবুও দাম অপরিবর্তিত রাখা সম্ভব হয়েছে কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম স্থিতিশীল এবং রুপির মান তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে।ভ্ভভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি বিশ্ববাজারে তেলের দাম ৯০ ডলার ব্যারেল ছাড়িয়ে যায়, তবে নভেম্বর মাসে খুচরো জ্বালানি দামে কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে। তবে আপাতত দেশের জ্বালানি বাজার স্থিতিশীল রয়েছে, যা অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের জন্য এক ইতিবাচক ইঙ্গিত।এই অবস্থায় রবিবার ভারতের জ্বালানি বাজারে স্বস্তির হাওয়া বইছে। দেশের সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে শিল্পমহল-সকলে চাইছেন এই স্থিতিশীলতা আরও কিছুদিন বজায় থাকুক, যাতে উসবের মরসুমে অতিরিক্ত অর্থনৈতিক চাপ না পড়ে। তাই বলা যায়, আপাতত পেট্রোল-ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত থাকা শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক দিক থেকেও এক ব। স্বস্তির বার্তা বয়ে এনেছে।

মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের 'অভিষেক এর দূত' কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন জীবন পেলেন বৃদ্ধ সনাতন

হাওড়াঃরাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়ের নেতৃত্বে মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের 'অভিষেক এর দূত' কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন জীবন পেলেন সনাতন অধিকারী। জানা গেছে, সনাতন বাবুর বয়স ৬২ বছর। হৃদযন্ত্রের জটিলতায় দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা ভোগ করছিলেন। ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিয়েছিলেন জরুরীকালীন ভিত্তিতে বুকে তিনটে স্টেন বসাতে হবে। বেসরকারিভাবে এই অপারেশনে প্রায় লাক্ষাধিক টাকা খরচ। এই অর্থ বহন করার ক্ষমতা তাদের পরিবারের ছিলনা। এসএসকেএম কিংবা মেডিকেল কলেজের লম্বা ওয়েটিং এ অপেক্ষা করে অপারেশন করানোর মতো পরিস্থিতিও তখন নেই। সনাতন বাবুর ছেলে বিশ্বজি অধিকারী, ৪ নং রামচন্দ্র দাস লেন, মধ্য হাওড়া ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পূজোর সময় মধ্যেই যোগাযোগ করেন মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক চ্যাটার্জীর সঙ্গে। সেই সময় চলছিল মধ্য হাওড়ায় অভিষেক এর দূত কর্মসূচি। যুব সভাপতি অভিষেক বিষয়টি সরাসরি নজরে নিয়ে আসেন মন্ত্রী অরূপ রায়ের। এরপর অরূপ রায়ের মাধ্যমে বিশিষ্ট সার্জন ডাঃ সিরাজ আহমেদ এর সহযোগিতায় কলকাতার বি এম বিড়লা হাসপাতালে 'স্বাস্থ্য সাথী' কার্ড এর মাধ্যমে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর আমানুল হক 'করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্র্যাফটিং' এর মাধ্যমে সনাতন বাবুর এই অপারেশনটি করেন। আশার আলো ফুটে ওঠে অধিকারী পরিবারে। বর্তমানে সনাতনবাবু ICU তে আছেন, সুস্থ আছেন, হৃদযন্ত্রের একাধিক জটিলতা থাকার কারণে ওষুধের উপর তাঁকে নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে।

রাশিফল

মেষঃ আজ নিজের পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়ে চলুন। সক্রিয়ভাব এগিয়ে যাবেন নিজের পথে। আজকের দিন মেষ রাশির জন্যয শুভ। সব ক্ষেত্রেই সাফল্যের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার গতি দেখা যাবে। বিবাহের যোগ।

বৃষঃদিনের শুরুতে কোনও ঝামেলায় জ।িয়ে পরতে পারেন। অফিস বা ব্যবসায়িক স্থানে আপনার ভদ্র ব্যবহারের প্রশংসা করা হবে। সামাজিক স্তরে যোগাযোগ বাড়বে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সতর্ক হোন।

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতকদের কাছে এই দিন শুভ। আজ আপনি স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয় স্তরেই আরও ভাল পারফরম্যান্স বজায় রাখবেন। কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা হবে

কর্কট রাশি ঃপ্রয়োজন নেই এমন সামগ্রী কিনবেন না। তা আর্থিক অবস্থা দুর্বল করবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন।

সিংহঃ আজ আপনি জীবন সম্পর্কে আপনার বোধগম্যতা বাড়াতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। জীবনযাত্রার

কন্যা ঃকর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। হঠকারী সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি শুভ। অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। নিজেকে সংযত করুন। পিতার শরীর ভালো যাবে না। চিকিৎসায় খরচ বাড়বে। হাড়ে আঘাত লাগার যোগ রয়েছে। ভাই-বোনের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন গাড়ি কেনার সম্ভাবনা আছে। আধ্যাত্মিক চিন্তায় মনোনিবেশ হবে। ব্যবসায় নতুন পুঁজি নিয়োগ করার আগে যাচাই করে নিন। বিয়েতে ইচ্ছুক পাত্রপাত্রীদের বিয়ের কথা ঠিক হতে

তুলাঃআপনার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর যে অবসর আপনি এতদিন ধরে চাইছিলেন তা আপনি আজ পাবেন। আপনি ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবেন। বিবাহেরযোগ

বৃশ্চিকঃআপনার জীবনসঙ্গীর মনে হতে পারে যে আপনি তার কাছে খুব বেশি দাবি জানাচ্ছেন ও তাকে নিয়ে সন্দিগ্ধ। আপনার মনের ভাব প্রকাশ করা ভালো, কিন্তু খেয়াল রাখুন যে বেশি বাড়াবাড়ি করছেন না। আপনার পেশাগত জীবনে আপনি উদ্যমী ও আত্মবিশ্বাসী ।

ধনুঃ আজ আপনি আপনার কাছের এবং প্রিয়জনদের সাথে একটি দুর্দান্ত পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হবে

মকরঃ আর্থিক ক্ষেত্রে কিছুটা টানাপোড়েন থাকতে পারে। বুঝে খরচ করুন। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে খোলামেলা কথা বলুন। নিজের ক্রোধকে সংবরণ করুন। অহেতুক ঝামেলায় জড়াবেন না। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কর্মরত হবে

কুম্ভঃ আজ আপনি শিল্প ও ব্যবসা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সরাতে স্বাচ্ছঃদ্য বোধ করবেন। বড় ব্যবসার জন্য পরিস্থিতি অনুকূলে থাকবে। আপনি পেশাদারদের সাথে সম্পর্ক উন্নত করতে সক্ষম হবেন। কথোপকথনে কার্যকর? থেকে যাবে। বন্ধুদের সঙ্গে কোনও বড় অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। শুভ দিন

মীনঃকর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে কাজ করুন, সাফল্য আসবেই। পারিবারিক জীবনে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করুন। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। আজ সঠিক সময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যায় পড়তে পারেন। সর্দি ও শ্লেষ্মা সংক্রান্ত সমস্যায় আজ কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দাম্পত্যে

আবহাওয়া

সাধারণত অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই বিদায় নেয় বর্ষা। কিন্তু চলতি মরসুমে দক্ষিণবঙ্গে এখনও বর্ষা বিদায় নেয়নি। আবহবিদেরা জানাচ্ছেন, আগামী কিছু দিন বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বিশেষ করে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। উত্তরবঙ্গে অবশ্য আপাতত বর্ষণের আভাস নেই। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.০ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী তিন-চার দিন আবহাওয়া এমনই থাকবে। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আচমকা বৃষ্টি হতে পারে শহর কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। তার পর ধীরে ধীরে এ বারের মতো বর্ষা বিদায় নেবে। অর্থা আগামী কয়েকদিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৭টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৩মনিট। সূর্যউদয় ঃ সকাল ৫টা ২৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২০মিনিটে।

বালিতে জঞ্জাল, নিকাশি সহ বিভিন্ন সমস্যায় পথ অবরোধ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঞ্জাল, নিকাশি সহ বিভিন্ন সমস্যায় জেরবার বালির পদ্মবাবু রোডের বাসিন্দারা, রবিবার সকাল থেকে পথ অবরোধ, বিক্ষোভ। পুরসভার আশ্বাস পেয়ে উঠলো অবরোধ। নিকাশির হাল বেহাল। জঞ্জাল সাফাই হয়না নিয়মিত। প্রতিবাদে দীপাবলির আগে পথে নামলেন বালির পদ্মবাবু রোডের বাসিন্দারা। রবিবার সকালে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা। রাস্তায় ময়লা আঞ্জ বর্জনা পড়ে থাকা এবং জমা জলকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদের জেরে এদিন উত্তেজনা ছড়ায়। এলাকার মানুষের দাবি, দীর্ঘদিন ময়লা আবর্জনা পড়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে। বালি পুরসভাকে বারবার বলা সত্ত্বেও কোনওরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে রাস্তা অবরোধ করেছেন তাঁরা। ঘটনাস্থলে বালি থানার পুলিশ আসে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বালি পুরসভার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে আসেন। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, দীর্ঘ তিন বছর ধরে জমা জলের সমস্যা। শিশু থেকে বৃদ্ধ কেউ যাতায়াত করতে পারছে না। রাস্তায় জমা জলের ওপর ইঁট পেতে যাতায়াত করতে হচ্ছে। আমাদের দাবি, যত দ্রুত সম্ভব এই রাস্তার সংস্কার করা হোক। এখানে নিয়মিত জঞ্জাল সাফাই হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে আমরা পথে নেমেছি। স্থানীয় বাসিন্দা অসীম রায় বলেন, বাইরে থেকে এসেও এখানে ময়লা ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এখানে কভার ভ্যাটের কোনও ব্যবস্থা পুরসভার তরফ থেকে নেই। এরকম দুরবস্থা ৫৫ বছরে কোথাও দেখিনি। আজকে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে কাল অফিস টাইমে আমরা পথ অবরোধ করব। স্থানীয় বাসিন্দা আকাশ বলেন, গত প্রায় তিন বছর ধরে জমা জলের সমস্যায় ভুগছি। পুরসভা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সবাইকে জানানো হয়েছে। কোনও সুরাহা আমরা পাইনি। তাই বাধ্য হয়েই পথে নেমেছি। নর্দমা ঠিকঠাক ভাবে পরিষ্কার হয়না। ময়লা তোলা হয়না। শীত, গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষা সবসময় জল জমে আছে। খারাপ রাস্তার কারণে দুর্ঘটনাও ঘটছে। বাধ্য হয়েই আজকে রাস্তায় নামতে হয়েছে। বালি পুরসভার তরফে দায়িত্বপ্রাপ্ত নবকুমার দাস বলেন, গাড়ির সমস্যার কারণে ময়লা তোলা যায়নি। আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভ্যাট থেকে যাতে ময়লা তোলা হয়। দু'দিনের মধ্যে এখানকার সব ময়লা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।

আনন্দপুর ও সার্ভে পার্কে চুরি-ডাকাতির হানা, সন্দেহের কেন্দ্রে ইস্তাফির!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আনন্দপুর ও সার্ভে পার্ক এলাকায় পরপর লুটপাটের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কোথাও ঘরের তালা ভেঙে সোনা লুট, আবার কোথাও দুষ্কৃতীরা একসঙ্গে হানা দিয়ে সব উধাও করে দিয়েছে। পুজোর মধ্যে এমন একাধিক ঘটনায় থানায় একের পর এক অভিযোগ জমা পড়ে। তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে লালবাজারের গোয়েন্দাদের সন্দেহ গড়ে ওঠে মূল অভিযুক্ত মহম্মদ ইস্তাফিরের দিকে। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ শহরতলির আক্রা-সন্তোষপুর এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে তার হদিস মেলে। বর্তমানে তাকে জেরা করে চোরাই জিনিস উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা। এদিকে, পুজোর সময় দক্ষিণ কলকাতার রিজেন্ট পার্ক ও বাঁশদ্রোণীতে দু'টি বাড়ির দরজা ভেঙে সোনার গয়না চুরির ঘটনায় গোয়েন্দা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে তিনজন। বাবলু আচার্য, মহম্মদ করিম ও মহম্মদ ইলিয়াস নামে ওই তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশ পুরো গয়না উদ্ধার করেছে। চুরির পর ওই গয়না বাইরে বিক্রির ছক কষলেও শেষ পর্যন্ত দুষ্কৃতীরা তা বিক্রি করতে পারেনি। তাই তাদের লুকানো জায়গা থেকেই ওই চোরাই গয়না গোয়েন্দারা উদ্ধার করেন। পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, পুজোর সময় থেকেই দক্ষিণ ও পূর্ব কলকাতার বিভিন্ন এলাকা টার্গেট করে দুষ্কৃতীরা। আনন্দপুরের উত্তর পঞ্চান্নগ্রামের এক বাসিন্দার অভিযোগ, তিনি ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে পরিজনদের বাড়িতে যান। ফিরে এসে দেখেন, দরজার লক ভাঙা। সারা বাড়ি লন্ডভন্ড। আঞ্জ লমারির লক ভেঙে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা নগদ ও ৪ লক্ষাধিক টাকার সোনা ও রুপোর গয়না নিয়ে উধাও হয়েছে লুঠেরা। এই ব্যাপারে আনন্দপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। আবার পুজোর আবহেই সার্ভে পার্ক এলাকায় একটি বাড়ি থেকেও সোনার গয়না লুঠপাটের অভিযোগ দায়ের হয়। সন্তোষপুরের সাউথ অ্যাভিনিউয়ের একটি বাড়িতে কেউ ছিলেন না। রাতে বাড়ি ফিরে দেখেন, আলমারির দরজায় ফাঁক। দেখেন, আলমারির লকারের মধ্যে একটি গোপন কুঠুরির ভিতর তিনি গয়না রাখতেন। অথচ সেই কুঠুরির ভিতর থেকেই যাবতীয় গয়না লুঠ করে পালিয়েছে দুষ্কৃতী। এই ব্যাপারেও সার্ভে পার্ক থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। আবার আনন্দপুর এলাকার মাদুরদহের হোসেনপুরে একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন কয়েকজন নির্মাণকর্মী। কখন দুষ্কৃতী ভিতরে প্রবেশ করেছে, তাঁরা কেউ বুঝতে পারেননি। কাছেই রাখা তিনটি মোবাইল নিয়ে উধাও হয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। আনন্দপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। এই অভিযোগগুলির ভিত্তিতে তদন্তে নামে লালবাজারের গোয়েন্দা পুলিশ। আনন্দপুর ও সার্ভে পার্ক এলাকার একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করেন তদন্তকারীরা। সেখানেই তাঁদের নজরে আসে মহম্মদ ইস্তাফির নামে এক সন্দেহভাজন দুষ্কৃতী, যাকে এলাকাজুড়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। গোয়েন্দাদের ধারণা, পরপর লুটপাটের নেপথ্যে রয়েছে এই ব্যক্তি। 'লোন উলফ' নামেই পরিচিত ইস্তাফির একাই নজর রাখত;কোন বাড়িতে কেউ নেই বা কোন এলাকা ফাঁকা। সুযোগ বুঝে সে ঢুকে পড়ত বাড়িতে এবং হাতের সামনে যা পেত;সোনার গয়না, নগদ টাকা, মোবাইল ফোন কিংবা বৈদ্যুতিন সামগ্রী;সব কিছু নিয়ে চম্পট দিত। এবার লালবাজারে তাকে জেরা করে লুট হওয়া সামগ্রী উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গ্রামে বাড়ছে আক্রান্ত, ডেঙ্গি রুখতে মেডিক্যাল ক্যাম্প ও নজরদারি!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বর্ষার মরশুম শেষের পথে, তবে তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় বাড়ছে ডেঙ্গি ও জ্বরের প্রভাব। জমে থাকা জল থেকে মশাবাহিত রোগ ছড়াচ্ছে দেগঙ্গা ব্লকে, বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত এক গ্রামে জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় সেখানে ইতিমধ্যেই মেডিক্যাল ক্যাম্প বসিয়েছে প্রশাসন। টানা বৃষ্টিতে দেগঙ্গা ব্লকে অধিকাংশ পঞ্চায়েত এলাকা জলমগ্ন হয়েছিল। বর্তমানে জল নামলেও ডেঙ্গি আক্রান্তের খবর আসছে ব্লকের নানা প্রান্ত থেকে। গত সোমবার দেগঙ্গার চাঁপাতলা পঞ্চায়েতের কাহারপাড়ায় ৬ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একটি তিন বছরের শিশু। খবর পাওয়ার পরেই ডেঙ্গি দমনে সক্রিয় হয়ে ওই এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির করেছিল ব্লক। প্রশাসন এবং জেলার স্বাস্থ্য দপ্তর। বৃহস্পতিবার ওই এলাকায় গিয়ে ডেঙ্গি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের দুই আধিকারিক, বিডিও এবং জেলার ডেপুটি সিএমওএইচ-১ এবং ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক। আশা কর্মী এবং ডেঙ্গি সার্ভে কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ওই এলাকার বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করেন তাঁরা। দেগঙ্গার বিডিও ফায়িম আলি বলেন, 'চাঁপাতলা পঞ্চায়েতের কাহারপাড়া গ্রামে ৬ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছিলেন। পাঁচ জন সুস্থ হয়ে বাড়িতেই আছেন। তিন বছরের এক শিশু ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আমরা ওই এলাকা পরিদর্শন করেছি।' মিনাখাঁ থানার জয়গ্রামে জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ ছাড়িয়ে গিয়েছে, এবং প্রতিদিনই সেই সংখ্যা বাড়ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে গ্রামে মেডিক্যাল ক্যাম্প বসানো হয়েছে। বেশ কয়েকজন রোগীকে মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে, আর বাকিদের বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও তৈরির নামে একাধিকবার ধর্ষণ!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ও রিলস তৈরির নাম করে এক নাবালিকার গোপন ছবি তুলে তাকে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ উঠেছে। দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযোগ। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক ইউটিউবার ও তার নাবালক ছেলেকে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হাড়োয়া থানা এলাকায়। নির্যাতিতার বাবা কলকাতা পুলিশে কর্মরত। হাড়োয়া থানার মোহনপুর এলাকায় বাড়ি ইউটিউবার অরবিন্দ মণ্ডলের। ওই এলাকাতেই বাড়ি ওই পুলিশকর্মীর। অভিযোগ, ওই ইউটিউবার ও তাঁর নাবালক ছেলে ওই কিশোরীকে ভিডিও ও রিলস বানানোর নামে গত কয়েক মাস আগে ডেকেছিলেন। ভিডিও বানানোর নাম করে ওই কিশোরীকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়েও যাওয়া হয়েছিল! প্রতিবেশী বলে ওই কিশোরীর পরিবার বিষয়টি নিয়ে আপত্তি তোলেনি। কিন্তু ওই ইউটিউবার যে জাল বিছিয়েছে, তা ঘুণাক্ষরেও কিছু শুরুতে বোঝা যায়নি। ভিডিও বানানোর পাশাপাশি অজান্তেই ওই নাবালিকার কিছু গোপন ছবি ও ভিডিও তোলা হয়েছিল! সেই ছবি, ভিডিও দেখিয়েই শুরু হয়েছিল ব্ল্যাকমেল করা! অভিযোগ, ইউটিউবার অরবিন্দ মণ্ডল ও তাঁর নাবালক ছেলে ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করেন। কাউকে কিছু বললে গোপন ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। সেই ভয়েই নাবালিকা চুপ ছিল, আর এই সুযোগে একাধিকবার তাঁকে যৌন নির্যাতন করা হয়। অবশেষে শুক্রবার পুরো বিষয়টি পরিবারের কাছে জানায় নির্যাতিতা। এরপর তাঁর পরিবারের সদস্যরা হাড়োয়া থানায় অরবিন্দ ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার সকালে পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। জানা গেছে, এদিনই ধৃতদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

"দেওয়ালি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড ২৫"

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, রামপুরহাট ঃ দেওয়ালি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড ২৫ উপলক্ষ্যে ওয়েস্টবেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম ও পজিটিভ বার্তা আয়োজিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো রামপুরহাট লদী অনুষ্ঠান ভবনে। রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ এই অনুষ্ঠানে রামপুরহাট শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার শ্যামা পূজা কমিটির সদস্য এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের এই অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হলো প্রতি পাড়ায় গুণীজনদের সম্মাননা প্রদর্শন করবে পজিটিভ বার্তা। পজিটিভ বার্তা গণমাধ্যমের একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে প্রতিনিয়ত সমাজের ইতিবাচক দিক গুলো তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে পজিটিভ বার্তার সি ই ও ড. মলয় পীট উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরামের আঞ্জ হ্বায়ক কার্ত্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক আশীষ মণ্ডল, অঞ্জন দে, ভোলানাথ চক্রবর্তী, আরিফ উদ্দিন আহমেদ, তথাগত চক্রবর্তী, অরিন্দম দে, মোহিত দাস, সৌভিক রায়, রাইহান রেজা, সাধন সিনহা সহ দেখুড়িয়া পূজা কমিটির উৎপল ভট্টাচার্য্য, আঁখিড়া করুণাময়ী পূজা কমিটির প্রতিনিধি প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, তরুণের আহ্বানের প্রতিনিধি অরিজিৎ সাহা, বিদ্যুৎ সাহা, উদয়পুর কালিপূজা কমিটির সদস্য শশিবাবু ও অন্যান্যরা। ডঃ মলয় পীট তাঁর বক্তৃতায় সামাজিক দায়বদ্ধতায় পজিটিভ বার্তা ও ওয়েস্টবেঙ্গল মিডিয়া ফোরামের লক্ষ্য উপস্থিত দর্শকের সামনে তুলে ধরেন।

চিকিৎসক ছাত্রীর গণ ধর্ষণের বিরুদ্ধে বিজেপির বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ আবার গণ ধর্ষণের ঘটনা। এবার বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে। গত ১০ই অক্টোবর শুক্রবার দুর্গাপুর আইকিউ মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালে ওড়িশা থেকে আসা এক ছাত্রী যিনি ওই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়। আর পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক নারী নির্যাতন ও গণধর্ষণ এবং ধর্ষণ করে খুন সহ আদিবাসী ও তপশিলি মহিলাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চার ডাকে রবিবার সারা রাজ্যের প্রতিটা থানায় বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। তারই অঙ্গ হিসাবে এদিন বিকালে বিজেপির জয়নগর সাংগাঠনিক জেলার উদ্যোগে জয়নগর থানার মোড়ে বিক্ষোভ, অবস্থান ও প্রতিবাদ অভিযান হয়ে গেল। ছিলেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর, সম্পাদক অলোক হালদার সহ একাধিক মন্ডল সভাপতি ও কার্যকতা ও সমর্থকগন। এদিন এ ব্যাপারে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর বলেন, রাজ্যে নারীরা সুরক্ষিত নয়। যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হয়েও রাজ্যের মহিলারাও সুরক্ষিত নয়। একের পর এক মহিলা ধর্ষণ, গণ ধর্ষণ ও অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে আমাদের এদিনের এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

পোলিও মুক্ত দেশ গড়ার সংকল্পে লেনিনগড় সুভাষ সংঘে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে টিকাকরণ কর্মসূচি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, লেনিনগড় ঃ পোলিও মুক্ত দেশ গড়ার সংকল্পে রবিবার সকালে শূন্য থেকে পাঁচ বছর শিশুদের জন্য লেনিনগড় সুভাষ সংঘে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং মুড়াগাছা কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের রোডে সোদপুর সাব ট্রাফিক গার্ডের পাশে টিকাকরণ কর্মসূচি শুভ উদ্বোধন করেন ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী। ছিলেন বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা পাইক, জয়েন্ট বিডিও সহ স্বাস্থ্য আধিকারিক, স্বাস্থ্যকর্মীরা। প্রবীর রাজবংশী বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক অনুপ্রেরণায় পোলিও মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় শুরু হয়েছে টিকাকরণ কর্মসূচি পালন। পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য বিভাগের সুচিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মীরা সংঘবদ্ধ ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামিল হয়েছেন শূন্য থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের এক ফোঁটা ড্রপ দিয়ে টিকাকরণ কর্মসূচি পালনে। উপস্থিত সকল স্বাস্থ্যকর্মী দের কুর্নিশ জানাই সকাল থেকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গ্রামের শিশুদের পরিষেবা প্রদানে এগিয়ে এসেছেন পোলিও মুক্ত সমাজ গড়ার সংকল্পে। প্রবীর রাজবংশী এদিন সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে বাচ্চা দের মুখে পোলিও ড্রপ ও দেন।

গাদিয়াড়ায় গড়ে উঠল আধুনিক কমিউনিটি হল — খুশিতে এলাকাবাসী!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দক্ষিণ বাংলার পর্যটন মানচিত্রে গাদিয়াড়া এক বিশেষ পরিচিতি পেয়েছে। কলকাতা ও আশপাশের জেলা থেকে উইকেন্ড ট্রিপের জন্য রূপনারায়ণ ও হুগলি নদীর সঙ্গমস্থল হিসেবে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এবার গাদিয়াড়া শুধুমাত্র পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে নয়, বরং ডেস্টিনেশন ম্যারেজ, এনগেজমেন্ট, পার্টি, জন্মদিন বা অন্নপ্রাশনের মতো উৎসব উদযাপনের জনপ্রিয় গন্তব্য হিসেবেও আবির্ভূত হচ্ছে। সব থেকে বড় কথা, এসব সুবিধা মধ্যবিত্তের বাজেটের মধ্যেই মিলবে, যা এই পর্যটন কেন্দ্রে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে। গাদিয়াড়ার একেবারে মুখ্য জায়গায় শ্যামপুর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি কমিউনিটি হল নির্মাণ করা হয়েছে। গাদিয়াড়া জেটি ঘাটের কাছে প্রায় ৩৯ শতক জায়গার উপরে দ্বিতল এই হলের একতলায় দুই শতাধিক মানুষ বসতে পারবেন। হলটির দোতলায় দু'টি শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষ করা হবে। শ্যামপুর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃণ্ময় মান্না বলেন, 'গাদিয়াড়ায় পর্যটকদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি একাধিক হোটেল গড়ে উঠেছে। সেই সব হোটেলে অন্নপ্রাশন, বিয়েবাড়ি-সহ একাধিক অনুষ্ঠান করার একাধিক ব্যবস্থা আছে। তবে তার খরচ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু এই কমিউনিটি হলের খরচ সাধ্যের মধ্যেই রাখার চেষ্টা হচ্ছে।' গাদিয়াড়ায় যেখানে এই কমিউনিটি হল গড়ে উঠছে, তা শ্যামপুর এক নম্বর ব্লকের বানেশ্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। শ্যামপুরের বর্ষীয়ান বিধায়ক কালীপদ মণ্ডলের বাড়িও এখানেই। তিনি বলেন, 'গাদিয়াড়া পর্যটন কেন্দ্রের আশপাশে একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা আছে। এই কমিউনিটি হল হলে, সাধারণ মানুষ যে কোনও অনুষ্ঠানে এটি ব্যবহার করতে পারবেন।' শ্যামপুর এক নম্বর ব্লকের বিডিও তন্ময় কার্জি জানান, এই হল তৈরি করতে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। রাজ্যের অনগ্রসর জাতিকল্যাণ দপ্তর থেকে এই অর্থ মিলেছে। বিডিও বলেন, 'অনেক সময়ে সরকারের প্রতিনিধিরা দু'একদিনের জন্য সরকারি কাজে শ্যামপুরে আসেন। তাঁদের প্রায়ই হোটেলে রাখতে হতো। সরকারের অর্থ ব্যয় হতো। সরকারি কমিউনিটি হলের উপরে যে দোতলা ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে, এবার তাঁরা; সেখানেই থাকতে পারবেন।' তিনি জানিয়েছেন, এই কমিউনিটি হলের পাশেই একটি ফ্লাড সেন্টার তৈরি করা হবে। সরকারি খাসজমিতে এই পুরো প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে।

দু'হাজার টাকা দুর্গাপূজার চাঁদা না দেওয়ায় কারখানায় তালা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দু'হাজার টাকা দুর্গাপূজার চাঁদা না দেওয়ায় কারখানায় ঢুকে ক্লাব সদস্যদের হুমকি, তালা লাগিয়ে আটকে রাখা হলো কর্মীদের। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে খোলা হয়। চাঁদা না দেওয়ায় কারখানার গেটে তালা দিয়ে দিল হাওড়ার জগদীশপুর অঞ্চলের এক পূজা কমিটির সদস্যরা। এর জেরে কারখানার ভিতরে আটকে পড়েন প্রায় ৫০ জন কর্মী। অভিযোগ, হুমকি ও দুর্ব্যবহার করা হয় কারখানার ম্যানেজারের সঙ্গেও। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে তালা খোলা হয়। বিকেল ৩টে নাগাদ জগদীশপুরের ওই পূজা কমিটির সদস্যরা কারখানায় বকেয়া চাঁদা নিতে আসে। কারখানায় নকুল দানা, মিছরি ও আখের গুড় তৈরি হয় বলে জানা গেছে। সেখানে পুরুষ ও মহিলা সহ ৫০ জন কর্মী কাজ করেন। ম্যানেজার জানান, দুর্গাপুজোর জন্য ওই পুজো কমিটি ২,০০১ টাকা চাঁদা দাবি করেছিল। কিন্তু তাঁরা দুশো টাকা চাঁদা দিতে চেয়েছিলেন। পুজো কমিটি তা নিতে অস্বীকার করে। এরপর এলাকার চার যুবক ওই কারখানায় চাঁদা নিতে আসে। দাবিমতো চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে ক্লাব সদস্যরা তীব্র গালিগালাজ ও দুর্ব্যবহার করে। এরপরই কারখানার গেটে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয় তাক্লাবের ছেলেরা। কারখানার ভেতরে আটকে পড়েন কর্মীরা। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শনিবারে ছুটি হওয়ার পর কারখানা থেকে ওই কর্মীদের সাপ্তাহিক পেমেন্ট দেওয়া হয়। তালা দেওয়ায় কারখানার ভিতরেই তাঁরা আটকে পড়েন। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পূজা কমিটির সদস্যরা ওই চাবি ফেরত দেয়। সন্ধ্যে ছটা নাগাদ মালিক কারখানায় গিয়ে চাবি খুলে দিলে কর্মচারীরা বাড়ি ফিরতে পারেন।

ডাবল লাইনের সম্ভাবনা পুঃ রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের হাসনাবাদ-চাঁপাপুকুর শাখায়

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, হাসনাবাদঃ যাত্রী পরিষেবায় গতি আনতে সম্প্রতি শিয়ালদহ ডিভিশানের চাঁপাপুকুর-হাসনাবাদ সেকশানে ডাবল লাইনের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের সমীক্ষার অনুমতি দেয় রেল বোর্ড। হাসনাবাদ - চাঁপাপুকুর শাখায় ১৬.৫৪ কিমি পথে সমীক্ষা র মাধ্যমে ডাবল লাইন তৈরির রূপরেখা ও আঞ্জ নুমানিক ব্যায় নির্দিষ্ট করার পর তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে রেল মন্ত্রককে। এই শাখায় প্রতিদিন ২৩ জোড়া ই এম ইউ চলাচল করে। ডাবল লাইন হলে লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়বে, গতি আসবে ট্রেন চলাচলে। তুলানামূলক কম সময়ে কোলকাতায় পৌঁছাবে হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি সহ সুন্দরবনের অঞ্চলের মানুষ, ফলত ডাবল লাইনের চূড়ান্ত সমীক্ষার খবরে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি নিত্যযাত্রী থেকে এই শাখার সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকার মানুষ। নিত্য যাত্রীদের সংগঠনের তরফে সায়ক ঘোষ বলেন, দ্রুত এই সমীক্ষার কাজ সম্পাদন করে যদি অর্থ বরাদ্দ হয়ে কাজ শুরু হয় তাহলে হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, হেমনগর সহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জন্য তা খুবই উপকারের হবে মত তাদের। তাদের কথায় ডাবল লাইন হলে ট্রেনের গতি বাড়ার পাশাপাশি লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়বে ফলে কোলকাতা সহ বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে দৈনিক যাতায়াত ও বিভিন্ন কাজ, সর্বোপরি যোগাযোগ সহজতর হবে। শনিবার বিশেষ ট্রেনে চাঁপাপুকুর থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত রেল লাইন পরিদর্শন করলেন শিয়ালদহ ডিভিশানের ডি. আর. এম সহ রেল আধিকারিকরা।

ধনধান্যে কৃষি যোজনা উপলক্ষে সেমিনার নিমপিঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে আসছে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র।শনিবার রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ধনধান্য কৃষি যোজনা উপলক্ষে এক বিরাট সেমিনার। শনিবার সারাদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন ব্লকের প্রায় ৪৫০ জন কৃষক ভাই ও মায়েরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিল্লির জাতীয় কৃষি বিজ্ঞান পরিসরে এদিন ধনধান্য কৃষি যোজনা, ডালশস্য আত্মনির্ভরতা মিশনের সাথে সাথে মোট ৪২০০০ কোটি টাকার ও বেশি মূল্যের আরো একগুচ্ছ কৃষি পরিকল্পনার শুভ উদ্বোধন করেন যা সারা দেশ জুড়ে ৭৩১টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে উপস্থিত কৃষিজীবি ভাই বোনেরা একযোগে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দেখেন।এই কৃষি পরিকল্পনা গুলি আমাদের দেশের কৃষি কাজ কে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে মনে করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। নিমপীঠের এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ আশ্রমের সহ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মুক্তানন্দজি মহরাজ। স্বাগত ভাষণে এই কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ডক্টর চন্দন কুমার মণ্ডল বলেন, জাতীয় ডাল শস্য মিশন, তৈল বীজ মিশন, খাদ্য সুরক্ষা মিশন, প্রাকৃতিক চাষ মিশন এগুলোর মাধ্যমে দেশ কিভাবে আত্মনির্ভারতার দিকে এগোচ্ছে। এর সাথে আগামী দিনে কৃষি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন ড্রোন,মাইক্রো সেচ ইত্যাদির ব্যবহার কিভাবে আঞ্জ রো বাড়ানো যায় সে বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন। পরবর্তীতে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণ তাদের সুচিন্তিত বক্তব্যের মাধ্যমে কৃষি কাজ আরো কীভাবে লাভ জনক করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। আর এই ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে খুশি আগত কৃষকরা।

বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে নাদিয়াল থানার পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধৃত মহম্মদ ইয়াসিন। নাদিয়াল থানার আয়ুব নগরের বাগদি পাড়া রোডের বাসিন্দা। গভীর রাতে অভিযুক্ত বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন এক মহিলাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। তাঁর চিৎকারে পরিবারের লোকজন বিষয়টি জানতে পারেন। নাদিয়াল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নামে। তবে ততক্ষণে গা ঢাকা দিয়েছে মহম্মদ ইয়াসিন। মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যে পুলিশ ইয়াসিনকে পাকড়াও করে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধর্ষণ আদৌ হয়েছে কিনা, তা জানতে নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে। ওই ব্যক্তির কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সকলে। এদিকে, দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার রাতে এক বন্ধুর সঙ্গে খাবার খেতে বেরিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, সেই সময় কলেজ চত্বরের কাছাকাছি একটি জঙ্গলে তাঁকে গণধর্ষণ করা হয়। নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'রাত ১০টা নাগাদ ওর বন্ধু আমাকে ফোন করেছিল। এখানে চলে আসি তাড়াতাড়ি। সাড়ে ৯টা নাগাদ একটা ছেলে খাবার খেতে আমার মেয়েকে গেটের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ২-৩ জন চলে আসে। ছেলেটা ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেই সময় একজন আমার মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। মোবাইল কেড়ে নেয়। ৩ হাজার টাকা দাবি করে। দিতে পারেনি। পরে ছেলেটা আবার ঘটনাস্থলে ফিরে আসে। সেই সময় ৪-৫ অপরিচিত যুবক ছিল। তাদের হাতে ৩০০ টাকা ছিল দিয়েছিল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেয়ে। তখন মেয়েকে নিয়ে ওই ছেলেটা ফেরে।' তরুণীর বাবার অভিযোগ, বেসরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই অভিযোগ তুলে কলেজ চত্বরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা। তাঁরা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

দেওয়ালী ও ছট পুজোর আগে হস্তশিল্পীদের সামগ্রীর এক্সজিবিশন

দুরন্তবার্তা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, রিষড়া ঃ স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে দেওয়ালি ও ছট পুজোর প্রারম্ভে হস্তশিল্পীদের উৎপাদিত সামগ্রীর বিপণনের জায়গা করে দিতে রিষড়ার সারথী হলে আয়োজন হয়েছিল এক আকর্ষণীয় এক্সিবিশন। ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের সাজগোজ বিভিন্ন ধরনের কসমেটিক্স, হারবাল কসমেটিক এবং খাদ্যদ্রব্যের মতো পণ্য সামগ্রী টেরাকোটার সম্ভার এবং নজর কাড়া মোমবাতির কালেকশন নিয়ে হাজির হয়েছিল একাধিক হস্তশিল্পী এবং হস্তশিল্পের বিপণনকারীরা, যাকে এক কথায় বলা যায় শুভ সমৃদ্ধির হাট। দেওয়ালি এবং ছট পূজাকে সামনে রেখে দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন কালেকশন নিয়ে উপস্থিত হয় বেকার যুবক-যুবতী থেকে আরম্ভ করে ঘরের গৃহবধুরা যেখানে ছিল মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদের নিত্য প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারযোগ্য জিনিস ও জামাকাপড় পোশাক আশাক। স্বনির্ভরতার এক বিশেষ বার্তা বহনকারী বিভিন্ন ধরনের ছোটখাট ব্যবসা নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই এক্সিবিশনটি এক বিশেষ ভূমিকা নেয়। এছাড়া কলকাতা ডানকুনি শোভাবাজার শ্রীরামপুর বৈদ্যবাটি চন্দননগর মানকুন্ডু এবং স্ব স্ব এলাকার বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পীগণ তাদের ঐতিহ্যমন্ডিত শিল্পের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল এই এক্সিবিশনে। জানা গেছে চারদিন ব্যাপি চলবে এই এক্সিবিশনটি যা এলাকার মানুষের মনে যথেষ্ট আঞ্জ নন্দের প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে হাতে তৈরি সম্ভারগুলো যথেষ্ট নজর কেড়েছে এলাকাবাসীর কাছে। কেনাকাটা ও দেখা সবকিছু মিলিয়ে এক্সিবিশনটি হয়ে উঠেছে একটি মিলন কেন্দ্র যা নব প্রজন্মকে স্বনির্ভরতার আগ্রহী করে তুলবে। একটি বেসরকারি সংস্থা আয়োজিত এই এক্সিবিশনটি সকলের নজর কাড়ে।

ফাঁসির দাবিতে সরব জেলায় জেলায় রাষ্ট্রপতির শিল্পী স্বপন বাউল

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে হুগলী ঃ জেলায় জেলায় বাউল গানে স্বপন দত্ত বাউলের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সরব আদিবাসী নাবালিকা ছাত্রী খুনের দোষীদের ফাঁসির শাস্তি দিতে হবে। চারিদিকে জেলায় জেলায় আদিবাসীরা গর্জে উঠেছে আদিবাসী নাবালিকা ছাত্রীর খুনের প্রতিবাদে। রাষ্ট্রপতির সম্মানিত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল জেলায় জেলায় প্রতিবাদের ঝড় তুলছেন আদিবাসীদের পাশে দাঁড়িয়ে। হুগলী জেলার আরামবাগ বাস রুটে, চলন্ত বাসে, চাদুর গ্রমে বাউল গানে আদিবাসী নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর খুনের দোষীদের বিচার করে ফাঁসির শাস্তির দাবি তোলেন। এর আগে বর্ধমান জেলায় ও তারাপীঠ রামপুরহাটে স্বপন বাউলের নিঃস্বার্থ আদিবাসী ছাত্রী হত্যার প্রতিবাদ দেখে আদিবাসীরা স্বপন বাউলকে অনেকেই আশির্বাদ করে। অনেক জায়গায় মানুষের প্রশ্ন স্বপন বাউল কিসের প্রতিবাদ করছেন? প্রশ্নের উত্তরে স্বপন বাউল বলেন দেখুন সংবাদ মাধ্যমের খবরে দেখেছি রামপুরহাটের থানা অন্তর্গত বারোমেশিয়া গ্রামের আদিবাসী নাবালিকা স্কুল ছাত্রী খুন করা হয়। ঐ নাবালিকা ছাত্রী রামপুরহাটের শ্যামপাহাড়ি এলাকার স্কুলের ছাত্রী। স্কুলের ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসে নি। অনেক খোঁজা খুজির পর বাইশ দিন পর বস্তা বন্দী পাঁচ টুকরো করা নাবালিকা মৃতদেহ জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়। আপনারাও অনেকেই খবরে দেখেছেন। জনতার দরবারে জনগণের মুখোমুখি হয়ে স্বপন বাউল গানে গানে বলেন আমি সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় প্রতিবাদে নেমেছি। এই জঘন্য নৃশংস খুনের দোষীদের বিচারে কঠিন শাস্তি ফাঁসি শাস্তির দাবি তুলছি। বক্তব্যে বলেন রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা সুরক্ষার ব্যবস্থার আরো উন্নতি করতে হবে। নারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেওয়ার জন্য জেলার পুলিশ প্রশাসন এবং আইন আদালত ও রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার উভয়কেই দায়িত্ব নিতে হবে। বক্তব্যে আরো বলেন পাশাপাশি যুব সমাজকে সমাজের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের নারী সমাজকে নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য সকলকে সচেতন করতে হবে। নিজের মা-বোন, দিদি, কন্যা মনে করে নারীদের রক্ষা করতে শয়তান পুরুষদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অশুর রূপী পুরুষদের হাত থেকে নারীদের রক্ষা করতে যেমন সকল যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে, তেমনি পাড়ায় পাড়ায় এলাকার, জেলার, রাজ্যের সকল জনগণকে একজোট হতে হবে। এ ছাড়া পুলিশ,প্রশাসন, আইন, আদালত, রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার ও সকল জনগণ এক হয়ে দুষ্ট অশুর রূপী পুরুষদের আইন আদালতের সাহায্য নিয়ে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। দোষীদের ফাঁসির শাস্তি না দিলে দিন দিন স্কুল ছাত্রী, কলেজ ছাত্রী, নাবালিকা নিগ্রহ, অপহরণ, অত্যাচার, ধর্ষণ, খুন হত্যা বেড়েই চলবে কারণ দোষীরা কঠিন শাস্তি না পেলে তাদের নারী নির্যাতন করার সাহস বেড়ে যাবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩০৯, সংখ্যা, সোমবার ২৬ আশ্বিন ১৪৩২

নোবেলে প্রথম মহিলা

দ্বিতীয়বার যখন নোবেল পেলেন নোবেল কমিটি তাঁকে বলেছিল আপনি পুরস্কার না নিতে এলেই মঙ্গল ! যিনি না এলে খুশি হবে নোবেল কমিটি, তিনি এক মহিলা। বিজ্ঞানী। বিখ্যাত। মাত্র আট বছর আগে, ১৯০৩ সালে, তিনি পেয়েছিলেন সে প্রাইজ। সে বার ফিজিক্সে। তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণার জন্য। এ বার মনোনীত হয়েছেন কেমিস্ট্রি প্রাইজের জন্য। পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কারের জন্য। অর্থাৎ, মাত্র আট বছরের ব্যবধানে দু'-দু'বার দুই আলাদা বিষয়ে নোবেল। এ হেন বিজয়িনীর তো মহাসমারোহে অভ্যর্থনা পাওয়ার কথা। তাঁকে কিনা চিঠি লিখে জানানো হল, আপনি পুরস্কার নিতে না এলে ভাল হয়! কিন্তু কেন এমন বলা হল? কারণ মানুষের কুৎসা আর তাঁর অবৈধ প্রেমকাহিনি নিয়ে বিভিন্ন মিথ্যা প্রচার। কেউ তাঁকে বলত 'ডাইনি', কেউ বলত 'ঘর-ভাঙানি'। তথাকথিত প্রগতিশীল দেশ ফ্রান্সের মানুষের বিষনজর ছিল তাঁর উপর। তবুও শেষমেশ তিনি নোবেল পুরস্কার নিতে গিয়েছিলেন। কলেজে পড়ার সময় থাকতেন একটি ঘুপচি ঘরে। ঠান্ডায় সেই ঘর হয়ে যেত হিমঘর। পেট চালাতে ল্যাবরেটরিতে কাচের পাত্র ধোয়ামোছার কাজও করেছেন। শুকনো ফল,পাউরুটি খেয়ে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। কষ্টের সেই দিনগুলো সম্পর্কে পরে স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'এ জীবন, কোনও কোনও দৃষ্টিকোণে বেদনাদায়ক হলেও, আমার কাছে প্রকৃত আনন্দের। আমি পেলাম মুক্তি আর স্বাধীনতার স্বাদ, যা দারুণ মূল্যবান। প্যারিসে আমি অজানা-অচেনা, হারিয়ে গেলাম বিশাল শহরে। কিন্তু সেখানে একা থাকার, অন্যের সাহায্য ছাড়া বেঁচে থাকার, অনুভূতি মোটেই হতোদ্যম করল না আমাকে, বরং এক প্রশান্তি আর তৃপ্তি ছেয়ে রাখল মন।' ফিজিক্সের ডিগ্রিতে প্রথম হয়েছিলেন ঊ সেইসময় আলাপ হয়েছিল বিশেষ এক জনের সঙ্গে। পিয়ের কুরি। অধ্যাপক। গবেষণা করেন চাপের প্রভাবে ক্রিস্টালের তড়িৎ উৎপাদন এবং চুম্বকত্বের ওপর উষ্ণতার প্রভাব নিয়ে। দুজনে প্রেমে পড়লেন। বিয়েও করলেন। দু'বছর পর জন্মাল প্রথম মেয়ে। আইরিন। সাত বছর পর দ্বিতীয় মেয়ে ইভ। পদার্থবিজ্ঞানে চলেছে ধুন্ধুমার কাণ্ড। জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেলম রন্টজেন আবিষ্কার করেছেন এক বিচিত্র আলো, যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ভেদ করে যায় অনেক কিছু। রন্টজেন নাম দিয়েছেন 'এক্স-রে'। সে আবিষ্কারের কয়েক মাসের মধ্যে ফরাসি বিজ্ঞানী অঁরি বেকারেল পেয়েছেন আর এক খোঁজ। ইউরেনিয়াম মৌল আভা বা আলো ছড়ায়। আপনা আপনি। কেন ? জানা নেই। কী সেই আলো ? জানা নেই।১৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৭। রহস্যভেদে নামলেন দম্পতি। ইউরেনিয়ামের আলো বিকিরণের নাম দিলেন ওঁরা। রেডিয়োঅ্যাক্টিভিটি। আলো কেন ? তারা বুঝলেন,ওটা পরমাণুর ভেতরের খেলা। শুধু ইউরেনিয়ামই কি আলো ছড়ায় ? না কি তেমন মৌল আছে আরও ? এটা-সেটা নিয়ে পরীক্ষা। শেষে এক পদার্থ। পিচব্লেন্ডি। যা থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন করা হয়। দম্পতি দেখলেন, পিচব্লেন্ডি-র রেডিয়োঅ্যাক্টিভিটি ইউরেনিয়ামের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ, ওই জিনিসে লুকিয়ে আছে ইউরেনিয়াম ছাড়া অন্য কোনও মৌল, যা ছড়ায় রেডিয়োঅ্যাক্টিভিটি। মেরি কুরি আবিস্কার করলেন পোলোনিয়াম।

বাংলার বাঘ

সে অনেকদিন আগের কথা, দেশে তখন ইংরেজ রাজত্ব চলছে। সাহেব নগরপাল ঘোষণা করলেন কলকাতার বুকে কোন কালা আদমি দুঘোড়ার বেশি টানা গাড়িতে চড়তে পারবে না। ময়দানে নোটিশ পড়লো, Natives are not allowed to ride three or more Horse driven cart.” কদিন পরেই দেখা গেল শামলা চড়িয়ে এক বাঙ্গালী বাবু তিন ঘোড়ার গাড়ি চেপে রেডরোডে হাওয়া খাচ্ছে। ছুটে এল গোরা সার্জেন্ট, হুঙ্কার দিয়ে নামতে বলল গাড়ি থেকে। সহিস বেচারা তো খেয়েই গেল দুচার থাপ্পড়। বাবুটি কিন্তু নির্বিকার, ধীরে সুস্থে নামলেন গাড়ি থেকে তারপর চোস্ত ইংরেজি তে সাহেবকে বললেন,“ You better have a check up your eyesight. তোমাদের আইনে বলছে é Three horses driven cart prohibited. আমার গাড়িতে তো দুটো ঘোড়া আর একটা ঘুড়ি মানে Mare, তাহলে বাধা কোথায়? সার্জেন্ট বেচারা পালাবার পথ পায়না। জন্ম ১৮৪৫, বর্ধমান জেলার খন্ডঘোষ গ্রামে । অসম্ভব প্রতিভাবান মানুষটি সে আমলের। কোন পরীক্ষাতেই দ্বিতীয় হননি। ১৮৬৭ সালে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে আইন পাশ করেন, লাভ করেন স্বর্ণপদক। কিছুদিন বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনার পর চলে আসেন পুরোপুরি আইন ব্যবসায়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে তিনি ছিলেন কিংবদন্তি তুল্য আইনজীবী। সহকারী রূপে পেয়েছেন বাংলার বাঘ আশুতোষ ও রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের মতো ব্যাক্তিত্বকে । সেই আমলে অন্য যে কোন আইনজীবীর থেকে তাঁর ফিজ ছিল কয়েক গুণ বেশি, তবুও মক্কেলরা তার দরজায় ভিড় করতো। চরিত্রে ছিল অদ্ভুত বৈপরীত্য, একটাকাও ফি কমাতে রাজি হতেন না কখনো অথচ উপার্জনের বেশিটাই খরচ করতেন দানধ্যানে ও বাংলায় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে। এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯১৫ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। যুক্ত ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের নরমপন্থী-চরমপন্থী বিভাজনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত থাকার 'অপরাধে' সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে বিতাড়িত ছাত্রদের বিকল্প শিক্ষাদানের জন্য ১৯০৬-এ গঠিত হয় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'। শুধু কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দিতে চেয়ে তারকনাথ পালিতের নেতৃত্বে তৈরি হল 'কারিগরী শিক্ষা প্রসার সমিতি'।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

জাগরিত হবে মহাশক্তির। সেই শক্তিকে কাজে লাগতে হবে। উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। দেশের কাজে লাগাতে হবে। অপরের উপকারের কাজে লাগাতে হবে। নারী উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানের চর্চায় লাগাতে হবে। সৃজনশীলতার মধ্যে দিয়ে শক্তিশালী ভারত গড়তে হবে। আবিস্কারের নেশায় মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। মাতৃশক্তি দিয়ে জগতকে উপকার করতে হবে। মহান শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার অধিকার অর্জন করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। মানব সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। মা সারদা দেবী বলতেন, নরেন আমরা প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে রাতে আমি ভালো করে ঘুমাতে পারি। ঠাকুরও ভালোভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। সন্ধ্যা হলেও গানের আসর বসতো দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তো নরেনের গানে বিহ্বল হয়ে যেতেন। নরেনের ভক্তিগীতি শুনে ঠাকুর আবার জ্ঞানহারা হয়ে যেতেন। তাঁর জ্ঞান ফিরত বহুক্ষণ বাদে। ঠাকুর বলতেন, নরেন হচ্ছে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ। সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। কারোর সঙ্গে মন্দ কথা বলা একেবারে চলবে না। সবাই যাতে তোমার প্রতি আগ্রহ দেখায় তার পথকে তৈরি করতে হবে। সবাইকে পথ দেখাও।

বাংলায় বিপ্লবীদের প্রকাশিত পত্রিকায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা

রবীন্দ্রকুমার শীল

(বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রকাসিত পত্র পত্রিকার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে শুরু করে ইংরেজ সরকার। তার ফলে ১৯০৫ সাল থেকে প্রকাশিত সমস্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার ওপরে সরকারি নজরদারি শুরু হয়। ইংরেজ সরকারের লক্ষ্য ছিল তাদের বিরোধিতা করতে কেউ যেন সাহস না পায়। প্রায় দেড়বৎসর কাল নিরংদ্রপে 'যুগান্তর' পত্রিকা চলেছিল। এক পরে খোলাখুলি সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচার শুরু হলে পুলিশ ও ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এবং তাদের টনক নড়ে উঠল। ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে মেহচন্দ্র কানুগো তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে ফরাসী দেশে চলে যান বোমা তৈরি প্রণালী শেখবার জন্য। হেমচন্দ্র ছিলেন মেদিনীপুর শাখার কর্মী। মানিকতলা ছিল প্রধান যুগান্তর কেন্দ্র। কিন্তু প্রথমে বোমা প্রস্তুত এখানে হতো না। বোমা তৈরির প্রথম চেষ্টা হয়েছিল দেওঘরের রোহিণীতে। সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল এবং চেষ্টা করতে গিয়ে রংপুরের ঈশান চক্রবর্তীর পুত্র প্রফুল্ল চক্রবর্তী মারা যান। প্রফুল্লর মৃত্যুর পরে কলকাতায় এসে বোমা তৈরির কাজ শুরু হয়। ঢাকুরিয়ার জীর্ণ একতলার ছোট বাড়িতে চেষ্টা হয়েছিল বেশ কয়েকদিন। বাড়িটির স্থান কোথায় ছিল এবং কার বাড়ি ছিল তা অবশ্য জানা যায়নি। বিপ্লবীদের আড্ডা বসত দেবব্রতের বাড়িতে, কখনও বা টাউন স্কুলে আবার কখন বা গঙ্গার ঘাটে। তখন অরবিন্দ থাকতেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। প্রয়োজন হলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ গ্রহণ করা হতো। বছরে একবার সম্মেলন কর্মীদের সম্মেলন হতো। তাতে প্রেসিডেন্ট হতেন পি মিত্র। সেখানে অরবিন্দ এবং বারীন্দ্রকুমার উপস্থিত থাকতেন। যুগান্তর লেখকদের মধ্যে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার, ভূপেন্দ্রনাথ এবং দেবব্রত। অরবিন্দও মাঝে মধ্যে লিখতেন। তিনি আবার ভালো বাংলা লিখতে পারতেন না। ১৯০৭ সালে ১১ এপ্রিল সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। শিরোনাম ছিল -' এসো অরাজকতা' তাতে লেখা ছিল-'অরাজকতা সৃষ্টি করতে হবে, সুতরাং সেই অরাজকতাকে আহ্বান করি,- ইতিহাসে যার নাম বিপ্লব'। (বারীন্দ্রকুমার, পৃষ্টা-৯৩)। যুগান্তরে খোলাখুলি প্রচার করা হতো। দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য ইংরেজদের অধীনে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করতে হবে। ১৯০৬ সালে ২৬ আগস্ট সংখ্যায় লেখেন দেবব্রত বসু তাঁর যোগাক্ষ্যাপার পত্রে-“ বিপ্লবের জন্য অস্ত্রাদি সংগ্রহ সহজে করা যায় এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে বিস্ফোরণ তৈরি করা সম্ভব।” (বরীন্দ্রকুমার, পৃষ্টা-৯৩)। যুগান্তরে বারীন্দ্রকুমার লিখতেন-' বর্তমান রণনীতি'। মাল মসলা সংগ্রহ করতেন, ক্যামনের 'রুশ-জাপান যুদ্ধ' বই থেকে। পরে এটা বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

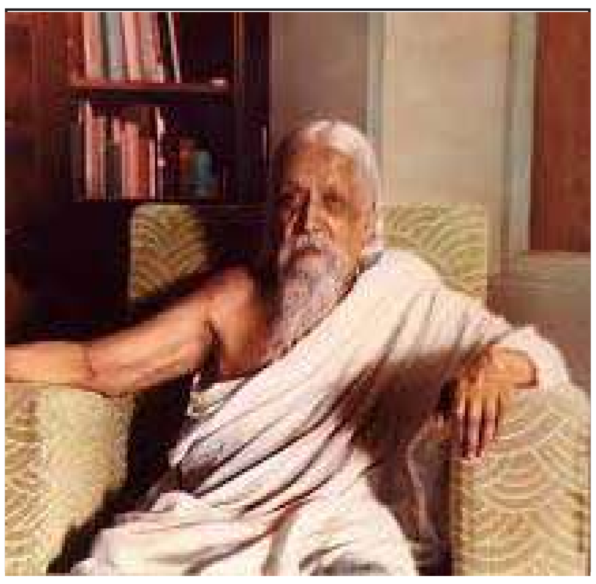

১৯০৭ সালে যুগান্তর পত্রিকার ওপরে ইংরেজ সরকারের আঘাত এসে পড়ল। ১৯০৭ সালের ৭ জুন সতর্ক বার্তা দেওয়া হল যুগান্তর পত্রিকাকে। কারণ ২ জুন ১৯০৭ সালের সংখ্যায় সরকার বিরোধী লেখার প্রকাশ করা হয়েছিল। ভূপেন্দ্রের ডাক পড়ল লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর পূর্ণ চন্দ্র লাহিড়ীর কাছ থেকে। ১২৪ এ ভারতীয় পেনাল কোড'এ দুটো প্রকাশিত প্রবন্ধকে ঘিরে মামলা শুরু হল। একটি হচ্ছে 'ভয়-ভাঙ' এবং আর একটি হচ্ছে 'লাঠিশক্তি' যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৬ জুন ১৯০৭ সালে। সেই সময়ে মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ডি এইচ কিংসফোর্ড। ভূপেন্দ্রনাথ সব প্রবন্ধ প্রকাশের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে দোষ স্বীকার করলেন। ফলে ২৪ জুলাই ১৯০৭ সালে তাঁর এক বছর জেল হয়। ভূপেন্দ্রনাথের সাহসিকতার প্রশংসা করে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দ একটি প্রবন্ধ লিখলেন তার নাম হচ্ছে “One more for the Alter ”। সেখানে তিনি লিখলেন-“ To meet persecution with indifference, to take punishment quietly as a matter of course, with erect head and undimmed eyes, this is the sprit in which we must conquer, (Alipur Conspiracy Case An Outline of the Sensational Trial in The History of The Indian Indepenedence Movement, Page-25)” ৯ আগস্ট ১৯০৭ সালে কলেজ স্কেয়ারে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছিল। সেখানে বেশ কিছু মহিলা অংশ গ্রহণ করে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিলেন ডাক্তার নীলরতন সরকারের স্ত্রী যিনি ৬১, হ্যারিসন রোডে (বর্তমান মহাত্মা গান্ধি রোড) বসবাস করতেন। যোগ দিয়েছিলেন ভূপেন্দ্রনাথের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী, লীলাবতী দেবী, কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্ত্রী সভায় সভাপতিত্ব করেন। চিকিৎসক প্রাণ কৃষ্ণ আচার্যের স্ত্রী সভায় পত্রপাঠ করেছিলেন যা লিখেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁর পুত্রের সম্মানে। কৃষ্ণ কুমার মিত্রের কন্যা একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন যে কবিতা লিখেছিলেন আনন্দ মোহন বসুর স্ত্রী স্বর্ণপ্রভা দেবী। সভায় ভূপেন্দ্রনাথের মায়ের হাতে একটি প্রশংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল। এটাই হচ্ছে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করে স্বতঃস্ফূর্ত মহিলাদের প্রতিবাদ সভা। আদালতে বিচারের সময় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সদর্পে ঘোষণা দিয়েছিলেন-'এই বিদেশী সরকারের আদালতকে আমি স্বীকার করি না। I have done what I thought to be duty to my country-you may mete out any punishment you like. I shall bear it cheerfully” (বিপ্লবী যুগান্তরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পৃষ্ঠা-৪৫)।

১৯০৭ সালে ৮ জুন আবার ইংরেজ সরকার সতর্ক বার্তা পাঠালো 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাকে। ৩০ জুলাই গোয়েন্দা বিভাগের সুপারিটেন্ডেট মিস্টার ইলিস ১২, নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়াবের (রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি) ২-১ ক্রীক রো সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে উপস্থিত হয়ে ঘর তল্লাশির কাজ শুরু করলেন। সেখান থেকে কিছু কাগজপত্র সংগ্রহ করেছিল পুলিশ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে। ১৬ আগস্ট ১৯০৭ সালে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আবার কিছু অফিসার এসে উপস্থিত হল। তারা হেমচন্দ্র বাগচীকে গ্রেফতার নোটিশ দিয়ে বলেন, অরবিন্দকে গ্রেফতার করতে এসেছেন। অপরাধ, অরবিন্দ বন্দেমাতরম পত্রিকায় “Politics for the Indians” ২৭ জুন শহর সংস্করণে এবং পরে তা আবার প্রকাশ করা হয় ২৬ জুলাই। সিদ্ধান্ত হয় অরবিন্দ ধরা দেবেন। তাঁকে পদ্মপুকুর থানায় নিয়ে যাওয়া হল। সেই সময়ে 'সঞ্জীবনী'র কৃষ্ণ কুমার মিত্র এবং হেমেন্দ্র মোহন বোস অরবিন্দের হয়ে জামিন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আদালত তা অগ্রাহ্য করলো। পরে বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বোস এবং নীরোদচন্দ্র মল্লিক রাজা (সুবোধ মল্লিকের কাকা) অরবিন্দকে জামিনে মুক্ত করেন। “Police, in course of their search, could not found any documentary evidence against Aurobindo. But there was a press copy of a reply to a letter in the file Bande Mataram office stating that “ after the return of our Editor Aurobindo Ghose, who is now out of Calcutta, we shall reply to your letter” finding the same, Charu Chandra and Subodh Mallik brought it out from the file and burnt it. As such there was no positive proof that Aurobindo was the editor of the paper. In his judgement dated September 23, 1907 Mr. Kingsford.

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে কালী মন্দির বিখ্যাত সেখানে বলিও হয়

সোমেন চন্দ্র

আমরা এবারে পুরুলিয়া বেড়াতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম জয়চন্ডী পাহাড়ের পাদদেশে জয়চন্ডী যুব আবাসে। মাত্র দুদিনের ট্যুর। পুরোটাই জয়চন্ডী পাহাড়ের আশেপাশে। দুদিনের ট্যুরে অনেক কিছুই দেখেছি। জয়চন্ডী পাহাড়ের মাথায় উঠে জয়চন্ডী মন্দির দেখেছি। ওপর থেকে রঘুনাথপুর শহরটা দেখেছি। যুব আবাসটাও দেখা যায়। তারপর বান্দার দেউল, বেরো পাহাড়, বেরো রাজবাড়ী, রাজবাড়ীর ভেতরের মন্দির, হাতিমারা গ্রাম, কাশিপুর রাজবাড়ী এইরকম আরও অনেক কিছু। তবে তেলকুপি যাওয়ার প্রোগ্রামও ছিল। বাদ সাধল, রাস্তা সারাইয়ের কাজ। ফলে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হলো। স্থানীয় মানুষদের কথামতো ঘুরপথে যাওয়া যেত, কিন্তু আমাদের গাড়ির চালকদাদা রাজি হলেন না। বললেন, ওনাদের কথামতো গেলে রাস্তায় যদি ফেঁসে যাই। তাহলে আমার তো বিপদ আছেই, মালিকের বকুনি শুনতে হবে। কিন্তু আপনারাও সমস্যায় পড়তে পারেন। যাইহোক, এই দুদিনের ট্যুরে আমরা একদিন বিকেল চারটে নাগাদ গিয়ে পৌঁছলাম মৌতোর কালীবাড়ি। রঘুনাথপুর দু নম্বর ব্লকে, মৌতোর গ্রামে অবস্থিত এই মন্দির।

এই মন্দিরটি ২০১১ সালে তৈরি হয়েছে পুরনো মন্দির সংস্কার করে। কিন্তু পুজোটা অনেক পুরনো। স্থানীয় এক বাসিন্দা নিতাই বিশ্বাস জানালেন, আজ থেকে দুশো বছর আগে এক সাধক এই কালীপুজো শুরু করেন। তিনি পঞ্চমুন্ডীর আসনের ওপর বসে সাধনা করতেন। তখন এখানে কোনো মন্দির ছিল না। নিতাই বিশ্বাস বললেন, এসবই তাঁর শোনা কথা। তারপর সেই সাধকের মৃত্যু হলে, গ্রামের লোকজন সাধকের পঞ্চমুন্ডীর আসনের ওপর মন্দির তৈরি করে, মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু করে। সেও কত বছর আগের কথা তিনি বলতে পারলেন না। তিনি ছোটবেলা থেকেই মন্দির দেখে এসেছেন। অবশ্য তিনি প্রথম যে মন্দিরটা দেখেছেন, সেই মন্দির জীর্ণ হয়ে পড়ায়, ২০১১ সালে আজকের এই মন্দির নির্মান করা হয়। আগে মৃন্ময়ী মূর্তি ছিল। এখন মায়ের শিলামূর্তি পূজিত হয়। তবে চারটের সময় মন্দির বন্ধ থাকায় বিগ্রহ দেখার কিংবা বিগ্রহের ছবি তোলার সুযোগ পাইনি।

তিনি আরও বললেন, এই মা খুবই জাগ্রত। পুরুলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তো বটেই, বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক মানুষ আসেন পুজো দিতে, নিজেদের মনস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে। তাছাড়া ভিন রাজ্য থেকেও লোক আসেন এই মন্দিরে পুজো দিতে। বহু মানুষের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তাই এই মন্দিরে প্রতিদিন ২০-২৫ টি বলি হয়। আমরা গিয়েও রক্তের দাগ দেখেছি। আমরা যেদিন গিয়েছিলাম সেদিনও নাকি কুড়িটার ওপর বলি হয়েছে। কোনো কালীমন্দিরে এত বলি হয়, এমন কথা শুনিনি কখনো। খানিকটা অবাকই হলাম। দীপান্বিতা কালীপুজোয় ও অন্যান্য অমাবস্যায় জাঁকজমকভাবে পুজো হয়। তখন বলির সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। কালীপুজোর দিন নাকি লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। হাজারের ওপর বলি হয়। এটাই নাকি এই মন্দিরের পুজোর বিশেষ আকর্ষণ। যাইহোক, এই মন্দির খোলা থাকে সকাল ৮ থেকে দুপুর ১ টা।

বাংলাদেশের সেনাদের সক্রিয়তা

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ভুক্ত সাবেকওবর্তমান ২৪জন সেনা কর্মকর্তার মধ্যে ১৫জনকে ঢাকায় সেনা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং একজন পলাতক রয়েছেন। হেফাজতে থাকা কর্মকর্তাদের মধ্যে ১৪জন কর্মরত, একজন এলপিআরে থাকা

কর্মকর্তা। শনিবার(১১ অক্টোবর) ঢাকা সেনানিবাসের মেসে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনেএ তথ্য জানান বাংলা দেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল মেজর জেনারেল মো. হাকিমুজ্জামান। গত ৮ অক্টোবর সাবেকওবর্তমান ২৪জন সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।২১ অক্টোবরের মধ্যে তাদের গ্রেপ্তার করে২২অক্টোবর ট্রাইব্যুনালে হাজির করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আদেশ দেওয়া হয়। এব্যাপারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল মেজর জেনারেল মো. হাকিমুজ্জামান বলেন,যেসব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট হয়েছে তাদের মধ্যে১৫জন কর্মকর্তা ঢাকায় সেনা হেফাজতে আছেন। আমরা ১৬জনকে সেনা হেফাজতে আসার জন্য বলে ছিলাম। ১৫ জন আমাদের সেনা হেফাজতে এসেছেন। তিনি বলেন,গত ৮ অক্টোবর আইসিটিত প্রথম দুইটা চার্জশিট জমা পড়ে। এরপর তৃতীয় আরেকটা চার্জশিট জমা পড়ে। এই সংবাদটি আসা শুরু করেছে বেলা১১টা থেকে ১টার মধ্যে। আমারা টিভি স্ক্রলের মাধ্যমে জানতে পেরেছি চার্জশিট জমা পড়েছে এবং ট্রাইব্যুনাল এক্সেপটেড হয়েছে। চার্জশিটগুলোর মধ্যে একটা ছিল গুম-সংক্রান্ত, যারা তখন ডিজিএফআইএ কর্মরত ছিলেন তাদের একটা বড় অংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ। আরেকটা ছিল র‍্যাবের টিএফআই নিয়ে, আরেকটা৪-৫ আগস্টের রামপুরার ঘটনা নিয়ে। এরপর সাথে সাথে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়ে গেল। গ্রেপ্তারি পরোয়ানার পর আইজিপির কাছে চলে যায় নিয়ম অনুযায়ী এবং২২ তারিখ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে।তবে আমরা এখন পর্যন্ত কোনো চার্জশিট কিংবা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পাইনি। এই সেনা কর্মকর্তা জানান, চার্জশিটে প্রায় ২৫জন সেনা কর্মকর্তার নাম এসেছে। এর মধ্যে অবসরে আছেন ৯জন কর্মকর্তা, এলপিআরে আছেন একজন কর্মরত আছেন ১৫ জন। যারা অবসরে চলে গেছেন তাদের প্রতি আমাদের সেনা আইন ওইভাবে খাটে না। তিনি বলেন, তবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সংবিধান স্বীকৃত বাংলাদেশের সকল আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত৮তারিখে কর্মরত১৫ও এলপিআরে থাকা একজন সেনা কর্মকর্তাকে সেনা হেফাজতে আসার জন্য একটা আদেশ সংযুক্তি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আদেশে তাদের বলা হয়েছে ৯তারিখে তারা যেন ঢাকা সেনানিবাসে সেনা হেফাজতে চলে আসেন। আমরা কিন্তু এখনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পাইনি বা পুলিশও আমাদের কিছু জানায়নি। তারপরও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কারণে স্বপ্রণোদিত হয়ে এসব কর্মকর্তাকে হেফাজতে আসার জন্য আদেশ দিয়ে দেয়। মেজর জেনারেল হাকিমুজ্জামান আরও বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এরকম প্র্যাকটিস করে।এটার মতো না হলেওএরকম কিংবা অনেক সেনসিটিভ কেসের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী। ৫৪ বছর পার করে এসেছে। যাদের নামে অভিযোগ ওঠে প্রথমে তাদের আমরা হেফাজতে নিয়ে নেই। তখন বিভিন্ন কোর্ট মার্শাল হয়, কোর্ট মার্শালের রায় অনুযায়ী, বিচারের রায় অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমরা যাদের হেফাজতে আসতে বলেছি তাদের মধ্যে সবাই রেসপন্স করেছে। কিন্তু এর মধ্যে শুধু একজন রেসপন্স করেননি। ওই একজন কর্মকর্তা ৯তারিখ পর্যন্ত কোনো রেসপন্স করেননি। পরে ১০তারিখে আমরা তার সঙ্গে আবার যোগাযোগের চেষ্টা করি এবং তার পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করি। আমরা জানতে পারি তিনি ৯অক্টোবর সকালে বাসা থেকে বের হয়েছিলেন একজন আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করার কথা বলে। কিন্তু পরে তিনি আর বাসায় ফেরত আসেন নি।তারপর তার সঙ্গে তার পরিবারেরও মোবাইল ফোনেও কোনো যোগাযোগ স্থাপন হয়নি। তিনি হলেন মেজর জেনারেল কবির। হাকিমুজ্জামান বলে,এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিয়ম অনুযায়ী তাকে ইলিগ্যাল অ্যাবসেন্ট হিসেবে ঘোষণা করি।এরপর আমরা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু অফিসিয়াল কাজ সঁপন্ন করি গত১০ অক্টোবর। সাথে সাথে আমরা ডিজিএফআই, এনএসআইও বিজিবিকে বলেছি তোমরা যে যেখানে আছ,স্থলবন্দর, বিমানবন্দরওসমুদ্র বন্দর দিয়ে যেন উনি অবৈধভাবে দেশের বাইরে না যেতেন পারেন। ওনার গ্রামের বাড়ি নেত্রকোণাতেও আমরা লোক পাঠিয়েছি। উনি দেশের বাইরে চলে যেতে পারেন -এ বিষয় মাথায় রেখেও আমরা খোঁজ নিয়েছি। উনি যাতে দেশের বাইরে না যেতে পারেন,সেজন্য আমি নিজে ডিজি ডিজিএফআই, ডিজি এনএসআইও ডিজি বিজিবির সঙ্গে কথা বলেছি।

বাংলাদেশের নির্বাচন কার্যকম শুরু হওয়ার কথা। তার আগেই সেনা বাহিনী যেভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে মনে করা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার সেনাদের অধীনে থাকবে যেমনটা পাকিস্তানে বহাল রয়েছে।

পাঠকদের দরবার 'ফেডারেশন হল'

শঙ্করলাল কর্মকার

অখণ্ড বাংলার প্রতীক ফেডারেশন হল' ১৬ অক্টোবর (বাংলার ৩০ আশ্বিন, ১৩১২) প্রায় পঞ্চাশ হাজারের অধিক বাঙালির সমাবেশের মধ্যে দিয়ে চার বিঘার জমির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হল ফেডারেশন হল (মিলন মন্দির)। মিলন মন্দিরের নামটি দিয়েছিলেন লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এইখান থেকে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটির সদস্য ছিলেন গুরুদাস ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বোস, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, নাটোরের মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়, ময়মনসিংয়ের আচার্যরা, আব্দুল রসুল, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অশ্বিনী কুমার দত্ত, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায়, কালিপ্রসন্নন কাব্যবিশারদ, ঢাকার নবাব আত্তিকুল্লা, লিয়াকৎ হোসেন, মুজিবর রহমান, সখারাম গণেশ দেউস্কর, আব্দুল হালিম গাজনবী, নীলরতন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস, পি.সি রায়, হরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিন চন্দ্র পালসহ আরও অনেকে। তাঁদের মুখে একটি স্লোগান- 'বাংলা ভাগ করা চলবে না'। লর্ড কার্জন এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারা বাংলার দুজড়ে বিক্ষোভ শুরু হল। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন 'বাংলার জল বাংলার বায়ু' এবং 'আমার সোনার বাংলা'। কবিগুরুর এই গান গেয়ে সবাই পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করলেন। রাখি বন্ধন শুরু হল। হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে রাখি পরে বাংলা ভাগের বিরোধিতা করলো। এই স্থানে 'বন্দেমাতরম' গান পরিবেশন করলেন হেমচন্দ্র সেন। 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী' গানটি উপস্থিত সবাই মিলে গাইতে থাকে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বোস বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বক্তব্য রাখেন। সেই সময়ে বাংলার ভাগের বিরোধিতায় দেশিয় শিল্প গড়তে যে জাতীয় ভাণ্ডার গড়া হয়েছিল তাতে এক দিনেই ৭০ হাজার টাকা উঠেছিল। ফেডারেশন হল সোসাইটির ১২১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৬ অক্টোবর দিনটিকে স্মরণীয় করতে এদিন বিশিষ্ট জনেররা উপস্থিত হচ্ছেন। বিকেল পাঁচ অনুষ্ঠান নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে। উপস্থিত থাকছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন (সংস্থার সভাপতি), প্রাক্তন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্কের সম্পাদক সুপর্ণানন্দজি মহারাজ, প্রাক্তন আধিকারিক জহর সরকার, শিশির রায় (সাংবাদিক), বিশ্বজিৎ গাঙ্গুলী(অরবিন্দ ভবন, কলকাতা)। এছাড়াও উপস্থিত থাকছেন শিশির ব্যানার্জি (সহ সভাপতি), শ্যামল কুমার ব্যানার্জি এবং তাপস কান্তি চৌধুরী (যুগ্ম সম্পাদক) সহ আরও অনেকে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এখান থেকে শুরু হওয়ার ফলে ইংরেজ সরকার ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা তখন চিন্তা করতে শুরু করে যে বাংলাকে চটিয়ে কোনও লাভ হবে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বাংলার ওপরে ভরসা করে ইংরেজ শাসন সারা ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যা চিন্তা করে ছিল তার বিপোরিত পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে দিল। তারা বাংলার ওপরে অত্যাচার করতে শুরু করে। তার ফলে বাংলা তথা ভারত থেকে ইংরেজ সরকারকে চলে যেতে হয়েছিল। বাংলাকে বিরুক্ত করার ফল ইংরেজ বিদায়।

অবশেষে মোবাইল ট্র্যাকিং-এ ধরা পড়ল ৪ অভিযুক্ত, চলছে তল্লাশি

দুর্গাপুর গণধর্ষণ কাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১২ অক্টোবরঃ দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের অভিযোগ। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য তথা গোটা দেশজুড়ে। এবার এই অপরাধের ঘটনায় ৪ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মোবাইল টাওয়ার লোকেশন খুঁজে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তদের। আরও একজনকে আটক করে পুলিশ। বাকি অভিযুক্তদেরও দ্রুত গ্রেফতার করার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ছাত্রীকে গণধর্ষণকাণ্ডে ইতিমধ্যেই পুলিশ ৫ জনকে চিহ্নিত করেছে। তাদের ছবি পুলিশের হাতে এসেছে। এদের মধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি দুইজন এখনও পলাতক। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। গতকাল সহপাঠীকে আটক করেছিল পুলিশ। এর বিরুদ্ধে সন্দেহের আঙুল তুলেছেন নির্যাতিতার বাবাও। তবে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি এখনও। শনিবার রাতেই আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে কথা বলেন। সহপাঠীর সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন নির্যাতিতা এই সহপাঠীর সঙ্গেই বেরিয়েছিল। তিনজন এসে তাদের ফোন কেড়ে নেয়, দুর্ব্যবহার করে। এরপরে বাকি দুইজন আসে এবং জিজ্ঞাসা করে যে কী হয়েছে। তখন নির্যাতিতা জানান যে তাঁর ফোন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। যে দুইজন এসেছিলেন পরে, তাদের মোবাইল থেকেই নির্যাতিতা নিজের নম্বরে ফোন করেন। ওই ফোন নম্বরের সূত্র ধরেই পুলিশ ব্রেক-থ্রু পায়। খুঁজে বের করা হয় ওই নম্বরটি কার, কে ব্যবহার করেছিল। তাঁকে প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকেই বাকিদের পরিচয় জানতে পারে পুলিশ। সকালে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সহপাঠী বাদেও একজনকে আটক করা হয়েছে। বাকি একজন এখনও পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। শীঘ্রই তাঁদের গ্রেফতার করা যাবে বলে আশাবাদী পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যে এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে, তা গভীর জঙ্গল। সেখানে কোনও পাকা রাস্তা নেই, সিসিটিভি নেই। একটা জায়গা পর্যন্তই গাড়ি যায়, এখানে বাইক বা সাইকেল ছাড়া ঢোকা সম্ভব নয়। পুলিশ জঙ্গলের ভিতরে তল্লাশি চালাচ্ছে সাইকেল-বাইক নিয়ে। সাদা পোশাকে পুলিশ অভিযুক্তদের খুঁজছে। ড্রোন উড়িয়েও নজরদারি চালানো হচ্ছে। নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দিও নিয়েছেন এগজেকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট।

বেসরকারি হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী ৭টা বেজে ৫৮ মিনিটে দু'জন বের হন। তারপর ৮টা বেজে ৪২ মিনিটে দেখা যাচ্ছে নির্যাতিতার বন্ধু একা-একা ভিতরে ঢোকেন। এরপর পাঁচ থেকে থেকে ছ'মিনিট ক্যাম্পাসের বাইরের গেটের সামনে ঘোরাঘুরি করছিলেন তিনি। আবারও তিনি ঘটনাস্থলের দিকে চলে যান। এরপর ৯টা ২৯ মিনিটে দু'জনে ফিরে আসেন। আর ৯টা বেজে ৩২ মিনিটে মেয়েটি একা হস্টেলে ঢোকেন। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের জনসংযোগ আধিকারিক সুদেষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''একজন পুরুষ ও একজন মহিলা পড়ুয়া ক্যাম্পাসের বাইরে চলে যান। খানিক বাদে দেখা যায় ছেলেটি ফিরে আছেন। পরে মেয়েটির সঙ্গে ফিরে আসেন। তাঁরা কিন্তু তখনও কিছু জানানি। এরপর মেয়েটি এসে বলেন ফোন হারিয়ে গিয়েছে। আর তারপর তিনি জানান যে তাঁকে যৌন হেনস্থা করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষ-ডিনের সঙ্গে কথা বলা হয়। এখন ওই মেয়েটি হাসপাতালে ভর্তি।'' পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন মোট পাঁচজন। তবে নির্যাতিতা বাবার দাবি, ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন ছ'জন। অর্থাৎ সহপাঠীকেও আতসকাচের বাইরে রাখা যাচ্ছে না সেটাও বুঝিয়ে দেন নির্যাতিতার বাবা। গতকাল অর্থাৎ শনিবার গণধর্ষণের শিকার হয় দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। জানা গিয়েছে তিনি তাঁর সহপাঠীর সঙ্গে ফুচকা খেতে বেরিয়েছিলেন। তখনই জনা পাঁচেক দুষ্কৃতী আসে। নির্যাতিতাকে টেনে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

মিটছে দীর্ঘদিনের দাবি, বাড়তি বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ১২ অক্টোবরঃ মরদেহ দাহ করার জন্য রয়েছে মাত্র একটিই বৈদ্যুতিক চুল্লি। যান্ত্রিক ত্রুটি হলে সময়মতো যদি টেকনিশিয়ান না-মেলে, সে ক্ষেত্রে বন্ধ থাকে চুল্লি। তখন দাহ করার জন্য ভরসা কাঠের চিতা। এ নিয়ে পুরসভার উদাসীন, এমন অভিযোগ তুলে প্রায়শই ক্ষোভ উগরে দেন মৃতদের পরিবার। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আরও একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণে উদ্যোগী হলো পুরসভা। ঝাড়গ্রাম শহরের পুরাতন ঝাড়গ্রাম এলাকায় রয়েছে তালতলা শ্মশান। সেখানে রয়েছে একটিই বৈদ্যুতিক চুল্লি। 'বৈতরণী' প্রকল্পে দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি চুল্লিটি ২০১৮-এ পুরসভাকে হস্তান্তর করে কাজে নিযুক্ত থাকা এক ঠিকাদারি সংস্থা। কেউ মারা গেলে দাহকার্যের জন্য এখানেই ভিড় করেন সিংহভাগ মানুষ। তবে এটি ব্যবহার করা নিয়ে প্রথম থেকেই

নাজেহাল হচ্ছে পুরসভা। গত মাসে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বারো দিন বন্ধ ছিল চুল্লিটি। সমস্যায় পড়ছিলেন মৃতদেহ নিয়ে আসা মানুষরা। বাধ্য হয়েই কাঠের চিতায় দাহ করতে বাধ্য হন তাঁরা। কেউ কেউ চলে যান নহড়খাল, মেহরাবাঁধ ও বাছুরডোবা কালীমন্দিরের শ্মশানে। তখনই বৈদ্যুতিক চুল্লি নিয়ে পুরসভার উদাসীনতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কেউ কেউ। শহরের বাসিন্দা মনোজ পাত্র বলেন, ''এক আত্মীয়র দেহ দাহ করতে তালতলা শ্মশানে গিয়েছিলাম। বৈদ্যুতিক চুল্লি এক সপ্তাহ ধরে খারাপ হয়ে পড়ে আছে শুনে অনেক কষ্টে কাঠ সংগ্রহ করে দেহ দাহ করতে হয়েছিল।'' পুজো শেষ হতেই ঝাড়গ্রাম পুরসভা কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠকে বসে পুর কর্তৃপক্ষ। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররাও। সেই বৈঠকে তালতলা শ্মশানেই দ্বিতীয় একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। পুরসভার চেয়ারম্যান কবিতা ঘোষ জানান, ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে চুল্লি নির্মাণের এস্টিমেট। আগামী সপ্তাহে রাজ্য নগর ও পুর উন্নয়ন দপ্তরে তা পাঠানো হবে। পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ''আগের চুল্লির থেকে এই চুল্লি বড় হবে। ফলে, দাহকার্যে গতি আসবে। আশা করি দ্রুত অনুমোদন মিলবে এবং কাজও শুরু হয়ে যাবে।''

ব্লক সভাপতি ঘোষণা নিয়ে চরম নাটক শাসকদলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১২ অক্টোবরঃ কোচবিহার ২ ব্লকের সভাপতি হিসেবে সজল সরকারের নামই পুনরায় ঘোষণা করল তৃণমূল। দীর্ঘদিন ধরেই এই ব্লকের সভাপতি কে হবেন, তা নিয়ে শাসকদলের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চলছিল। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের (হিপ্পি) সঙ্গে রবি

ঘোষপন্থী সজলের লড়াই আর কারও অজানা নয়। তবে শেষ পর্যন্ত সেই সজলকেই সভাপতি করায় জোর আলোচনা শুরু হয়েছে জেলা রাজনীতিতে। তাঁর অনুগামীদের দাবি, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের চাপেই সজলকে ফের সভাপতি করতে বাধ্য হলেন হিপ্পি। আবার দায়িত্ব পেয়ে সজল বলেন, ''সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করে উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রটি দলের হাতে তুলে দেওয়াই আমার লক্ষ্য।'' এ বিষয়ে হিপ্পিকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। রাজ্যের পালাবদলের পরে ১৪ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে এখনও পর্যন্ত কোচবিহার উত্তর বিধানসভা আসনটি দখল করতে পারেনি তৃণমূল। এমনকী, লোকসভা নির্বাচনেও এই কেন্দ্রে পিছিয়ে তৃণমূল। সম্প্রতি কোচবিহারে জেলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্লক কমিটি ঘোষণা হলেও বিজেপির এই শক্ত ঘাঁটিতে ব্লক সভাপতি নির্বাচন করতে পারেনি রাজ্যের শাসকদল। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে শনিবার সভাপতির নাম ঘোষণার আগে শুক্রবার এই ব্লকেরই একাধিক অঞ্চল কমিটি নতুন করে তৈরি করা হয়। জেলা সভাপতি ঘনিষ্ঠ শুভঙ্কর দেকে অবজারভার করে ব্লকের একটি কমিটিও তৈরি করে দেওয়া হয়। এর পরেই শনিবার ফের সজল সরকারের নাম ব্লক সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করায় আলোচনা শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে জল্পনা ছড়িয়েছে দায়িত্ব পাওয়ার পরে জেলা সভাপতির মনোনীত অঞ্চল সভাপতি বদলে দিতে পারেন সজল। সেটি বাস্তবায়িত হলে জেলায় তৃণমূলের অন্দরে সংঘাত নতুন মাত্রা পাবে।

নির্যাতিতার খোঁজ নিতে গিয়ে বিক্ষোভে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১২ অক্টোবরঃ ঘটনার দিন কোথায় ছিল এত সক্রিয়তা, প্রশ্ন তুলে দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে বিক্ষোভ কংগ্রেসের। যা ঘিরে তুলকালাম পরিস্থিতি। ভিন রাজ্য থেকে পড়াশোনা করতে এসে দুর্গাপুরে 'গণধর্ষণের' শিকার দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া। যা ঘিরে

চড়েছে রাজনীতি। আপাতত চিকিৎসাধীন নির্যাতিতা। ভর্তি রয়েছেন ওই মেডিক্যাল কলেজেরই হাসপাতালে। আর রবিবার সেখানেই অবস্থান বিক্ষোভে বসল কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। রবিবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করবেন বলে ওই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের সামনে জমায়েত করে কংগ্রেস নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। কিন্তু সেই বিপুল জনস্রোত এগিয়ে আসতে দেখতেই হাসপাতালের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। ৩-৪ জনের প্রতিনিধি দল নিয়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার প্রস্তাব দেওয়া হয় কংগ্রেস তরফে। কিন্তু তারপরেও তাঁদের ঢুকতে বাঁধা দেয় নিরাপত্তারক্ষীরা, এমনটাই অভিযোগ। এদিন এক কংগ্রেস নেত্রী বলেন, ''রাত ৮টার সময় কী করে বেরল? নিরাপত্তারক্ষীরা কোথায় ছিলেন? সেদিন তাঁকে ওরা আটকায়নি কেন? সেদিন আটকালে আজ এই ঘটনাটা দেখতে হত না। আমরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, ৩-৪ জন যাব। কিন্তু ওরা কথা বলতে চাইছে না। আমাদের ঢুকতে না দিলে গেট ভাঙব।'' বিক্ষোভের পারদ চড়তেই হাসপাতালের বন্ধ গেটের তালা ভেঙে দিতে দেখা যায় আন্দোলনকারীদের। লোহার গেট ধরে টানাহেঁচড়া শুরু করে তাঁরা। এক বিক্ষোভকারী বলেন, ''নির্যাতিতার শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নিতেই হাসপাতালে এসেছিলাম আমরা। কিন্তু ওরা কোনও জবাব দিচ্ছে না। চারিদিক তালা বন্ধ করে দিয়েছে। এই হাসপাতালের চারধারে এত সিসিটিভি রয়েছে। অথচ, তরুণী যেদিন বেরিয়ে গেলেন, সেই মুহূর্তে তাঁকে কেউ দেখল না? সিসিটিভি-তে তো নিশ্চয়ই কিছু ধরা পড়েছে।'' কিন্তু কেন আটকানো হয়েছে বিক্ষোভকারীদের, সেই নিয়ে মুখে কুলুপ হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের।

'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাতার তলায় আসুন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১২ অক্টোবরঃ মুর্শিদাবাদে বিজেপি-কে হারাতে এবার সিপিএম ও কংগ্রেসকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাতার তলায় ডাক জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকারের। তিনি বলেন, ''কংগ্রেস এবং বামেরা রাজ্যে কোনওদিন ক্ষমতায় আসতে পারবে না। এটাই ভবিষ্যৎ। ওরা যে দু'চার শতাংশ ভোট পায়, তাতে ভোট কাটবে। বিজেপি সুবিধা হবে। সাম্প্রদায়ক শক্তির সুবিধা হবে।'' এরপরই তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ''সেই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সুবিধা না করে দিয়ে আপনারা তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছত্রছায়ায় আসুন। বাম-কংগ্রেস যদি ছত্রছায়ায় না আসে তারা যে ভোট পায় তা আদতে বিজেপির লাভ হবে।''

পাহাড়ে বিপর্যয়, তাই গিজগিজে ভিড় দিঘায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ১২ অক্টোবরঃ কথায় বলে কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ! দিঘার অবস্থাও যেন এখন তাই। অকাল বৃষ্টি, সংস্থাগুলির তথ্য অনুযায়ী, পুজোর মরশুম এবং শীতকালে পর্যটকদের গন্তব্য মূলত পাহাড় থাকে। পৌষমাসে ঘুরতে যান তাঁরা সেখানে। বেড়েছে। দুর্যোগ সত্ত্বেও দুর্গাপুজোর চারদিন দিঘায় অপ্রত্যাশিত ভিড় তৈরি হয়েছিল যার রেশ এখনও অব্যাহত। এরই মধ্যে উত্তরবঙ্গের

ভূমিধস ও অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উত্তরবঙ্গ-উত্তর ভারত এবং উত্তর-পূর্বের জনপ্রিয় পাহাড়ি পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। সিকিম, হিমাচল, উত্তরাখণ্ড এবং দার্জিলিংয়ের মতো অঞ্চলে রাস্তা বন্ধ। বাতিল হচ্ছে বুকিং। কার্যত ভয়ে পর্যটকরা। আর তাই বিপর্যয়ের মুখে পাহাড়ে যেতে খানিক আতঙ্কে ভ্রমণপিপাসুরা। আর এই নেতিবাচক পরিস্থিতিই নতুন করে আশা জাগিয়েছে উপকূলবর্তী সৈকতগুলির পর্যটন শিল্পে। পর্যটন ও পরিবহণ বর্তমানে পর্যটকদের বিরাট অংশ পাহাড়ে ঘুরতে যান। বরফ উপভোগ করেন। কিন্তু রাজ্য হোক বা দেশ, পাহাড়ে অনিশ্চয়তা এড়িয়ে নিরাপদ ও সহজ গন্তব্যের জায়গা খুঁজছেন তারা। ফলস্বরূপ এ রাজ্যের দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর থেকে ওড়িশার পুরী, গোপালপুর সমুদ্র সৈকতেই পর্যটকদের ভিড় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে দিঘায় এখন উপরি পাওনা জগন্নাথ ধাম দর্শণ। গত এপ্রিলে মন্দির উদ্বোধনের পর থেকেই বাংলার সমুদ্র শহরে পর্যটকের সংখ্যা উত্তরোত্তর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে পাহাড়মুখী পর্যটকরা সমুদ্রকে বিকল্প হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। পর্যটকরা জানাচ্ছেন, দার্জিলিং বুকিং ছিল কিন্তু ওখানকার ওই পরিস্থিতি জন্য বাতিল করে এখন অর্থাৎ দিঘায় এসেছি। দিঘা শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, ''এখন সমুদ্র উপকূলের আবহাওয়া ভীষণ মনোরম এবং তুলনামূলকভাবে নিরাপদ। তাই পাহাড়বিমুখ পর্যটকদের স্রোত দিঘামুখী হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।'' নিউ দিঘার হোটেল ব্যবসায়ী দিব্যেন্দু দোলাই জানান, ''যাঁদের পাহাড় ভ্রমণ বাতিল হয়েছে, তাঁরা দিঘা আসার জন্য যোগাযোগ করছেন। ফলে ভাইফোঁটা পর্যন্ত ভিড় থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।'' তবে এই অতিরিক্ত চাপ সামলাতে সৈকতগুলিতে পরিকাঠামোগত উন্নতি ও নিরাপত্তা বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকে। দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের প্রশাসক নিরঞ্জন মণ্ডল ফোনে জানান, সামনে ভরা পর্যটন মরশুম। তার আগেই দিঘার একাধিক পার্ক ও রাস্তাঘাট সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে। হোটেল ভাড়া ও নিরাপত্তার বিষয়েও পর্ষদ নজর রাখছে। সব মিলিয়ে পাহাড়ের এই বিপর্যয় সাময়িকভাবে হলেও সৈকতের পর্যটনে এক নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে।

ফের বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক, চার দিন চলবে কোনও যান, ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবরঃ পুনরায় বিপর্যয়ের মুখে পড়ল উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পথ। ১৩ অক্টোবর থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত টানা চার দিনের জন্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। জাতীয় সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম জানিয়ে দিয়েছে, ধসপ্রবণ এলাকাগুলির মেরামতি ও অন্যান্য কাজের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে এই কয়েকদিন আপাতত কালিম্পং, সিকিম ও শিলিগুড়ির মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে দুর্ভোগ পোহাতে হবে পর্যটকদের। সাম্প্রতিক সময়ে এই স।কে প্রতিনিয়ত দেখা দিচ্ছে ভয়াবহ সমস্যা। কয়েক দিন আগেই গেইলখোলা এলাকায় 'সিঙ্কহোল' তৈরি হয়ে স।কের নীচের স্তর ভেঙে তিস্তায় নেমে যায়। সেই ক্ষত এখনও শুকোয়নি, তার মধ্যেই ফের ধস নামে ২৯ মাইলে। ক্রমাগত অস্থির হয়ে উঠছে পুরো রুট, যা ঘন ঘন যান চলাচলে বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে শঙ্কা প্রশাসনের। নিরাপত্তার

কথা ভেবেই সড়ক বন্ধের সিদ্ধান্ত বলে দাবি করেছেন নিগমের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শিবম সিং। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নন পর্যটন শিল্পের প্রতিনিধিরা। তাঁদের অভিযোগ, পূর্বঘোষণা বা বিকল্প পরিকল্পনা ছাড়াই এমন সিদ্ধান্তে হাজারো পর্যটক ও সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চূড়ান্ত হবে। শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক পৌঁছতে যেখানে মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টা লাগে, সেখানে এখন বাগরাকোট-লাভা-আলগাড়া বা গরুবাথান হয়ে একই দূরত্ব পেরোতে সময় লাগবে ছয় ঘণ্টার বেশি। তিস্তা বাজার, পেশক রোড বা কালীঝোরা ঘুরপথ থাকলেও খাড়া ওঠানামা ভারী যানবাহনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। পর্যটক সংস্থাগুলি সরাসরি প্রশ্ন তুলেছে, স্থায়ী সমাধান ছাড়া এভাবে বারবার সড়ক বন্ধ রাখলে পাহাড়ি অর্থনীতিই ভেঙে পড়বে। ঠিক কী পরিকল্পনা রয়েছে নিগমের? দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণের রোডম্যাপ কোথায়? পর্যটন ব্যবসায়ীরা সতর্ক করেছেন। তাঁর পরদিন একটি প্রতিনিধি দল নিগমের দফতরে পৌঁছলে দেখা যায়, অধিকাংশ আধিকারিক কালিম্পংয়ে জেলা প্রশাসনের বৈঠকে ব্যস্ত। ফলে সোমবার ফের আলোচনার আবেদন জানিয়েছে সংগঠন।

গোপন ছবি তুলে পুলিশকর্মীর মেয়েকে ব্ল্যাকমেল-ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার ইউটিউবার ও নাবালক ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বসিরহাট, ১২ অক্টোবরঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় রিলস বানানোর নাম করে দিনের পর দিন নাবালিকার গোপন ছবি তুলে রাখা হত, একাধিকবার ধর্ষণও করা হয়েছে, এই অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে এক ইউটিউবার ও তাঁর নাবালক ছেলেকে। বসিরহাটে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্ত ইউটিউবার হাড়োয়া থানা এলাকার বাসিন্দা। নাবালিকাও একই এলাকায় থাকে। জানা গেছে, নির্যাতিতার বাবা পুলিশে কর্মরত। অভিযোগ, ওই ইউটিউবার ও তাঁর নাবালক ছেলে নাবালিকাকে রিলস ও ভিডিও বানানোর নাম করে গোপন ছবি তুলে রেখে দিত। পরে সেগুলি দিয়েই ব্ল্যাকমেল করা হত। এমনকি একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। তদন্তে আরও জানা গেছে, মূল অভিযুক্ত ও তাঁর নাবালক ছেলে নির্যাতন চালায়। এনিয়ে মুখ খুললে গোপন ছবি-ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। গত শুক্রবার নির্যাতিতা সহ্য করতে না পেরে পরিবারের কাছে গোটা বিষয়টি খুলে বলে। এরপরই হাড়োয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। রবিবার সকালে অভিযুক্ত দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C), Borough-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:-
NIT No.- KMC/IX/075/050/2025-2026
Name of the Work : **Urgent repairing and cleaning at different chhat puja ghats along Tolly Nallah in ward no-75;** Estimated cost (including GST & CESS): **Rs 1,49,858.00;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion:**15 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **23.10.2025 - 12 Noon;** Tender will be opened on : **25.10.2025 -12 Noon;** The Bid forms and other details are available on and from **11.10.2025 - 5 PM**; from the Website : **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (C) / BR-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1) NIT No.- KMC/VII/67/APAS/1/149/104/3
Name of the work: **Maintenance of passage, drainage system and other ancillary civil work at 198 PG Road and its surrounding in W/67;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 3,49,739.53;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00;** Period of completion: **45 Days;**
2) NIT No.- KMC/VII/67/APAS/1/149/116/2
Name of the work: **Construction, repairing of latrine and other ancillary civil Work at 3, 8/D, DR. G S Bose Road in W/67;** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,99,887.34;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of completion: **45 Days;**
3) NIT No.- KMC/VII/58/APAS/1/163/126/2
Name of the work: - **Improvement of Uttaran Sewer line and its restoration at 25B, Christopher Road near Muskan Saloon and its surrounding area in ward 58;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 1,69,883.46;** Earnest Money: **Rs. 3,400.00;** Period of completion: **45 Days;**
4) NIT No.- KMC/VII/58/APAS/1/163/150/2
Name of the work: **Improvement of Uttaran Sewer line and its restoration at 57, Christopher Road and its surrounding other Uttaran area in ward 58;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 3,49,555.14;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00;** Period of completion: **45 Days;**
5) NIT NO.- KMC/VII/58/APAS/1/163/124/2
Name of the work: - **Improvement of Uttaran Sewer line and its restoration at 11/1C. Christopher Road and its surrounding area in ward 58;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 2,49,911.03;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **45 Days;**
6) NIT No.- KMC/VII/58/APAS/1/163/124/3
Name of the work: **Improvement of Uttaran Sewer line and its restoration at 11/4B, Christopher Road and its surrounding area in ward 58;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 2,49,959.96;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of completion: **45 Days;**
7) NIT No. KMC/VII/58/APAS/1/163/123/2
Name of the work: **Improvement of Uttaran Sewer line and its restoration at 11/2, Christopher Road near Kali Mandir and its surrounding area in ward 58;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,99,746.66;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **45 Days;**
8) NIT No. KMC/VII/58/APAS/1/163/145/1
Name of the work: **Improvement of Uttaran Sewer line and its restoration at 47, Christopher Road near Gaja Company gali and its other surrounding Uttaran area in ward 58;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 3,79,907.23;** Earnest Money: **Rs. 7,600.00;** Period of completion: **45 Days;**
9) NIT No. KMC/VII/58/APAS/1/163/158/1
Name of the work: **Repairing of Uttaran passage at 69, D C Day Road and its surrounding Uttaran area in ward 58;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 2,19,873.76;** Earnest Money: **Rs. 4,400.00;** Period of completion: **30 Days;**
10) NIT No. KMC/VII/58/APAS/1/163/158/2
Name of the work: **Improvement of Sewer line and it's restoration at 69H/21 D.C Dey Road and its surrounding area in ward 58;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 3,49,743.62;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00;** Period of completion: **45 Days;**
11) NIT No. KMC/VII/58/APAS/1/163/125/2
Name of the work: **Improvement of Uttaran Sewer line and its restoration at 25B Christopher Road near Chotu Enterprise and its surrounding area in ward 58;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,19,778.64;** Earnest Money: **Rs. 8,400.00;** Period of completion: **45 Days;**
12) NIT No. KMC/VII/58/APAS/1/163/125/3
Name of the work: **Improvement of Uttaran Sewer line and its restoration at 25B, Christopher Road near Binod Shop and its surrounding area in ward 58;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 1,74,928.97;** Earnest Money: **Rs. 3,500.00;** Period of completion: **45 Days;**
13) NIT No. KMC/VII/58/APAS/1/163/147/2
Name of the work: **Improvement of Uttaran passage at 39, Christopher Road and its surrounding Uttaran area in ward 58;** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 1,97,926.75;** Earnest Money: Rs. 4,000.00; Period of completion: **30 Days;**
14) NIT No. KMC/VII/58/APAS/1/163/125/1
Name of the work: **Improvement of Uttaran Sewer line and it's restoration at 25B Christopher Road near Shiv Mandir and its surrounding area in ward 58;** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 3,19,948.50;** Earnest Money: **Rs. 6,400.00;** Period of completion: **45 Days;**
15) NIT No. KMC/VII/58/APAS/1/163/123/1
Name of the work: **Improvement of Uttaran Sewer line and its restoration at 11/2, Christopher Road near Pally Unnayan Samity and its surrounding area in ward 58;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,99,975.31;** Earnest Money: **Rs. 10,000;** Period of completion: **45 Days;**
16) NIT No.- KMC/VII/58/APAS/1/163/127/1
Name of the work: **Improvement of Uttaran sewer line and its restoration at 26/1 Tangra Road and its surrounding other Uttaran area in ward 58;** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,99,892.13;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of completion: **45 Days;**
17) NIT No.- KMC/VII/58/APAS/1/163/127/2
Name of the work: **Improvement of Uttaran Sewer line and its restoration at 25/2 Tangra Road and its surrounding other Uttaran area in ward 58;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 3,59,498.06;** Earnest Money: **Rs. 7,200.00;** Period of completion: **45 Days;**
18) NIT No.- KMC/VII/58/APAS/1/163/128/2
Name of the work: **Improvement of Uttaran Sewer line and its restoration at 31 Tangra Road near Grossary Shop and its surrounding Uttaran area in ward 58;** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 1,19,527.71;** Earnest Money: **Rs. 2,400.00;** Period of completion: **30 Days;**
19) NIT No.- KMC/VII/64/APAS/1/161/82/1
Name of the work: **Arrangement for bamboo fencing along Shakespeare Sarani from both side crossing of AJC Bose Road to Seven Point Junction in ward 64;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,99,413.68;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**
20) NIT No.- KMC/VII/58/APAS/1/163/146/1
Name of the Work: **Improvement of Uttaran passage at 47, Christopher Road near Munda Para and its surrounding Uttaran area in Ward 58;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 1,99,471.67;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of completion: **30 Days;** Last Date and Time of submission of Bid: **21.10.2025 up to 10.30 am** (for Sl. No. 1 to 20); Tender will be opened on **25.10.2025 at 10.30 am** (for Sl. No. 1 to 20); The Bid forms and other details are available on and from **11.10.2025 at 6.55 PM.** (for Sl. No. 1 to 20); The Website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 20); **1181/25-26**

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
সংশোধনী
টেন্ডার নং ঃ ৭০/২৫/০০২৯, তারিখ ঃ ০৮.১০.২০২৫। টি/কেস নং. ৭০/২৫/০০২৯ ''ফ্রেট ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের ডব্লুএজি-৯এইচ ক্লাসের জন্য ইন্টিগ্রেটেড লোকোমোটিভ কিট'' সংগ্রহের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সংশোধনী প্রস্তুত করা হল অর্থাৎ প্রি-বিড কনফারেন্স তারিখ ও সময় পুনঃনির্ধারণ করা হল। **বিদ্যমান ১০.১০.২০২৫ তারিখ, পড়তে হবে ১৪.১০.২০২৫ তারিখ।**
এএমএম/এইচকিউ-II
[PR4/220] পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জনের পক্ষে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ www.facebook.com/clwrailways

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No- 187/SGP/NIT/APAS/2025-26
For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites sealed tender for total 6(Six) Nos. different works. Last date of Submission of Tender **22.10.2025 at 17.00 Hrs.** Time & Date for opening Technical Bids on **29.10.2025 at 11.00 Hrs.** For details visit GP office of any working days or visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan, Sahapur Gram Panchayat**

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No- 188/SGP/NIT/APAS/2025-26
For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites sealed tender for total 10(Ten) Nos. different works. Last date of Submission of Tender **22.10.2025 at 17.00 Hrs.** Time & Date for opening Technical Bids on **29.10.2025 at 11.00 Hrs.** For details visit GP office of any working days or visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan, Sahapur Gram Panchayat**

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No- 189/SGP/NIT/APAS/2025-26
For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites sealed tender for total 7(Seven) Nos. different works. Last date of Submission of Tender **23.10.2025 at 17.00 Hrs.** Time & Date for opening Technical Bids on **29.10.2025 at 11.00 Hrs.** For details visit GP office of any working days or visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan, Sahapur Gram Panchayat**

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No- 190/SGP/NIT/APAS/2025-26
For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites sealed tender for total 7(Seven) Nos. different works. Last date of Submission of Tender **23.10.2025 at 17.00 Hrs.** Time & Date for opening Technical Bids on **29.10.2025 at 11.00 Hrs.** For details visit GP office of any working days or visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan, Sahapur Gram Panchayat**

খাবার-দাবার

পাঁঠার মাংস কী উপায়ে সেদ্ধ ও সুস্বাদু করবেন জেনে নিন

নিরামিষ ভোজের পর আমিষ খাওয়া আলাদা বিষয়। মাংস রান্না করতে গিয়ে তা সঠিকভাবে সেদ্ধ না হওয়ার জন্য সময় অপচয় হচ্ছে? জেনে নিন ম্যারিনেটের নিয়ম। সঠিক নিয়মে ম্যারিনেট করলে রান্না করার সময় সহজেই সেদ্ধ হবে মাটন। রান্না করার প্রায় ৪ ঘণ্টা আগে থেকে মাংস ম্যারিনেট করে নিতে হবে।

তাতে মাংস যেমন সহজে সেদ্ধ হব তেমনই তার স্বাদ বাড়বে। দইয়ে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড মাটন নরম করতে সাহায্য করে।
মাংস ম্যারিনেট করার আগে তাতে ভালোভাবে লেবুর রস মাখিয়ে নিন। লেবুর রস মাংসের ফাইবার নরম করে ও তাতে মাংস তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয় থাকে। দই বা ম্যারিনেট করার মশলার সঙ্গে ২-৩ চামচ লেবুর রস মিশিয়ে ম্যারিনেট করে নিন। মাংস রান্নার সময় তাতে পেঁপে দিতে পারেন। এর ফলে খেতেও সুস্বাদু হবে আর মাংস সেদ্ধও হবে সহজে। চাইলে আপনি পেঁপে পেস্ট করে মাংস ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন। অথবা আলুর সঙ্গে পেঁপেও ব্যবহার করতে পারেন। ম্যারিনেট করা মাংস অল্প আঁচে রান্না করুন। আগে মাংস ভালোভাবে ভেজে নিয়ে তারপর তা কষিয়ে নিয়ে চাইলে কুকারে সেদ্ধ করে নিতে পারেন। এসবের পাশাপাশি মাটনের স্বাদ বাড়াতে মাংস ম্যারিনেট করার সময় সরষের তেল, গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে ম্যারিনেট করলে মাংসের স্বাদ বাড়বে। মাংস সেদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি তা সুস্বাদুও হবে।

ভুরিভোজে আপনার পাতে থাকুক মাছের রকমারি পদ। বানিয়ে নিতে পারেন ইলিশ সঙ্গে স্টার্টার হিসেবে বানাতে পারেন প্রথম পাতে পমফ্রেট তন্দুরি।
ইলিশের ঝোল বানাতে লাগবে- ১টি ইলিশ মাছ, ১ চামচ সরষে, ১ চামচ কালো জিরে, নারকেল বাটা, ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, সরষের তেল, নুন, দই ৩-৪ চামচ,

কাচালঙ্কা কয়েকটি।
প্রণালী- মাছগুলি ভালো করে কেটে ধুয়ে নিয়ে রেখে দিন। এরপর গরম জলে বেশ কিছুক্ষণ সরষে ভিজিয়ে রেখে তারপর তা অল্প নুন দিয়ে বেটে নিন। এরপর দই ফেটিয়ে নিয়ে তাতে বাটা সরষে, নারকেল, নুন, লঙ্কা ও হলুদ গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে ভালো ভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর একটি পাত্রে সরষের তেল গরম করে তাতে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে হালকা ভেজে নিয়ে তাতে বানিয়ে রাখা ওই মিশ্রণ দিয়ে অল্প জল দিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে তাতে একে একে নুন হলুদ মাখিয়ে রাখা মাছ দিয়ে দিন। মিনিট দশেক ফুটিয়ে নিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। হয়ে এলে উপর থেকে ১ চামচ সরষের তেল ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।
ভুরিভোজে আপনার পাতে থাকুক মাছের রকমারি পদ। বানিয়ে নিতে পারেন ইলিশ সঙ্গে স্টার্টার হিসেবে বানাতে পারেন প্রথম পাতে পমফ্রেট তন্দুরি।
ইলিশের ঝোল বানাতে লাগবে- ১টি ইলিশ মাছ, ১ চামচ সরষে, ১ চামচ কালো জিরে, নারকেল বাটা, ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, সরষের তেল, নুন, দই ৩-৪ চামচ, কাচালঙ্কা কয়েকটি।
প্রণালী- মাছগুলি ভালো করে কেটে ধুয়ে নিয়ে রেখে দিন। এরপর গরম জলে বেশ কিছুক্ষণ সরষে ভিজিয়ে রেখে তারপর তা অল্প নুন দিয়ে বেটে নিন। এরপর দই ফেটিয়ে নিয়ে তাতে বাটা সরষে, নারকেল, নুন, লঙ্কা ও হলুদ গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে ভালো ভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর একটি পাত্রে সরষের তেল গরম করে তাতে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে হালকা ভেজে নিয়ে তাতে বানিয়ে রাখা ওই মিশ্রণ দিয়ে অল্প জল দিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে তাতে একে একে নুন হলুদ মাখিয়ে রাখা মাছ দিয়ে দিন। মিনিট দশেক ফুটিয়ে নিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। হয়ে এলে উপর থেকে ১ চামচ সরষের তেল ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন ক্যাফের মতো ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস

বাঙালির আলুভাজাপ্রীতি না বললেই নয়। ভাত-ডাল-আলুভাজা যেন নিত্য দিনের এক অমৃতসমান খাবার। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নিত্যদিনের খাদ্যাভ্যাসে বিকেলের মুখরোচক খাবারের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে 'ফ্রেঞ্চ ফ্রাই'। বাজার থেকে কেনা প্রিজারভেটিভ দেওয়া প্যাকেটজাত নয় বাড়িতেই এবার বানিয়ে নিতে পারেন ক্যাফের মতো স্বাদের আপনার পছন্দের ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। কীভাবে বাড়িতেই 'ফ্রেঞ্চফ্রাই' বানাবেন জেনে নিন। প্রথমে আলু কেটে নিয়ে তা ঠান্ডা জলে পনেরো মিনিট মতো ভিজিয়ে রেখে দিন। এর ফলে আলুতে থাকা স্টার্চ বেরিয়ে যাবে সহজেই। স্টার্চ থাকা অবস্থায় ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বানানো সম্ভব নয়। প্রথমে ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখার পর ঐ জল ফেলে দিয়ে ফের তা আরও ১০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে দিন। এরপর কেটে রাখা আলু জলে ভাপিয়ে নিন। এতে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই মুচমুচে হবে। আলু ভাপিয়ে নেওয়ার পর তা ফ্রিজে দেড় ঘন্টা মতো রেখে দিন। ভাজার আগে ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়ে তেলে ভেজে নিন। মাথায় রাখবেন একবার নয় বরং দু'বার ভাজতে হবে বাড়িতে বানানো এই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। প্রথমে মাঝারি আঁচে ভেজে তুলে নিয়ে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পুরোপুরি ঠান্ডা হওয়া অবধি অপেক্ষা করুন। ঠান্ডা হয়ে গেলে ফের তা বেশি আঁচে ভেজে নিলেই তৈরি আপনার বাড়িতে বানানো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। ভাজা হয়ে গেলে উপর থেকে নুন ছড়িয়ে পছন্দের ডিপ দিয়ে খেতে পারেন বাড়িতে বানানো মুখরোচক ও মুচমুচে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। যা হবে একেবারে রেস্তোরাঁর মতো।

বাকলাভা

উপকরণ-গলানো বাটার- ২ কাপ,পেস্তা- ১.৫ কাপ,চিনি- ১ কাপ,ফিলো শিট- ২০-২৫ টা,কাঠ এবং পেস্তা বাদাম ক্রাশ- ১ কাপ (এক চামচ গোলাপজল দিয়ে ক্রাশ করে নিতে হবে)লেবুর রস- ১.৫ টেবিল চামচ
জল- ১ কাপ,লেবুর খোসা- কয়েকটা।
প্রণালী-প্রথমে ১০ মিনিট ওভেন ১৮০ ডিগ্রিতে প্রিহিট করে নিতে হবে। তারপর বাকলাভা তৈরির পাত্রে আকারে ফিলো শিটগুলো কেটে নিন। এবার বেকিং ট্রেতে বাটার ব্রাশ করে একে-একে ১০টা ফিলো শিট বিছিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখবেন প্রতিটা ফিলো শিটে বাটার ব্রাশ করার পর শিটগুলো উল্টে বিছাতে হবে, যেন বাটারের সাইডটি নিচের দিকে থাকে। এবার কাঠবাদাম কুচি ছড়িয়ে আবার ফিলো শিট দিয়ে দিতে হবে। এবার এর উপর হালকা করে বাটার দিয়ে দিন। এখন বাকি শিটগুলো ঠিক একইভাবে উল্টে বাটার ব্রাশ করে বিছিয়ে দিতে হবে। তারপর ১৫ মিনিট ওভেনে বেক করুন। ১৫ মিনিট পর ধারালো ছুড়ি দিয়ে পছন্দমতো আকারে কেটে নিন। তারপর আবার ১৫ মিনিটের জন্য ওভেনে বেক করে নিতে হবে। এতে উপরের লেয়ারটি গোল্ডেন ব্রাউন রঙের হবে। ১৫ মিনিট পর আবার শেপ অনুযায়ী কেটে নিন এবং ২ ঘন্টা ধরে ঠান্ডা হতে দিন। এই সময়ের মধ্যে আবার চিনির সিরা তৈরি করে ফেলুন। শিরা তৈরি করতে ১ কাপ চিনি ও ১ কাপ জল দিয়ে ওভেনে বসিয়ে দিতে হবে। ফুটে উঠলে এতে লেবুর রস, লেবুর খোসা গ্রেট করে দিন। এতে সুন্দর একটি ফ্লেভার আসবে। তারপর গরম শিরা ঠান্ডা বাকলাভার উপর ছড়িয়ে দিয়ে ফ্রিজে ঠান্ডা হতে দিন।

দুধ পোলাওয়ের সঙ্গে পাঁচফোড়ন চিকেন, জম্পেশ উদরপূর্তি

পরিবারের জন্য রান্না নিয়ে একটু এক্সপেরিমেন্ট করবেন ভাবছেন?দেখে নিন-
গন্ধরাজ চিকেন পাতুরি-
উপকরণ-৩০০ গ্রাম বোনলেস চিকেন, ৩ টেবিল চামচ পোস্তবাটা, ৩ টেবিল চামচ নারকেলবাটা, আধ চা চামচ রসুনবাটা, ১.৫ চা চামচ কাঁচা লঙ্কাবাটা, ১ চা চামচ গোলমরিচগুঁড়ো, ৩ চা চামচ লেবুর রস, ১৪ কাপ সাদা তেল, স্বাদ মত নুন, ১৫ টি কুমড়ো পাতা, ১ টি সুতোর রিল, ১৬ টি গন্ধরাজ লেবুর পাতা, পরিমাণ মতো ভাজার জন্য সামান্য সাদা তেল।
প্রণালী- চিকেন কিমা বানিয়ে নিতে হবে। একটি পাত্রে চিকেনের কিমা নিয়ে, তার মধ্যে পোস্তবাটা, নারকেলবাটা, রসুনবাটা, কাঁচা লঙ্কাবাটা ও ১ টি গন্ধরাজ লেবুর পাতাবাটা, গন্ধরাজ লেবুর রস, সাদা তেল ও গোলমরিচগুঁড়ো পরিমাণ মতো নুন দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। এবার একটি কুমড়ো পাতা ধুয়ে হালকা সেঁকে নিযন তাওয়ায়। তার মধ্যে এই মিশ্রণটি ৩ টেবিল চামচ নিয়ে, উপরে একটি গন্ধরাজ লেবুর পাতা রেখে খুব ভালো করে সুতো দিয়ে বেঁধে দিন। এবার একটি ফ্রায়িং প্যান তেল গরম করে এরমধ্যে একে একে পাতুরিগুলো দিয়ে, ঢিমে আঁচ রেখে ঢেকে দিন উপর থেকে। বারে বারে উলটেপালটে ভেজে নিতে হবে। চারিদিকে সুন্দর লালচে কালার চলে এলে, নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।
দুধ পোলাও-
উপকরণ-দেরাদুন চাল (১ কাপ), দুধ ফোটানো (দেড় লিটার), গোটা গরমমশলা (২ চামচ), স্টার অ্যানিস (৪-৫টা), কিশমিশ (১ চামচ), কাইশুঁটি (২ চামচ), ঘি (৪ চামচ), নুন (আধ চামচ), চিনি (স্বাদমতো), মিল্কমেড (৩ চামচ)
প্রণালী-প্রথমে চাল ভালো করে ধুয়ে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। পরে পাত্রে ঘি গরম করে গরমমশলা ও স্টার অ্যানিস ফোড়ন দিন। গন্ধ বেরোতে শুরু করলে ওর মধ্যে কড়াইশুঁটি, কিশমিশ, চাল দিয়ে অল্প নেড়ে নিন। ওর মধ্যে এবার ফুটিয়ে রাখা দুধটা দিন। নুন-চিনিও দিন। এবার পাত্রের ঢাকনা আটকে রাখুন, ঢিমে আঁচ রাখুন। ধোঁয়া বেরোতে শুরু করলে বুঝবেন পোলাও তৈরি। আঁচ থেকে নামিয়ে স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখুন। পরে ঢাকনা খুলে মিল্কমেড ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।
পাঁচফোড়ন চিকেন-
উপকরণ-মুরগির মাংস ১ কিলো,

সরষের তেল ১২০ গ্রাম, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ২ টো, পাঁচফোড়ন ১ চা-চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, হলুদ-ধনে প্রতিটা ১১২ চা-চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, ফেটানো টকদই ২৫ গ্রাম, পেঁয়াজবাটা ২টো বড় সাইজের, আদা-রসুন-কাঁচালঙ্কা বাটা ৪ চা-চামচ, টমেটো বাটা ১টা, স্বাদমতো নুন, লেবুর রস ১ চা-চামচ।
প্রণালী-কড়াইয়ে এক চা-চামচ সরষের তেল গরম করে তাতে গোটা শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ও পাঁচফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরলে আঁচ থেকে নামিয়ে নিন। মাংস ভাল করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে তাতে এই ফোড়ন ও তেল ঢেলে নিয়ে ভালভাবে মাখিয়ে নিন। এবার কড়াইয়ে আবার হাফ চা-চামচ তেল গরম করে তাতে এক চামচ চিনি দিন। চিনি গলে এলে এবার একে-একে ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ দিয়ে ভালভাবে কষিয়ে নিন। আঁচ কমিয়ে রাখুন, নাহলে মশলা পুড়ে যেতে পারে। এবার এতে টকদই মিশিয়ে ভালভাবে কষুন, স্বাদমতো নুন দিন। এই কষানো মশলা চিকেনের পাত্রে ঢেলে আবার খানিক্ষণ ম্যারিনেট করে রেখে দিন ঘণ্টা দুয়েক। এরপর কড়াইতে পরিমাণমতো তেল গরম করে তাতে পাঁচফোড়ন দিয়ে সুগন্ধ বেরলে পেঁয়াজ বাটা, আদা, রসুন কাঁচালঙ্কা বাটা দিয়ে কষুন। এবার টমেটো বাটা দিয়ে কষুন আরও মিনিট সাতেক। যতক্ষণ না সমস্ত মশলার কাঁচা গন্ধ কেটে যায়। মশলা থেকে তেল বেরিয়ে এলে ম্যারিনেট করা চিকেন দিয়ে দিন। সমস্ত মশলা ও চিকেন ভালভাবে নাড়াচাড় করে মাঝারি আঁচে কষে নিন মিনিট দশেক। ঢাকা দিয়ে রাখুন মাংস সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। ঢাকা খুলে নামানোর আগে লেবুর রস ও তিন চারটে কাঁচালঙ্কা চিরে দিয়ে দিন। সাদা ভাতের সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে, চাইলে রুটি বা পরোটার সঙ্গেও। তবে সেক্ষেত্রে ঝোল টানিয়ে গা মাখা করে নিলে ভাল। অষ্টমীর দিন আমিষ খেতে না-চাইলে একই পদ্ধতিতে পনির দিয়েও ট্রাই করা যেতে পারে।

বদলা নিল তালিবানেরা! পাকিস্তানে রাতভর গোলাবর্ষণে নিহত ১৫ পাকিস্তান জওয়ান

১২ অক্টোবর ঃ কাবুল হামলার বদলা নিল তালিবান! রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানে গোলাবর্ষণ করল তালিবান নিয়ন্ত্রিত আফগান সেনা। ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১৫ জন পাক জওয়ান। ঘটনাচক্রে আফগানিস্তানের তালিবান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির ভারত সফরেই মাঝেই সংঘাতে জড়াল দুই পড়শি দেশ। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে। হামলা এবং পালটা হামলার পরই প্রশ্ন উঠছে, এবার কি তাহলে যুদ্ধে জড়াতে চলেছে প্রতিবেশী দুই দেশ?

শনিবার রাতে পাকিস্তান সীমান্তে হামলা চালায় তালিবান নিয়ন্ত্রিত আফগান সেনা। শুধু তাই নয়, ডুরান্ড লাইন বরাবর কুনার এবং হেলমান্দ প্রদেশ-সহ বেশ কিছু জায়গায় থাকা পাক সেনার আউটপোস্টও তাঁরা দখল করে নিয়েছে বলে দাবি করেছে আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। আফগান সেনা একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, কাবুলে পাক সেনা যে বিমান হামলা চালিয়েছিল, তার প্রতিশোধ নিতেই পালটা পাকিস্তানের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় হামলা চালানো হয়েছে। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাকের মুখপাত্র এনায়েতুল্লাহ খোয়ারাজমি বলেন, আকাশসীমা লঙ্ঘন করে পাকিস্তান যে হামলা চালিয়েছিল, তাঁর বদলা নিতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। আফগানিস্তানের মাটিতে যদি ফের কোনও হামলা চালানো হয়, তাহলে তার কড়া জবাব দিতে আমরা প্রস্তুত।
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার রাতে একের পর এক বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। জঙ্গি দমনের নামে প্রতিবেশী দেশে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। সংবাদমাধ্যমের একাংশের দাবি, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) নেতা নূর ওয়ালি মাসুদকে খতম করতে এই হামলা চালায় পাকিস্তান। যদিও, টোলো নিউজ মাসুদের একটি অডিও বার্তা পেয়েছে বলে জানিয়েছে। সেই বার্তায় নিজের উপর হামলার দাবি নস্যা করে দিয়েছেন মাসুদ। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে পালটা হামলা চালাল তালিবান। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, দু'দেশের মধ্যে এই সংঘাত বজায় থাকলে আগামিদিনে তা যুদ্ধের রূপ নিতে পারে।

নাম ঘোষণার আগেই মাচাদোকে নিয়ে বেটিংয়ের রমরমা!

নরওয়ে, ১২ অক্টোবর ঃ নোবেলের ঘরে সিঁদ কেটেছে গুপ্তচর! সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, নোবেল ইনস্টিটিউট নরওয়ের ধারণা, ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদোর নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণার আগেই হয়ত সেই নাম ফাঁস হয়ে গিয়েছিল।শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ১০টা নাগাদ সরকারিভাবে মাচাদোর নাম ঘোষণা করা হয়। যদিও, বৃহস্পতিবার গভীর রাতেই অনলাইন বেটিং সাইট পলিমার্কেটে অস্বাভাবিক বাজি ধরার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। লক্ষ করা যায়, মাচাদোর উপর বাজি ধরার হার বেড়ে যায় হঠাৎ করে। মধ্যরাতের কিছুক্ষণ পরেই পলিমার্কেটে মাচাদোর জেতার সম্ভাবনা ৭৩ শতাংশেরও বেশি হয়ে যায়। এই ঘটনার পরে সন্দেহ দৃঢ় হয় নোবেল ইনস্টিটিউটের। নাম ঘোষণা হওয়ার আগে, কোনও সংবাদ সংস্থা অথবা বিশেষজ্ঞদের তালিকায় মাচাদোর নাম না থাকলেও কীভাবে পলিমার্কেটে তাঁর নামে বাজি ধরা হল। এই প্রশ্নই নোবেলের ঘরে গুপ্তচর হানার জল্পনা উস্কে দিয়েছে।পলিমার্কেটের ভবিষ্যদ্বাণীতে ৪৫ মিনিটের জন্য এগিয়ে ছিলেন রাশিয়ার নিহত বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনির স্ত্রী ইউলিয়া নাভালনায়া। এরপরেই ফের এগিয়ে যান মাচাদো। রাত ৩টে থেকে নাম ঘোষণা হওয়া পর্যন্ত তিনিই এগিয়ে ছিলেন বলেও জানা গিয়েছে। নোবেল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টোর এবং নোবেল কমিটির সেক্রেটারি ক্রিশ্চিয়ান হারপিকেনের দাবি, এখানে গুপ্তচর হানার সম্ভাবনা রয়েছে। এই অস্বাভাবিক ঘটনার তদন্ত করবে ইনস্টিটিউট। যেখানে প্রয়োজন সেখানে নিরাপত্তা আঁটসাঁট করা হবে। যদিও, অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান।

ইউক্রেনে শান্তি ফিরল না কেন? ' ট্রাম্পের দ্বারস্থ জেলেনস্কি

১২ অক্টোবর ঃ গাজা শান্তিচুক্তির প্রথম দফায় একমত হয়েছে ইজরায়েল এবং প্যালেস্তাইনের সশস্ত্র গোষ্ঠীটি হামাস। জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই গাজার কিছু অংশ থেকে সেনা প্রত্যাহার শুরু করে দিয়েছেন ইহুদি দেশটি। এই পরিস্থিতিতে ফের মার্কিন প্রেসিডেঃটর দ্বারস্থ হলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেঃট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তাঁর বক্তব্য, গাজায় যদি শান্তি ফেরে, তাহলে ইউক্রেন সংঘাতও মিটতে পারে। কিয়েভেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শনিবার ট্রাম্পকে ফোন করেন জেলেনস্কি। গাজা শান্তিচুক্তির জন্য তিনি অভিনঃদন জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট কে। একইসঙ্গে ইজরায়েল-হামাসের মতো রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত থামানোরও আহ্বান জানিয়েছেন জেলেনস্কি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ' সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে। কথোপকথনটি যথেষ্ট ইতিবাচক এবং ফলপ্রসূ ছিল। গাজা শান্তিচুক্তির জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। ইজরায়েলে-হামাস যুদ্ধ যদি বন্ধ হতে পারে, তাহলে যে কোনও যুদ্ধই বন্ধ হতে পারে। শেষ হতে পারে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধও।' উল্লেখ্য, তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে যুদ্ধ জারি রয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একাধিকবার এই যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করেছেন। আলাদা আলাদা করে বৈঠক করেছেন দু'দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও। কিন্তু তাতেও বিশেষ সমাধানের রাস্তা বের হয়নি। এই অবস্থায় শোনা যাচ্ছে, ট্রাম্পের সঙ্গে ফের দেখা করতে চলেছেন জেলেনস্কি। তাঁর দাবি, ইউক্রেনের জন্য নিরাপত্তার গ্যারান্টি ও রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার জারির বিষয়ে আলোচনা করবেন তিনি। কিয়েভের দাবি, যদি রাশিয়া যুদ্ধবিরতির পথে না হাঁটে সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন জেলেনস্কি।

গাজা শান্তি চুক্তিতে পিছিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হামাসের

১২ অক্টোবর ঃ ২ বছর ধরে লাগাতার সংঘাতের পর অবশেষে গাজায় শান্তির সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে সে আশায় জল ঢালল হামাস। রিপোর্ট বলছে, ট্রাম্পের প্রস্তাবিত গাজা শান্তি চুক্তিতে সই করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে হামাস। চুক্তির শর্ত নিয়ে মতবিরোধের জেরে ফের আশঙ্কার মেঘ উঁকি দিল গাজা উপত্যকায়। সংবাদ সংস্থা এএফপির রিপোর্ট অনুযায়ী, চুক্তিতে হামাসকে গাজা ছো৷ যাওয়ার যে শর্ত দেওয়া হয়েছে তাঁকে ' বলে উল্লেখ করেছে হামাস। রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য হোসাম বাদরান এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, প্যালেস্টিনীয়দের তাঁদের মাটি থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ওই চুক্তিতে। তা সে হামাসের সদস্য হোক বা না হোক। এই ধরনের শর্ত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অর্থহীন। তিনি আরও বলেন, গাজায় শান্তি পরিকল্পনা দ্বিতীয়বার আলোচনার টেবিলে আনা বেশ কঠিন হবে। কারণ, এতে অনেক জটিলতা ও অসুবিধা রয়েছে। আগামী দু'দিনের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য সফরের কথা ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। মিশরে পাশাপাশি অন্যান্য মধ্যস্থতাকারী দেশগুলির উপস্থিতিতে ট্রাম্পের প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তি হওয়ার কথা ছিল। তাঁর ঠিক আগে সব উলটপালট করে দিল হামাস। এই চুক্তির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে হামাসের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, এই চুক্তিতে বেশকিছু রাজনৈতিক বাধা রয়েছে। হামাসের আত্মসমর্পণ ও অস্ত্রত্যাগ এই চুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। হামাস গাজায় সরকার থেকে বেরিয়ে গেলেও এই শর্ত মানা অসম্ভব। সবমিলিয়ে ট্রাম্পের সাধের গাজা চুক্তি আপাতত বিশবাঁও জলে।
উল্লেখ্য, চুক্তির বাস্তবায়ন ও শান্তির লক্ষ্যে সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় বিবৃতি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর গত শুক্রবার চুক্তির একটি অংশ বাস্তবায়িত হয়। যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি দিয়ে গাজার কিছু অংশ থেকে সেনা প্রত্যাহার করে ইজরায়েল। যার জেরে গাজার ঘরছাড়া বাসিন্দারা ফের বোমা বিধ্বস্ত বাড়িতে ফিরতে শুরু করে। শনিবার হাজার হাজার প্যালেস্টিনীয়কে দেখা যায় গাজার উপকূল ধরে উত্তর দিকে যাচ্ছেন। কেউ পায়ে হেঁটে তো কেউ গাড়ি করে। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই ট্রাম্পের প্রস্তাবিত 'শান্তিতে জল ঢালল হামাস।

রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়াকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ১২ অক্টোবর (হি.স.)ঃ রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়ার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। রবিবার এ কথা জানান মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব জানান, নারীশক্তির প্রতীক ও ত্যাগ-সমর্পণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া। ত্যাগ, করুণার প্রতীক, পরম শ্রদ্ধেয় রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া জিকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তিনি জনসংঘ ও বিজেপি গঠনে অনন্য অবদান রেখেছেন। তাঁর জীবন ও আদর্শ চিরকাল প্রেরণাদায়ক হয়ে থাকবে। প্রসঙ্গত, বিজয়া রাজে সিন্ধিয়া, যিনি রাজমাতা সিন্ধিয়া নামে পরিচিত, ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং ব্রিটিশ রাজত্বকালে গোয়ালিয়রের শেষ শাসক মহারাজা জিওয়াজিরাও সিন্ধিয়ার সহধর্মিণী ছিলেন। পরবর্তী জীবনে, তিনি ভারতীয় সংসদের উভয় কক্ষে বারবার নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন ছিলেন।

ধর্মনগরের দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত চালক গ্রেফতার, ১২ দিনের জেল হাজত

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ১২ অক্টোবর (হি.স.)ঃ মহা অষ্টমীর রাতে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত গাড়িচালক সৌভিক নাথকে অবশেষে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হলে ধর্মনগর সিজিএম আদালত তাঁকে ১২ দিনের বিচারাধীন জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, মহা অষ্টমীর রাতে ধর্মনগরের জনবহুল এলাকায় বেপরোয়া গতিতে চলা একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দশ বছরের অভিরূপ দেবনাথ ও তাঁর বাবাকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় অভিরূপ, গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁর বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার পরই শোক ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে গোটা ধর্মনগর। উত্তাল জনতা অভিযুক্ত চালকের কঠোর শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদে সরব হয়। শহরজুড়ে শোকের আবহে শিশুটির অকাল মৃত্যুর ন্যায়বিচার চেয়ে নানা সংগঠনও প্রশাসনের কাছে আবেদন জানায়। পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপ ও আদালতের নির্দেশে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে শোকস্তব্ধ শহরে। ধর্মনগরবাসী আশা করছে, তদন্তের মাধ্যমে দোষীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পণ্যবাহী লোডিঙে ৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধি অর্জন এনএফ রেলের

গুয়াহাটি, ১২ অক্টোবর (হি.স.)ঃ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গ্রাহকদের সেবা প্রদান এবং গ্রাহকদের কাছে প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য পরিশ্রম করে চলেছে। চলতি আর্থিক বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জোনটি সফলভাবে ৫.৫৫৭ মিলিয়ন টন (এমটি) পণ্য লোড করেছে, যা পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা আজ রবিবার এক প্রেস বার্তায় এ খবর দিয়ে জানান, গত সেপ্টেম্বরে বেশ কয়েকটি পণ্যের লোডিং গত বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সিমেন্ট লোডিং ৪৮.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, কয়লা লোডিং ১৩৩.৩ শতাংশ, কঃটেইনার লোডিং ২১.৪ শতাংশ এবং পিওএল লোডিং ২০.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

Name Change

I, Kishan Sharma (old name) son of Rajendra Kumar Sharma, residing at 78A, Amherst Street, Raja Ram Mohan Sarani, Kolkata – 700 009, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Kishan Kumar Sharma (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 10/10/2025. Kishan Sharma and Kishan Kumar Sharma both are same and one identical person.

মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা সুচিকিৎসা

Name Change

I,Subal Chandra Mandal (Old Name)S/O– Jatin Mandal resident of Dhananjaypur, Dhananjoypur, Nakashipara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741126 do hereby decrared that I have changed my namefromSubal Chandra Mandal to Subal Mandaland hencefort I shall be known as Subal Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary publicBerhamporecourt on26/09/2025.My name Subal Mandal & Subal Chandra Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Sotish Mandal (Old Name) S/O– Kashi Mondal resident of Rameshwar Tola , Guru Tola , Ps-Baishnabnagar, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732127 do hereby declared that I have changed my name from Sotish Mandal to Satish Mandal and henceforth I shall be known as Satish Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/10/2025. My name Satish Mandal & Sotish Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Sanoara Bibi (Old Name) W/O– Sk Jiauddin resident of Harhari, Sagardighi, Dist-Jangipur, West Bengal, Pin-742226 do hereby declared that I have changed my name from Sanoara Bibi to Sanuara Begam and henceforth I shall be known as Sanuara Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/10/2025. My name Sanuara Begam & Sanoara Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Hossain Ali, my father's (Old Name) Late Kasem Shaikh resident of Vill-Sashpara Berpara , Po- Andulia, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742138 do hereby declared that I have changed my father's name from Kasem Shaikh to Kachem Sk and henceforth my father's name shall be known as Kachem Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/09/2025. My father's name Kachem Sk & Kasem Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Hossen Ali (Old Name) S/O– Kachem Sk resident of Vill- Sashpara Berpara , Po- Andulia, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742138 do hereby declared that I have changed my name from Hossen Ali to Hossain Ali and henceforth I shall be known as Hossain Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/09/2025. My name Hossain Ali & Hossen Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Nurislam Mandal & Nur Islam Mandal (Old Name) S/O– Mahasin Mondal resident of Vill & Po-Topla, Ps-Thanarpara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Nurislam Mandal & Nur Islam Mandal to Nur Islam Mondal and henceforth I shall be known as Nur Islam Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/10/2025. My name Nur Islam Mondal (new name) & (old name) Nurislam Mandal & Nur Islam Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Mahalaya Sk (Old Name) S/O–Chhiamaddi Sk resident of Vill & Po-Amlai, Ps-Bharatpur, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742301 do hereby declared that I have changed my name from Mahalaya Sk to Mahalya Sk and henceforth I shall be known as Mahalya Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/10/2025. My name Mahalya Sk & Mahalaya Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Mojibar Rahaman (Old Name) S/O– Khandakar Arsed Hossain resident of Vill & Po-Dangapara, Ps- Islampur, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Mojibar Rahaman to Khandakar Mojibar Rahaman and henceforth I shall be known as Khandakar Mojibar Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/10/2025. My name Khandakar Mojibar Rahaman & Mojibar Rahaman both are same and one identical person.

Name Change

I, Sanjib Paul (Old Name) S/o Samir Kumar Paul Residing at 1st FR. FL-B, 9 Nilkanta Chaterjee Street, P.o - Belghoria, District - North 24 Parganas, Pin - 700056 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sanjib Kumar Paul (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-10-2025. Sanjib Paul (Old Name) and Sanjib Kumar Paul (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Samir Singh (Old Name) S/o Late Satyendra Nath Singha Residing at 295, K.G.R Patha Binod Nagar, Kancharapara (M), P.o - Kancharapara, P.s - Bizpur, District - North 24 Parganas, Pin - 743145 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Samir Kumar Singha (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barrackpore vide affidavit Dated 23-09-2025. Samir Singh (Old Name) and Samir Kumar Singha (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sk Habib (Old Name) S/o Harun Sk Residing at Vill+P.o - Radhanagar, P.s - Namkhana, District - South 24 Parganas, Pin - 743357 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Habib Ali Sk (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-10-2025. Sk Habib (Old Name) and Habib Ali Sk (New Name) both are same and one identical person.

সিঙ্গুরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠান

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সিঙ্গুর হুগলি, ১২ ঃ আজ সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত জামিনবেড়িয়ার লোহাপট্টি সেবা সমিতির হলে সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়াসম্মেলনী ও প্রবীণ কর্মীদের সংবর্দ্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হলো। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতি মন্ত্রী বেচারাম মান্না, পূর্ব বর্ধমানের সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার,হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি বিধায়ক অরিন্দম গুঁই সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ববৃন্দ। সভায় মূল বক্তা হিসাবে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন আমরাই সব এই ভাবনা শরীর থেকে মুছে ফেলতে হবে জনগণের সাথে একাত্মভাবে মিলেমিশে তাদের অভাব অভিযোগ একাগ্র চিত্তে শুনতে হবে, তাদের ফোন ধরতে হবে তার যথাযথ উত্তর দিতে হবে। তিনি নিজেকে জনগণের সেবক উল্লেখ করে বলেন আমি কখনোই নিজেকে মন্ত্রী বলে ভাবি না সারাদিন জনগণের জন্য পরিশ্রম করি। তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন আত্মতুষ্টিতে না থেমে যে কোনো সমস্যার জন্য তৈরি থাকতে হবে কারণ রাজনীতিতে যে কোন সময় পরিবর্তন আসতে পারে

উত্তরপাড়ায় জেলা কংগ্রেসের স্বাক্ষর অভিযান কর্মসূচি

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ১২ ঃ ভোট চোর গদি ছোড় বিজেপি হটাও দেশ বাঁচাও এই শ্লোগান নিয়ে অল ইন্ডিয়া জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিড়লা মোড়ে হুগলি জেলা কংগ্রেস ও কিষান কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে চলে কর্মসূচি স্বাক্ষর সংগ্রহ। এই কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয় এবং মানুষকে বলা হয়। ভোট চোর ভোটার লিস্টে কোনভাবেই যাতে নাম বাদ না যায় সেটা অবশ্যই আপনারা দেখুন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা ১ কংগ্রেস সভাপতি সুব্রত মুখার্জি প্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক সুপ্রিয়.ভট্টাচার্য রাজ্য কিশান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দেব উত্তরপাড়া টাউন কিশান কংগ্রেস সভাপতি মিলন চক্রবর্তী জেলা কংগ্রেস নেতা সুবীর মুখার্জি উৎপল চক্রবর্তী প্রাক্তন টাউন কংগ্রেস সভাপতি মৃণাল দাস সহ নেতৃবৃন্দ রবিবার বেলা ১১ঃ০০ টা থেকে একটা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলে বক্তারা বক্তব্য রাখেন। এই প্রসঙ্গে হুগলি জেলা ১ কংগ্রেস সভাপতি সুব্রত মুখার্জি বললেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে আমাদের এই স্বাক্ষর অভিযান কর্মসূচি চলছে। যেভাবে ভোট চুরি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে হবে যাতে ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ না যায় সেটা মনে রাখতে হবে যেটা রাহুল গান্ধী ধরেছেন।

আগরতলার ইন্দ্রনগর থেকে অপহৃত কিশোরী উদ্ধার উদয়পুরে

আগরতলা, ১২ অক্টোবর (হি.স.)ঃ আগরতলার ইংদ্রনগরের বাংলার মাঠ এলাকা থেকে অপহৃত কিশোরীকে উদযপুর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে উদযপুর থানার পুলিশ সফল অভিযানে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে এবং অপহরণের সঙ্গে জড়িত সংেদহে একজনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটে পরশুদিন গভীর রাতে। ওই সময়.৪ থেকে ৫ জন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী একটি গাড়িতে করে আগরতলার ইন্দ্রনগর মিল্ক ডেয়রি এলাকার কাছে আসে। তারা প্রথমে কিশোরীর পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে হুমকি দিয়ে দরজা খুলতে বাধ্য করে। পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কে দরজা খুলে দিলে দুষ্কৃতীরা ঘরে ঢুকে পড়ে এবং জোর করে কিশোরীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদের উপর হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। পরে দুষ্কৃতীরা কিশোরীকে গাড়িতে তুলে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দ্রুত এনসিসি থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। রাতভর তল্লাশি চালিয়ে উদযপুরের মহারানী এলাকায় কিশোরীর সন্ধান মেলে। অভিযুক্ত কিশোরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাটি শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। গভীর রাতে ঘরের ভিতর থেকে কিশোরীকে অপহরণের ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয়রা পুলিশ প্রশাসনের কাছে রাত্রিকালীন টহল জোরদার ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

আরটিআই আইনকে দুর্বল করার অভিযোগে সরকারের সমালোচনায় কংগ্রেস

আগরতলা, ১২ অক্টোবর ঃ রবিবার আগরতলায় কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অশীষ কুমার সাহা কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন। তিনি অভিযোগ করেন, দেশে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পে স্বচ্ছতার অভাব স্পষ্ট। অশীষ কুমার সাহা বলেন, ২০০৫ সালে ইউপিএ সরকারের সময়.প্রণীত তথ্যের অধিকার আইন (আরটিআই অ্যাক্ট) নাগরিকদের ক্ষমতায়নের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু ২০১৪ সালের পর থেকে বিজেপি সরকার ধারাবাহিকভাবে এই আইনকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। সরকারের আনা সংশোধনীগুলির ফলে তথ্য কমিশনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং ব্যক্তিগত তথ্য রক্ষার অজুহাতে বহু ক্ষেত্রকে তথ্য প্রকাশের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। তিনি উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ৪ লক্ষ আরটিআই আবেদন ও আপিল অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনে মাত্র দুইজন কমিশনার কর্মরত থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। অশীষ কুমার সাহা অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী কেয়ারস ফান্ড, ইলেকটোরাল বন্ড এবং কোভিড ব্যয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার কোনো তথ্য প্রকাশ করছে না, যা গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতার পরিপন্থী। তিনি আরও বলেন, হুইসল ব্লোয়ার্স প্রোটেকশন অ্যাক্ট কার্যকর করতে সরকারের গাফিলতি নজর কেড়েছে। এই প্রেক্ষিতে তিনি তথ্য কমিশনের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার, শূন্যপদ পূরণ এবং আরটিআই কর্মীদের সুরক্ষার দাবি জানান।

মেয়েদেরকে দেওয়া কথা রাখলেন পলাশ,ফিরলেন জাতীয় পতাকা নিয়ে ,রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ

মিঠুন হালদার ঃ মুর্শিদাবাদের হরিহারপাড়া থানার রুকুনপুর-বলরামপুরের বাসিন্দা পলাশ ঘোষ নিজের ছোট্ট দুই মেয়েকে কথা দিয়ে গিয়েছিলেন পরেরবার যখন বাড়ি ফিরবেন তাঁর গায়ে থাকবে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম আর বুকের উপর চকচক করবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিরঙ্গা পতাকা। নিজের আদরের দুই মেয়েকে দেওয়া কথা রাখলেন পলাশ ।শনিবার গোধূলি লগ্নে পলাশ যখন বাড়ি ফিরলেন তাঁর শরীর জড়ানো ছিল তিরঙ্গা পতাকায়। তবে এবার আর গ্রামের সকলের আদরের পলাশ পায়ে হেঁটে ফেরেননি। কফিন বন্দি হয়ে সুদূর কাশ্মীর থেকে শেষবারের জন্য বাড়িতে ফিরল পলাশের নিথর দেহ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এলিট ফোর্স প্যারা এসএফ কমান্ডো পলাশ গত ৬-৭ তারিখে কাশ্মীরে অনন্তনাগে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে তার ইউনিটের আরও কয়েকজন কমান্ডোদের সঙ্গে একটি বিশেষ অভিযানে যান ।কিন্তু সেখানে গিয়ে ভয়ংকর তুষার ঝড়ের মধ্যে পড়েন পলাশ এবং আরও কয়েকজন।

বারে বারে মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা পলাশ এবার আর মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারেননি। বরফের নিচেই চাপা পড়ে যান। পরে তাঁকে উদ্ধার করেন অন্য জওয়ানরা। ২০০৯ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করার পর বাড়ির আর্থিক হাল কিছুটা ফিরিয়েছিলেন পলাশ। হরিহরপাড়া রুকুনপুর হাই স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পড়া শেষ করার পর বহরমপুর কলেজে দর্শন নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ।তবে দ্বিতীয় বর্ষ পড়াকালীনই সেনাবাহিনীর চাকরি পেয়ে গ্রাম ছেড়েছিলেন পলাশ । প্রথম পোস্টিং পেয়েছিলেন আগ্রায় অপারেশন সিঁদুরের সময় বুক

চিতিয়ে দেশের হয়ে লড়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎই এক তুষার ঝড় এসে সব বদলে দিল পলাশের পরিবারে। এই তুষার ঝড়ে পলাশের সঙ্গে প্রাণ হারিয়েছেন সুজয় ঘোষ নামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক ল্যান্স নায়েকও। চোখের এক কোণে ছেলের জন্য জমিয়ে রাখা গর্বের জল আড়াল করে পলাশের বাবা প্রশান্ত ঘোষ বলেন,' আমার ছেলে দেশের হয়ে জঙ্গি নিধন করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে । আমি তাঁর জন্য গর্বিত।' তবে স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ছেন পলাশের স্ত্রী ।এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারেনি পলাশের ৮ এবং ৪ বছরের দুই কন্যা সন্তান। সকলকে বাড়ির সামনে কান্নাকাটি করতে দেখে তারা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। তাদের প্রশ্ন,বাবা তো এসেছে,তাহলে সকলে কাঁদছে কেন! পলাশের মা আদুরী ঘোষ বলেন,'আমাকে তো কেউ কিছু বলতেই রাজি নয়। সকলে বলছিলো আমার ছেলের ফোন নাকি হারিয়ে গিয়েছে,তাই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।। পরে শুনেছি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়ে তুষার ঝড়ে বীরের মৃত্যু বরণ করেছে আমার ছেলে। আমার ছেলেকে শ্রদ্ধা জানাতে গোটা গ্রাম আজ আমাদের বাড়িতে ভিড় করেছে।' ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফ থেকে শনিবার সন্ধে নাগাদ বিশেষ কনভয় করে রুকুনপুরে গ্রামের বাড়িতে আনা হয.পলাশের দেহ ।সেখানে উপস্থিত ছিলেন পলাশেরর ইউনিট, প্যারা এসএফ কমান্ডোরা।গ্রামে ঢোকার প্রায় ১০ কিলোমিটার আগে থেকে জাতীয় পতাকা নিয়ে বাইক এবং গাড়ি নিয়ে মিছিল করেন এলাকার যুবকরা। শনিবার সন্ধের পর থেকে পূর্ণরাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পলাশের শেষকৃত্য সম্পন্ন করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

বাংলাকে করিডর করে মোবাইল পাচারের ছক, ফরাক্কায় ধরা পড়ল ২ পাচারকারী!

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ অক্টোবর ঃ বাংলাকে করিড়র করে উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলাদেশে মোবাইল পাচারের ছক ফাঁস, ফরাক্কা জিআরপির হাতে গ্রেপ্তার ২ জন। তদন্তে ১৪৭টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। মোবাইলগুলো কেন বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছিল এবং এই চক্রের পেছনে কোনও নাশকতা বা অন্য কোনও কারণ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এছাড়া কে-কে এই পাচার চক্রে জড়িত, সেটাও অনুসন্ধান চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুই ব্যক্তির নাম দাউদ ইব্রাহিম। বয়স ২৪ বছর ও তহিরুপ শেখ। বয়স ২৫ বছর। তারা মালদহের বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা কালিয়াচকের বাসিন্দা। ফরাক্কা জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দুই যুবক উত্তরপ্রদেশ থেকে আপ ব্রহ্মপুত্র মেল এক্সপ্রেস ধরে ফরাক্কায় নামে। নিউ ফরাক্কা স্টেশনে ১ নম্বর প্লাটফর্মে নেমে কালিয়াচক উদ্দেশ্যে যাওয়ার আগেই তাঁদের আটক করে জিআরপি। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় ফরাক্কা জিআরপি। অভিযুক্তদের দুটি ব্যাগ তল্লাশি করে মোট ১৪৭টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। এত সংখ্যক মোবাইল ফোন কোথা থেকে এল, সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট বা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি তারা। এরপরই দু'জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ, রবিবার তাদের আদালতে পেশ করে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।

হড়পা বানে জঙ্গল বিধ্বস্ত, হাতির হানা! আতঙ্কে রাত কাটাচ্ছেন এলাকাবাসী!

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ অক্টোবর ঃ হড়পা বানের পর লোকালয়ে হাতি ঢুকে পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি এলাকায়। দপ্তরের তরফে জলদাপাড়ার পিলখানায় পাঠানো হয়। এলাকার বাসিন্দারা জানান, ওই ঘটনার পর থেকে শাবকের খোঁজে প্রায় প্রতিদিন

শুক্রবার রাতেও খড়িবাড়ির গন্ডগোল জোত, দুলাল জোত এবং মঞ্জয় জোত এলাকায় একটি দলছুট হাতিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত বন দপ্তরকে খবর দেন। খবর পেয়ে টুকরিয়াঝার বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ভারত-নেপাল সীমান্তের এই এলাকায় ৫ অক্টোবর একটি হাতি শাবক মেচি নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে গেলে স্থানীয় বাসিংদারা উদ্ধার করে। পরে সেটিকে বন গ্রামগুলোতে হাতি ঢুকছে। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক বছরে নকশালবাড়ি এলাকায় হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে আটজনের। ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিপুল। হড়পা বানের পর পরিস্থিতি পালটেছে। দুলাল জোতের বাসিন্দা রতন দাস জানান, এখন সন্ধ্যা হলে হাতি জঙ্গল থেকে গ্রামে ঢুকছে। কখনও একটি। আবার কখনও দল থাকছে। আতঙ্কে ঘরের আলো নিভিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। এর আগে নকশালবাড়ি ব্লকের ভারত-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন কলাবাড়ি জঙ্গল থেকে দুটি হাতি বেরিয়ে কলাবাড়ি মোড় এলাকায় যায়। ওই বুনোদের সামাল দিতে কালঘাম ছুটছে বনকর্মীদের। নকশালবাড়ির মিরজাংলা এলাকার বাসিন্দদারা জানিয়েছেন, প্রায়দিন জঙ্গল থেকে হাতি বের হয়ে লোকালয়ে ঢুকছে। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বছরভর প্রায় একশোটি বুনো হাতি পাহাড়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলের টুকরা জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়-যার মধ্যে রয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি ব্লক। ভারত-নেপাল সীমান্তের মেচি নদী থেকে শুরু করে বাংলা-অসম সীমান্তের সংকোশ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হাতি করিডরের পুরো অংশজুড়ে এই বুনো হাতিদের চলাচল চলে। ধান ও ভুট্টা ফলার মরসুমে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। এবার হড়পা বানে জঙ্গলের বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে হাতির আনাগোনা অনেক বেড়ে গেছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, হড়পা বানে মানুষ, বন্যপ্রাণী সবাই বিপর্যস্ত। স্থানীয় বাসিন্দাদের বলা হয়েছে কোথাও বন্যপ্রাণী দেখা গেলে বিরক্ত না করে যেন বনদপ্তরে খবর দেয়।

পর্যটকদের চোখের সামনে দুই দাঁতালের লড়াই- যানজটে থমকে গেল ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক!

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ অক্টোবর ঃ ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে দুই দাঁতালের মধ্যে চলল তুমুল ল।াই। সেই দৃশ্য দেখতে পথের মধ্যেই থেমে যায় একের পর এক পর্যটকদের গাড়ি। অনেকেই মোবাইল ক্যামেরায় লড়াইয়ের মুহূর্ত বংিদ করতে ব্যস্ত হয়ে প।নে। ফলে তৈরি হয় যানজট। ঘটনাটি ঘটেছে নাগরাকাটা ডায়না ব্রিজের কাছে জাতীয় স।কে। হঠা করে এমন ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছ।ায় স্থানীয়দের মধ্যে। উত্তরবঙ্গে ঘটে যাওয়া দুর্যোগে প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জলপাইগুড়ির নাগরাগাটা। প্লাবিত প্রায় গোটা গ্রাম। ভেসেছে বনাঞ্চলও। গরুমারা ডায়না এলাকাতেও জল ঢোকে। তার জেরেই অনেক বন্যপ্রাণী নিরাপদ জায়গার খোঁজে বসতি এলাকায় চলে আসছে। রবিবার সকালে জাতীয়.সড়কের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে একটি হাতির দল। সেই দলে শাবক-সহ রয়েছে প্রায় ২৫টি হাতি। আচমকা সেই দলেরই দু'টি দাঁতাল হাতি নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে। যা দেখে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে একের পর গাড়ি, তৈরি হয় যানজট। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ডায়না

রেঞ্জের বনকর্মীরা। ঘিরে রাখে এলাকা। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর হাতির দলটিকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। হাতির দলটির উপর নজর রেখেছেন বনকর্মীরা। উল্লেখযোগ্যভাবে, কয়েকদিন আগে আলিপুরদুয়ারে দলছুট দুই গন্ডারের মধ্যে তীব্র লড়াইয়ের ঘটনা দেখা গিয়েছিল। অনুমান করা হচ্ছে, টানা বৃষ্টির জেরে তারা দিশেহারা হয়ে জঙ্গল ছো বাইরে বেরিয়ে আসে। একইসঙ্গে, ভুটান থেকে নেমে আসা জলস্রোতের কারণে ইতিমধ্যেই একাধিক বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। গরুমারা জাতীয় উদ্যানে জলে ডুবে একটি গন্ডারের মৃত্যু হয়েছে, আর শিলিগু।রি কাছে মেচি নদীতে ডুবে প্রাণ হারিয়েছে একটি হস্তি শাবক। গোটা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে বনদপ্তর।

ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভুমে পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক, আহত ৫

পূর্ব সিংভুম, ১২ অক্টোবর (হি. স.)ঃ ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভুমে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। বিরসানগর থানার অন্তর্গত হুরলুং এলাকায় শনিবার রাতোও পথ দুর্ঘটনায় টাটা স্টিলে কর্মরত এক কর্মী প্রমোদ কুমার সিংহের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার সময় তার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। গাড়িতে মোট ছয়জন ছিলেন, যারা সবাই টাটা স্টিলের কর্মী। দুর্ঘটনায় অন্য পাঁচজন গুরুতর আহত হন এবং তাদের টাটা মেন হাসপাতালের ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে রয়েছেন উমা শঙ্কর নোনিয়া (৪৭), নন্দু যাদব (৫০), পারীক্ষিত বেনুধর (২৮), জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (৫০) এবং বিনেশ টুডু (৩৩) রয়েছেন। মৃত প্রমোদ কুমার সিংহ বরাডিহের ভূষণ নগরের বাসিন্দা। দুর্ঘটনার খবরে পেয়ে পরিবারের শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চুরি হওয়া ব্রোঞ্জের মূর্তি উদ্ধার, চার অভিযুক্ত গ্রেফতার

আগরতলা, ১২ অক্টোবর (হি.স.) ঃ পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশের এক সফল অভিযানে উদ্ধার হল চুরি হওয়া ব্রোঞ্জের মূর্তি। রবিবার পুলিশ জানিয়েছে, রামনগরের ১০ নম্বর রোডের বাসিন্দা শুভঙ্কর কুণ্ডুর বাড়ি থেকে ওই মূর্তি চুরি করা হয়েছে। পশ্চিম আগরতলা থানার অফিসার ইনচার্জ রানা চ্যাটার্জি জানান, ককেদিন আগে রামনগর এলাকার বাসিন্দা বাদল চক্রবর্তীর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে.বাদল চক্রবর্তী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ মামলার সঙ্গে জড়িত চারজনকে গ্রেফতার করে। আদালতের নির্দেশে দুই অভিযুক্তকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শুভঙ্কর কুণ্ডুর বাড়ি থেকে চুরি যাওয় দুটি মোবাইল ফোনসহ ব্রোঞ্জের মূর্তি উদ্ধার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে দেবাশীষ সরকার ও অমৃত রায়, আরালিয়া এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

'আমি সেই মেয়ে' থিমে বিগ বাজেটের কালীপুজোর আয়োজন

কুমারঘাট (ত্রিপুরা), ১২ অক্টোবর (হি.স.)ঃ শারদ উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হয়েছে শ্যামা বন্দনার প্রস্তুতি। দেবী দুর্গার বিদায়ের পর রাজ্যজুড়ে এখন কালীপুজোর আমেজ। সেই আবহেই ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ের রাজনগর এলাকায় স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী এলবিবি ক্লাব এ বছরও আয়োজন করেছে এক অনন্য থিমভিত্তিক কালীপুজোর। রবিবার খুঁটি পূজনের মধ্য দিয়ে এই পুজোর প্রস্তুতির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ক্লাব কর্মকর্তারা। এবছরের পুজোর থিম আমি সেই মেয়ে, যা নারীর আত্মবিশ্বাস, সংগ্রাম ও সামাজিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতি বছরের মতো এবারও পুজো হবে বিগ বাজেটের, প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে পুরো আয়োজনের জন্য। প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা ও প্রতিমা সজ্জায় থাকছে বিশেষ নজরকাড়া পরিকল্পনা, যা গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যেই শহুরে থিম পুজোর আবহ তৈরি করবে। রবিবার ক্লাব প্রাঙ্গণে সম্পন্ন হয় খুঁটি পূজনের অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি, সম্পাদক প্রীতম বিশ্বাসসহ অন্যান্য সদস্যরা। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো এবছরের পুজো প্রস্তুতি। ক্লাব সম্পাদক প্রীতম বিশ্বাস বলেন, বরাবরের মতোই এবছরও আমরা শ্যামা বন্দনায় ব্রতী। ' সেই মেয়ে' থিমের মাধ্যমে সমাজে নারীর শক্তি ও আত্মনির্ভরতার বার্তা দিতে চাই। পুজোর দিনগুলোতে শুধু উৎসব নয়, আমরা সামাজিক কাজকর্মেও মনোযোগ দিচ্ছি। তিনি জানান, পুজোর উদ্বোধনী দিনে এলাকার গরিব ও দু ঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্রদান কর্মসূচি আয়জেন করা হবে। পাশাপাশি পুজোর চারদিন ধরেই ক্লাবের তরফে চলবে বিনামূল্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং অন্যান্য সামাজিক উদ্যোগ। রাজনগরের এলবিবি ক্লাবের কালীপুজো বরাবরই ফটিকরায় ও আশেপাশের এলাকায় অন্যতম আকর্ষণ। গ্রামীণ অঞ্চলেও শহুরে মানের প্যান্ডেল ও থিমভিত্তিক কনসেপ্ট উপস্থাপন করে এই ক্লাব গত কয়েক বছর ধরে দর্শনার্থীদের মন জয় করেছে।

সেরা অভিনেত্রী আলিয়া ভাট

আহমেদাবাদ, ১২ অক্টোবর (হি.স.)ঃ আহমেদাবাদের কাঁকারিয়া লেকের একে এরিনায় শনিবার সন্ধ্যারাতে আয়োজিত হল ৭০তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান। এদিন এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে বসেছিল চাঁদের হাট। এই বছর অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন শাহরুখ খান। কৃতি স্যানন মঞ্চে পারফর্ম করেন। এই বছর ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডে একাধিক বিভাগে পুরস্কার জিতে নিয়েছে ছবি 'লাপতা লেডিজ'। মোট ১৩টি পুরস্কার জিতেছে এই ছবি। এছাড়াও সেরা অভিনেতা বিভাগে যৌথভাবে পুরস্কার জিতেছেন অভিষেক বচ্চন তাঁর 'আই ওয়ান্ট টু টক' ছবির জন্য ও কার্তিক আরিয়ান তাঁর 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন' ছবির জন্য। 'জিগরা' ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন আলিয়া ভাট।

পথ দুর্ঘটনায় কৃষকের মৃত্যু

উরাইয়া, ১২ অক্টোবর (হি. স.)ঃ উত্তর প্রদেশের উরাইয়া জেলায় পথ দুর্ঘটনায় কৃষকের মৃত্যু। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , খুমানপুরের গ্রামের বাসিন্দা কৃষক রমবীর সিংহ উর্ফ গুগাই (৩৫) শনিবার রাতে ধান বিক্রি করে ট্র্যাক্টর চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। জারপুরা পেট্রোল পাম্পের কাছে একটি সেতুর সঙ্গে ট্র্যাক্টর ধাক্কা খায়।

Office of the Block Development Officer
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213

NOTICE

Memo. No. 2440/BDO/JLD-II, Dated: 10/10/2025

Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: **NIeT No.-18(e)/BDO/JLD-II/2025-26. dt.10.10.2025,** for 19 nos. scheme **(Tender ID 2025_DM_920685_1 to 2025_DM_920685_19)** within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission for SI no-1 & 2 **20.10.25 up to 6:00 P.M** and Si no-3 to 19 is **22.10.2025 up to 3:30 PM** respectively. Details may be obtained froin website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- **Block Development Officer**
Jhalda II Development Block

PRESS NOTICE

Sealed tenders are invited by the undersigned from the eligible, bonafide, experienced, resourceful contractors vide **NIT no. 14/BDO/BZR of 2025-26/ Sl no.01 to Sl no. 31 dated. 08.10.2025** for execution of 31 nos scheme under APAS-2025 fund as per schedule below:-
Date of publication of NIT: **08-10-2025.** Last Date & Time of application for purchasing tender form: **17-10-2025 upto 02:00 PM,** Last Date & Time of issue of tender form: **17-10-2025 upto 02:00 PM,** Last date & Time of dropping of tender bid: **17-10-2025 upto 03:00 PM,** Date & Time of Tender opening: **17-10-2025 at 04:00 PM**.
Sealed tenders are invited by the undersigned from the eligible, bonafide, experienced, resourceful contractors vide NIT no. 1**5/BDO/BZR of 2025-26/ Sl no. 01 to Sl no. 71 dated, 09.10.2025** for execution of 71 nos scheme under APAS-2025 fund as per schedule below:-
Date of publication of NIT: **09-10-2025.** Last Date & Time of application for purchasing tender form: **17-10-2025 upto 02:00 PM,** Last Date & Time of issue of tender form: **17-10-2025 upto 02:00 PM,** Last date & Time of dropping of tender bid: **17-10-2025 upto 03:00 PM,** Date & Time of Tender opening: **17-10-2025 at 04:00 PM**.
Sealed tenders are invited by the undersigned from the eligible, bonafide, experienced, resourceful contractors vide **NIT no. 16/BDO/BZR of 2025-26/ Sl no.01 to Sl no. 42 dated, 09.10.2025** for execution of 42 nos scheme under APAS-2025 fund as per schedule below:-
Date of publication of NIT: **09-10-2025.** Last Date & Time of application for purchasing tender form: **17-10-2025 upto 02:00 PM,** Last Date & Time of issue of tender form: **17-10-2025 upto 02:00 PM,** Last date & Time of dropping of tender bid: **17-10-2025 upto 03:00 PM,** Date & Time of Tender opening: **17-10-2025 at 04:00 PM**.
For more details please visit/contact to the office of the undersigned.

Sd/- **Block Development Officer**
Barabazar Developmet Block

PRESS NOTICE

Sealed tenders are invited by the undersigned from the eligible, bonafide, experienced, resourceful contractors vide NIT no. **12/BDO/BZR of 2025-26/ Sl no.01 to Sl no. 37 dated 08.10.2025** for execution of 37 nos scheme under APAS-2025 fund as per schedule below:-
Date of publication of NIT: **08-10-2025.** Last Date & Time of application for purchasing tender form: **17-10-2025 upto 02:00 PM.** Last Date & Time of issue of tender form: **17-10-2025 upto 02:00 PM.** Last date & Time of dropping of tender bid: **17-10-2025 upto 03:00 PM.** Date & Time of Tender opening: **17-10-2025 at 04:00 PM**
Sealed tenders are invited by the undersigned from the eligible, bonafide, experienced, resourceful contractors vide NIT no. **13/BDO/BZR of 2025-26/ Sl no. 01 to Sl no. 77 dated. 08.10.2025** for execution of 77 nos scheme under APAS-2025 fund as per schedule below:-
Date of publication of NIT: **08-10-2025.** Last Date & Time of application for purchasing tender form: **17-10-2025 upto 02:00 PM.** Last Date & Time of issue of tender form: **17-10-2025 upto 02:00 PM.** Last date & Time of dropping of tender bid: **17-10-2025 upto 03:00 PM.** Date & Time of Tender opening: **17-10-2025 at 04:00 PM.**
For more details please visit/contact to the office of the undersigned.

Sd/- **Block Development Officer**
Barabazar Developmet Block

ভুটান পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টির জেরে

আলিপুরদুয়ারে ডলোমাইট পলির দূষণ বেড়েছে? খতিয়ে দেখলেন বিশেষজ্ঞ দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ অক্টোবর ঃ ভুটান পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টির জেরে ডলোমাইট মিশ্রিত পলি ধুয়ে এসে পড়েছে ডুয়ার্সের একাধিক এলাকায়। এর প্রভাবে কৃষিজমি থেকে শুরু করে সাধারণ জমিও দূষণের কবলে পড়েছে। ঠিক কতটা প্রভাব পড়েছে, তা নির্ধারণ করতে শনিবার উত্তরবঙ্গের বন্যাকবলিত অঞ্চল পরিদর্শনে যায় তিন সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল। এদিন তারা আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের শালকুমার এলাকায় পৌঁছান। সেখানকার শালকুমার ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে ডলোমাইট মিশ্রিত পলির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। বিশেষজ্ঞ দলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলার কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর সর্বেশ্বর মন্ডল, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল-সহ আরও অনেকে। জানা গিয়েছে, তিনজনের বিশেষজ্ঞ দলে রয়েছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, অধ্যাপক নীহারেন্দ্র সাহা ও ডক্টর সিধু মুর্মু। এদিন বিষয়টি নিয়ে জেলা কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সর্বেশ্বর মণ্ডল বলেন, তিন বিশেষজ্ঞের দল

এই এলাকায় এসেছে। আমরাও আছি। এই বন্যায় এই এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা পলির নমুনা সংগ্রহ করেছেন। এই পলির প্রভাব কী হতে পারে বিশেষজ্ঞরা, তা খতিয়ে দেখবেন। গত সপ্তাহে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা ভয়াবহ হড়পা বানে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ভুটান পাহাড়ে টানা বৃষ্টির ফলে সেখান থেকে নেমে আসা জল ডুয়ার্স অঞ্চলে প্লাবন ঘটায়। সেই স্রোতের সঙ্গে ভুটান পাহাড়ে খনন করা গুঁড়ো ডলোমাইটও এসে জমা হয় আলিপুরদুয়ারের একাধিক এলাকায়। বিশেষ করে কৃষিজমিতে এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে-নষ্ট হয়েছে বহু ফসল। এই ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ও ডলোমাইট দূষণের প্রভাব খতিয়ে দেখতে এলাকা পরিদর্শনে যায় বিশেষজ্ঞ দল। এনিয়ে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, পঞ্চায়েত মন্ত্রী মাননীয় প্রদীপ মজুমদার এই এলাকায় পরিদর্শনে এসে বিশেষজ্ঞ দলের আসার কথা জানিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশেই বিশেষজ্ঞরা এসেছেন নমুনা সংগ্রহ করতে। ভুটান থেকে নদীর জলের সঙ্গে বিষাক্ত ডলোমাইট এসেছে। ডলোমাইট ফসলের কী কী ক্ষতি করতে পারে, তা বিশেষজ্ঞরা খতিয়ে দেখবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নামিবিয়ার ঐতিহাসিক জয়

কেপটাউন, ১২ অক্টোবর (হি.স.)ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার মতো শক্তিশালী দলকেও ধরাশায়ী হতে হলো নামিবিয়ার মতো উঠতি একটা দলের কাছে। একমাত্র টি-টোয়েন্টিতে প্রোটিয়াদের ৪ উইকেটে হারিয়েছে তারা। আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৩৪ রান তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। নামিবিয়ার হয়ে ৩ উইকেট শিকার করেন রুবেন ট্রাম্পেলম্যান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শেষ বলে জয় তুলে নেয় নামিবিয়া। নিজেদের টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো শেষ বলে ম্যাচ জিতল নামিবিয়া। এর আগে ২০২২ সালে বুলাওয়েতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষেও শেষ বলে ম্যাচ জিতেছিল তারা। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বারের মতো শেষ বলে টি-টোয়েন্টি হার। ২০১৯ সালে জোহানেসবার্গে অস্ট্রেলিয়ার কাছে শেষ বলে হেরেছিল প্রোটিয়ারা। আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে ও শ্রীলঙ্কার পর চতুর্থ পূর্ণ সদস্যের দেশ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে টি-টোয়েন্টি তে হারাল নামিবিয়া।

এস্তোনিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপের আশা বাঁচিয়ে রাখল ইতালি

রোম, ১২ অক্টোবর (হি.স.)ঃ গত দুই বিশ্বকাপে বাছাই পর্ব পার হতে পারেনি ইতালি। এবারও শুরুটা ভালো হয়নি আজ্জুরিদের। নরওয়ের কাছে হার দিয়ে বাছাই পর্ব শুরু করেছে তারা। অবশ্য জয়ের পথে ফিরেছে তারা। টানা চার জয়ে বিশ্বকাপে খেলার আশাটা বাঁচিয়ে রেখেছে জেনারো গাত্তুসোর শিষ্যরা। শনিবার রাতে তাল্লিনের লিল্লেকুলা স্টেডিয়ামে এস্তোনিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ইতালি। আজ্জুরিদের পক্ষে মইসে কান, মাতেও রেতেগুই এবং ফ্রান্সেসকো পিও এসপোসিতো গোল তিনটি করেন। আর স্বাগতিকদের হয়ে একমাত্র গোল করেন রাউনো স্যাপ্পিনেন। এই জয়ে ৫ ম্যাচে (৪ জয়, ১ হার) ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ আই'য়ের পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে ইতালি। ছয় ম্যাচে ৬ জয়ে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নরওয়ে। আর ৬ ম্যাচে মাত্র ১টি জয়ে পাওয়া ৩ পয়েন্ট নিয়ে চারে আছে এস্তোনিয়া।

বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে হ্যাটট্রিক জয়ের দেখা পেল স্পেন

মাদ্রিদ, ১২ অক্টোবর (হি.স.) ঃ বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে হ্যাটট্রিক জয়ের দেখা পেল স্পেন। জর্জিয়াকে হারিয়ে গ্রুপের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে বর্তমান ইউরো চ্যাম্পিয়নরা। শনিবার এস্তাদিও মার্তিনেজ ভালেরোয় বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ইউরোপীয় অঞ্চলের গ্রুপ ই-র ম্যাচে জর্জিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে স্পেন। ম্যাচের দুই অর্ধে ইয়েরেমি পিনো ও মিকেল ওয়ারজাবাল গোল দুটি করেন। প্রথমার্ধের ২৪ মিনিটে পিনো গোল করে স্পেনকে এগিয়ে.দেন। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ওয়ারজাবাল। ঘরের মাঠে জর্জিয়ার বিপক্ষে একক আধিপত্য দেখিয়েছে স্পেন। ৮৩ শতাংশ বল পজেশন ধরে রেখে ২৪টি শট নিয়েছে লা রোজারা, যার ৭টি লক্ষ্যে ছিল। বিপরীতে জর্জিয়ানরা ১টি মাত্র শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে। এই জয়ের ফলে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষস্থান ধরে রাখল বর্তমান ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন স্পেন। দ্বিতীয় স্থানে আছে তুরস্ক। ৩ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৬ পয়েন্ট।

লিসবনে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে

লিসবন, ১২ অক্টোবর (হি.স.)ঃ লিসবনে শনিবার রাতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে স্বাগতিকরা, জিতল রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এর ফলে, টানা তিন জয়ে বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার পথে এগিয়ে গেল পর্তুগাল। অনেক সুযোগ হারানোর পর স্পট কিক থেকেও গোল করতে পারেননি ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। অবশেষে যোগ করা সময়ে ডেডলক ভাঙলেন রুবেন নেভেস। প্রায় ৭০ শতাংশ সময় বল পজেশন রেখে গোলের জন্য ৩০টি শট নেয় পর্তুগাল, ছয়টি ছিল লক্ষ্যে। আর আয়ারল্যান্ড শট নিতে পারে মাত্র দুটি, কোনোটিই ছিল না লক্ষ্যে। তিন ম্যাচের শতভাগ সাফল্যে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ' গ্রুপের শীর্ষে পর্তুগাল। দ্বিতীয় স্থানে হাঙ্গেরির পয়েন্ট ৪। ৩ পয়েন্টট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আর্মেনিয়া। আইরিশদের পয়েন্ট ১।

বন্ধুর টাকায় রিহ্যাব, পাক প্রশাসনকে তুলোধোনা আরশাদের কোচের

১২ অক্টোবর ঃ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে নিজের নামের প্রতি একেবারেই সুবিচার করতে পারেননি। কোনওরকমে ফাইনালে উঠে সেখানে দশম স্থানে শেষ করেন। তিনি আরশাদ নাদিম। কেন এত খারাপ পারফরম্যান্স, সেই ফিরিস্তি পর্যন্ত চেয়েছিল পাকিস্তান স্পোর্টস বোর্ড। জবাবে পিএসবি'কেই একহাত নিলেন জ্যাভলিন থ্রোয়ার আরশাদ নাদিমের কোচ সলমন ইকবাল। জানালেন, নাদিমকে রিহ্যাব করতে হয়েছে বন্ধুর টাকায়। এ ব্যাপারে কোনও সাহায্য করেনি পাকিস্তানি অ্যাথলেটিক্স সংস্থা। পাকিস্তান স্পোর্টস বোর্ডকে কাঠগড়ায় তুলে সলমন বলেন, কাফ মাসলের সমস্যার কারণে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল আরশাদের। টোকিওর আবহাওয়া বেশ গরম এবং আর্দ্র ছিল। খেলা হয়েছিল হার্ড ট্র্যাকে। যার প্রভাব পড়েছে পারফরম্যান্সে। উল্লেখ্য, বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মাত্র ৮২.৭৫ মিটার থ্রো করেছিলেন নাদিম। নাদিম যখন সাফল্য পান, পাকিস্তানি সমর্থকরা সেলিব্রেশন করেন। সলমন বলছেন, কখনও যদি নাদিম প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হন, তাহলে সমর্থকদের উচিত নাদিমের পাশে দাঁড়ানো। তাছাড়াও তিনি পিএসবি'কে মনে করিয়ে দেন, চোটের পর দক্ষিণ আফ্রিকায় নাদিমের জন্য রিহ্যাবের ব্যবস্থা করতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহায্য নিতে হয়েছিল। হতাশ কোচ আরও জানিয়েছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় নাদিমের রিহ্যাবের সময় পিএসবি কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ২০২২ সালে কমনওয়েল্থ গেমস এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নাদিম জিতেছিলেন সোনা এবং রুপো। ২০২৪-এ প্যারিস অলিম্পিকে জিতেছিলেন সোনার পদক। সেই নাদিমকে কেন অন্যের কাছ থেকে অর্থসাহায্য চাইতে হচ্ছে, এ ব্যাপারে প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতিতে আরশাদের কোচ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন পাকিস্তান স্পোর্টস বোর্ডের গাফিলতির কথা।

শর্ট লেগে ক্যাচ নিতে গিয়ে আঘাত, তৃতীয় দিন মাঠে নেই সুদর্শন

১২ অক্টোবর ঃশর্ট লেগে ক্যাচ নিতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন। ভারতীয়

দলের উদীয়মান তারকা সাই সুদর্শনকে নিয়ে উদ্বেগ বাড়ল। ম্যাচের তৃতীয় দিন ফিল্ডিংয়ে এলেন না সাই। বিসিসিআই জানিয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার তরুণ তুর্কির চোট খুব গুরুতর না হলেও তাঁকে নজরদারিতে রাখছে বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম। দিল্লিতে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্টের দ্বিতীয় দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসের অষ্টম ওভারে চোট পান সাই। রবীন্দ্র জাদেজা বল করছিলেন। দ্বিতী বলের মুখোমুখি ছিলেন জন ক্যাম্পবেল। জাদেজার বোলিংয়ে তিনি একটি জোরালো সুইপ মারেন। শটটি সরাসরি শর্ট লেগে দাঁড়িয়ে থাকা সাই সুদর্শনের বুকে লাগে। তাঁর বুকে হাত ছিল, তাই বলটি হাতে লাগে এবং তারপর কোনওভাবে বলটি ধরতে সক্ষম হন। কিন্তু ওই জোরালো আঘাতের পর সাই আর মাঠে ফেরেননি। দ্বিতীয় দিন তাঁকে ফিল্ডিং করতে দেখা যায়নি। তৃতীয় দিনও মধ্যাহ্নভোজের আগে মাঠে আসেননি। রবিবার সকালে বিসিসিআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে, সাই সুদর্শনের ' ইনজুরি' হয়েছে। তাঁর চোট খুব একটা গুরুতর নয়। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে নজরে রেখেছেন। সূত্রের খবর, জোরাল আঘাতের ফলে সাইয়ের হাতে ব্যাথা রয়েছে। দরকার না প।লে তাঁকে আর দিল্লি ম্যাচে ফিল্ডিংয়ে নামানো নাও হতে পারে। এদিকে ম্যাচের তৃতীয় দিন ফলো অন বাঁচানোর জন্য লড়ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দ্বিতীয় দিন চার উইকেটে ১৪০ রানের পর খেলতে নেমে রবিবার প্রথম সেশনেই তিন উইকেট হারিয়েছে ক্যারিবিয়ানরা। এদিন সকালে তিনটি উইকেট তুলে নেন কুলদীপ যাদব। এই ইনিংসে মোট চার উইকেট পেলেন ভারতীয় স্পিনার। দিনের চতুর্থ উইকেটটি পেয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। মধ্যাহ্নভোজের বিরতি পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর ৮ উইকেটে ২১৭। ফলো অন বাঁচাতে আরও দরকার ১০১ রান।

বিশ্বকাপ খেলতে চাই', বাদ পড়েও ওয়ানডে ভবিষ্য নিয়ে আশাবাদী জাদেজা

১২ অক্টোবরঃ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ানডে আর টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা হয়েছে। ২০২৭ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে ওয়ানডে'তে শুভমান গিলকে অধিনায়ক করা হয়েছে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে নিয়ে চর্চা চলছে। আলোচনা চলছে রবীনন্দ্র জাদেজাকে নিয়েও। তাঁকেও ওয়ানডে দলে রাখা হয়নি। প্রশ্ন উঠছে, পরের ওয়ানডে বিশ্বকাপে কি খেলবেন তিনি? এ ব্যাপারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের শেষে মন্তব্য করেছেন জাড্ডু। জাদেজা বলেন, এটা আমার হাতে নেই। অবশ্যই আমি বিশ্বকাপ খেলতে চাই। তবে, দিনের শেষে এটা টিম ম্যানেজমেন্ট , নির্বাচক, কোচ এবং অধিনায়কের ব্যাপার। অস্ট্রেলিয়ায় আমাকে দলে রাখা হয়নি। এর নেপথ্যে নিশ্চয়ই কিছু কারণ রয়েছে। উল্লেখ্য, জাদেজার ব্যাপারটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন জাতীয় নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর। জাদেজা গত বছরই টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন।

আগরকর বলে দিয়েছেন, জাদেজা অবশ্যই তাঁদের ভাবনায় রয়েছেন। কম্বিনেশনের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে টিমে তাঁকে রাখা যায়নি। অস্ট্রেলিয়ায় মাত্র তিনটে ওয়ানডে খেলবে টিম। তিনটে ওয়ানডে'তে দু'জন বাঁ-হাতি স্পিনার নিয়ে যাওয়া যেত না। অক্ষর প্যাটেল রয়েছেন। ওয়াশিংটন সুন্দর আর কুলদীপ যাদব রয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার যেরকম পরিবেশ, তাতে বেশি স্পিনার খেলানো হবে না, সবার জানা। ঠিক সেই কারণেই জাদেজাকে অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ানডে'তে ভাবা হয়নি। জাদেজার সংযোজন, এমন নয় যে আমাকে না জানিয়ে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রধান নির্বাচক, কোচ, অধিনায়ক আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। ওরা এ ব্যাপারে স্পষ্ট ছিলেন। তাই আমি খুশি। যখনই আমি ওয়ানডে'তে সুযোগ পাব, তা কাজে লাগাতে তৈরিই আছি। বিশ্বকাপের আগেও বেশ কিছু ওয়ানডে রয়েছে। আর যদি বিশ্বকাপে সুযোগ পাই, অবশ্যই খেলতে চাই। বিশ্বকাপ জেতা সবার মতো আমারও স্বপ্ন।

৬৮ বছর পুরনো নজির ভেঙে বিশ্বরেকর্ড কুলদীপের

১২ অক্টোবর ঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আগুনে ফর্মে কুলদীপ যাদব। ৫ উইকেট নিয়ে ক্যারিবিয়ানদের ফলো অন করতে পাঠালেন ভারতের বাঁহাতি স্পিনার। সেই সঙ্গে বিশ্বরেকর্ডও গড়লেন। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে তাঁর বোলিংয়ে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ ওয়েস্ট ইন্ডিজের।২৬.৫ ওভারে ৮২ রান দিয়ে ৫ উইকেট পান কুলদীপ। যার সাহায্যে ৬৮ বছর পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিলেন তিনি। এতদিন ইংল্যান্ডের জনি ওয়ার্ডলের নামে বাঁহাতি স্পিনার হিসেবে টেস্টে সবচেয়ে বেশিবার ৫ উইকেটের নজির ছিল। দিল্লির পারফরম্যান্সে কুলদীপের নামেও এখন পাঁচটি ৫ উইকেটের রেকর্ড। কিন্তু ওয়ার্ডল ২৮ টেস্টে এই রেকর্ড গড়েছিলেন, কুলদীপ 'পাঞ্জার' 'পাঞ্জা'পেলেন মাত্র ১৫টি টেস্টে।পাঁচ উইকেট তুলে নিয়ে নজর কেড়েছেন কুলদীপ যাদব। দ্বিতীয় দিন অ্যালিক অ্যাথানিজের উইকেট তুলে খাতা খুলেছিলেন তারকা স্পিনার। রবিবার সকাল থেকে পরপর তাঁর ঝুলিতে যায় চার উইকেট। হোপ, ইমলাখ, গ্রিভসকে প্যাভিলিয়নে ফেরান তিনি। ক্রিজ কামড়ে পড়ে থাকা সিলসকে আউট করে ক্যারিবীয় ইনিংসে শেষ পেরেকটা পুঁতে দেন।কুলদীপ প্রথম ৫ উইকেটটি পেয়েছিলেন ২০১৮ সালে সেটাও ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রাজকোটে। তারপর ২০১৯-এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিডনিতে। ২০২২-র চট্টগ্রামে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মাত্র ৪০ রানে ৫ উইকেট পান। সেটাই তাঁর টেস্ট কেরিয়ারের সেরা বোলিং। ২০২৪-এ ধরমশালায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও ৫ উইকেট পেয়েছিলেন তিনি।

তিরন্দাজ অবতারে পন্থ, দিলেন সুস্থতার ইঙ্গিত

১২ অক্টোবর ঃ চোট সারিয়ে মাঠে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ঋষভ পন্থ। সব কিছু ঠিকঠাক চললে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজের কথা মাথায় রেখে ২৫ অক্টোবর থেকে রনজি ম্যাচে নেমে পড়তে পারেন পন্থ। তার আগে অবশ্য তিরন্দাজ অবতারে দেখা গেল ভারতীয় দলের এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটারকে। চোট সারিয়ে ২২ গজে ফেরার প্রস্তুতির মাঝে পন্থের হাতে তির-ধনুক দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটিজেনরা। না না, নেটিজেনরা তাঁকে এমনি এমনি তারিফ করেননি। প্রথম প্রচেষ্টাতেই তিনি বুলস আইয়ে মেরেছেন। আর এ কথা সোশাল মিডিয়ায় এক ভিডিওয় শেয়ারও করেন। সেই কারণেই টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপারকে নিয়ে খুশি নেটপাড়া। ওই পোস্টের ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, 'প্রথ চেষ্টায় বুলস আই খারাপ নয়।' উচ্ছ্বাসের ইমোজিও দিয়েছেন তিনি। তিনি নিজে যে সুস্থ, সে কথাও জানিয়েছেন ভিডিওয়। পন্থ বলেন, আমি একটা কোণে আটকে ছিলাম। তবে এখন কিন্তু দারুণভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। সম্প্রতি আসন্ন মরশুমের জন্য রনজি ট্রফির দল ঘোষণা করেছে দিল্লি। ২৫ জনের সেই দলে শেষ মুহূর্তে ঢুকে পড়েছেন ঋষভ পন্থ। জানা গিয়েছে, চোট থেকে সেরে উঠেছেন ভারতীয় দলের এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। দিল্লি দলের অধিনায়কও হতে চলেছেন তিনি। যশ ধুলকে সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে। উল্লেখ্য, হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে রনজির প্রথম ম্যাচ খেলবে দিল্লি।

আফগানদের বিরুদ্ধে ফের লজ্জার হার বাংলাদেশের

১২ অক্টোবর ঃ বাংলাদেশ ক্রিকেটে ঘোর দু ঃসময়। মেহেদি হাসান মিরাজদের ফর্ম এতটাই শোচনীয় যে ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে তারা আদৌ সরাসরি সুযোগ পাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়ে গেল। শনিবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ানডে-তে ৮১ রানে হারের পর আরও ব। জটিল হল বাংলাদেশের বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়ার অঙ্ক।

সদ্য আফগানদের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ ৩-০ ব্যবধানে জিতলেও ওয়ানডে-তে ওপার বাংলার টাইগারদের ফর্ম শোচনীয় আফগানদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে বড় হারের পর শনিবার দ্বিতীয় ম্যাচে ১৯১ রানের সহজ টার্গেট পেয়েছিলেন মেহেদি হাসান মিরাজরা। একটা সময় মনেও হয়েছিল কষ্ট করে হলেও বাংলাদেশ ম্যাচটা জিতে যেতে পারে। কিন্তু ৫ উইকেটে ৯৯ রান থেকে ১০৯ রানে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। ওপার বাংলার টাইগাররা হারে৮১ রানে। রশিদ খান একাই ৫ উইকেট পেয়ে ধসিয়ে দেন বাংলাদেশের ইনিংস। ফলে সিরিজে অজেয় ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ল টাইগাররা।

এই সিরিজ হার বাংলাদেশের সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্নকেও বড়সড় ধাক্কা দিল। ২০২৭ সালে বিশ্বকাপ হবে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে এবং নামিবিয়ায়। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জিম্বাবোয়ে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে। নামিবিয়ার ওয়ানডে স্টেটাস না থাকায়, তাদের খেলতে হবে বাছাই পর্বে। ফলে দুই আয়োজক দেশের সঙ্গে আইসিসির ক্রমতালিকায় থাকা প্রথম আট দল সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে বিশ্বকাপে। বাকি ৪ দলকে খেলতে হবে বাছাই পর্বে। হিসাব বলছ, আইসিসি র‍্যাংকিংয়ের ১ থেকে ৯ নম্বরে থাকা দল সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে। বর্তমানে এই ক্রমতালিকায় বাংলাদেশ রয়েছে ১০ নম্বরে। বাংলাদেশের উপরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ড। বাংলাদেশের পক্ষে ইংল্যান্ডকে ছোঁয়া সম্ভব না হলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সরানোর একটা সুযোগ আছে। কিন্তু আফগানদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে হার, সেই সম্ভাবনাকেও ক্ষীণ করে দিচ্ছে। হাতে আর মাত্র ৪টি ম্যাচ। বাংলাদেশকে সরাসরি বিশ্বকাপ খেলতে হলে চারটিই জিততে হবে। তারপর অপেক্ষা করতে হবে অন্য দেশের ফলাফলের জন্য। ভাগ্য সহায় না থাকলে মিরাজ-শান্তদের খেলতে হবে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে। ১৯৯৯ সালের পর এখন পর্যন্ত কখনও এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি বাংলাদেশ।

ওয়াটার পোলোতে চীনের জোড়া সোনা

আহমেদাবাদ, ১২ অক্টোবর (হি.স.)ঃ শনিবার আহমেদাবাদের বীর সাভারকর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ওয়াটার পোলোর শেষ দিনে চীনের আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে ১১তম এশিয়ান অ্যাকোয়াটিক চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ হয়েছে, পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগেই সোনা জিতেছে চীন। নির্ধারিত সময়ে উত্তেজনাপূর্ণ ড্রয়ের পর সাডেন ডেথ ম্যাচে চীনা মহিলা দল ফাইনালে জাপানকে ২২-১৭ গোলে হারিয়েছে, যেখানে পুরুষ দল ইরানকে ১৬-১৫ (৫-৪) ব্যবধানে হারিয়েছিল। ভারতীয় মহিলা দল তাদের ক্লাসিফিকেশন ম্যাচে হংকংয়ের কাছে ১১-১৮ ব্যবধানে

পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে অষ্টম স্থান অর্জন করে এবং ২০২৬ এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করবে। মহিলাদের ব্রোঞ্জ পদক ম্যাচটি জমজমাট হয়ে ওঠে, যখন কাজাখস্তান একটি উত্তেজনাপূর্ণ পেনাল্টি শুটআউটে (৩-২) থাইল্যান্ডকে ৯-৮ গোলে হারিয়ে দেয়। পুরুষদের তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচেও কাজাখস্তান জাপানকে ১৬-১৪ গোলে হারিয়ে জয়লাভ করে। মহিলাদের বিভাগে, সিঙ্গাপুর উজবেকিস্তানকে ১৮-১৭ গোলে হারিয়ে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে। এদিকে, পুরুষদের বিভাগে, সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ডকে ১৪-১২ গোলে হারিয়ে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে এবং হংকং উজবেকিস্তানকে ১৬-১৫ গোলে হারিয়ে সপ্তম স্থান অর্জন করেছে।

আমাদের বোলারদের একটু কম মারো',যশস্বীকে অনুরোধ লারার

১২ অক্টোবর ঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল। শেষ পর্যন্ত ১৭৫ রানে আউট হন। শুভমান গিলের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট না হলে যশস্বী ২০০ করতে পারতেন বলেও মনে করা হচ্ছে। তবে তিনি যেভাবে ক্যারিবিয়ান বোলারদের শাসন করে গেলেন, তাতে মুগ্ধ স্বয়ং ব্রায়ান লারাও।

২৪ বছর বয়স হওয়ার আগেই টেস্টে ৭টি সেঞ্চুরি হয়ে গিয়েছে যশস্বীর। এই নজির রয়েছে বিশ্বে মাত্র তিন ক্রিকেটারের। ব্র্যাডম্যান, শচীন ছাড়াও ক্যারিবীয় কিংবদন্তি গ্যারি সোবার্সের নামও রয়েছে এই তালিকায়। হাফসেঞ্চুরি থেকে সেঞ্চুরিতে পৌঁছতে মাত্র ৬৩ বল নেন তিনি। এই ম্যাচে ৩,০০০ আন্তর্জাতিক রানও পূর্ণ করেছে যশস্বী। ২০২৩ সালে অ্যাওয়ে

সিরিজে ক্যারিবীয় ব্রিগেডের বিরুদ্ধে প্রথম সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি।

দিল্লিতে ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আরেক ক্যারিবীয় কিংবদন্তি ব্রায়ান লারার। মজা করে তিনি যশস্বীকে বলেন, আমাদের বোলারদের এত মেরো না। তারপর বুকে জড়িয়ে ধরেন। পরে বিসিসিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যশস্বী বলেন, আমি সবার আগে দলকে রাখি। কীভাবে খেললে দলের সুবিধা হবে, সেটা আমার কাছে সবার আগে। তাই সবসময় ভাবি যদি আমি ওই পরিস্থিতিতে থাকতাম, তাহলে কীভাবে খেলতাম, উইকেট কীরকম। চেষ্টা করি, যতক্ষণ সম্ভব ব্যাট করার। তাই প্রত্যেকবার চেষ্টা করি বড় রান করার।যশস্বী যে 'দলকে আগে রাখেন, তা দ্বিতীয় দিনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হলেও কাউকে দায়ী করেননি তিনি। বরং বলেন, এটা খেলারই অঙ্গ। এমনটা হতেই পারে।

আগ্রহ দেখাচ্ছে না অন্য সংস্থা, আইএসএল আয়োজনের জন্য সেই এফএসডিএলের সঙ্গেই কথা ফেডারেশনের

১২ অক্টোবর ঃ নতুন সংবিধান পাস না হওয়ায় এখনও পর্যন্ত আইএসএল আয়োজনের টেন্ডার এখনও ছাড়তে পারেনি ফেডারেশন। তবে আশা করা যাচ্ছে এই সপ্তাহেই সমস্যা মিটিয়ে টেন্ডার ছাড়বে ভারতীয় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। তবে যা খবর, এফএসডিএলের সঙ্গেই কথা শুরু করেছে ফেডারেশন। প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যায় টেন্ডার ডাকার আগে বিভিন্ন আগ্রহী সংস্থার সঙ্গে কথা বলা হয়। শোনা যাচ্ছে, আইএসএল আয়োজনের জন্য নতুন কোনও বাণিজ্যিক সংস্থাই আগ্রহ দেখায়নি। টেন্ডার ছাড়লেও যে একাধিক সংস্থা সেই টেন্ডারে আগ্রহ প্রকাশ করবে তারও সম্ভাবনা ক্ষীণ। ফলে এফএসডিএলের কাছেই যেতে হচ্ছে ফেডারেশকে। ঠিক এই সময়েই এফএসডিএল ফেডারেশন কর্তাদের কাছে লম্বা চুক্তি চাইছে। সেই সময়টাও এক দু বছরের নয়। চোদ্দো থেকে পনেরো বছরের। শেষবার ১৫ বছরের জন্য আইএসএল আয়োজনের জন্য এসেছিল এফএসডিএল। এবারও যদি এফএসডিএল আইএসএল আয়োজন করার জন্য টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে তা হলেও এই রকমই দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি চায় তারা। না হলে আইএসএলে আসতে চাইছে না তারা। শোনা যাচ্ছে, ফেডারেশন যে টেন্ডার প্রকাশ করবে তাতে দশ থেকে পনেরো বছরের চুক্তির কথা উল্লেখ থাকবে। অর্থাৎ যে সংস্থাই আগামী আইএসএলের আয়োজনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে তাদের সঙ্গে ফেডারেশনের এই দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিই হবে। তবে আগে যেমন তারা বার্ষিক পঞ্চাশ কোটি টাকা দিত এআইএফএফকে, এবার যদি তারা ফের এই দায়িত্ব নেয়, সেক্ষেত্রে আর্থিক চুক্তি কমতে পারে অনেকটাই। শুধুমাত্র আইএসএলের জন্য ফেডারেশনকে বার্ষিক সর্বোচ্চ ২৫ কোটি টাকা দিতে পারে এফএসডিএল।সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে দুটি বিষয় নিয়ে। এক আইএসএলের অবনমন, আর দ্বিতীয় বিষয়টি প্রমোশন। আপাতত আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আগামী মরশুমে আইএসএলে সুযাগ পেয়ে গিয়েছে ইঃটার কাশী। এই বছর এই প্রমোশনের বিষয়টা হয়ে গিয়েছে। আপাতত আগামী কয়েক বছরের জন্য আইএসএলের শেষ কোনও দলের প্রমোশন হতে পারে এটাই। দ্বিতীয়টি, হল বর্তমান ফ্রাঞ্চাইজিদের অবনমন চায় না এফএসডিএল। তবে মহামেডানের প্রসঙ্গটি একটু অন্যরকম। তাদের আর্থিক অবস্থা যদি একই রকমই থাকে, তাহলে তাদেরও আগামী আইএসএলে খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। একমাত্র এফএসডিএল যদি আইএসএলের দায়িত্ব পায় তা হলেও ডিসেম্বরের মধ্যে আইএসএল শুরু হতে পারে। কারণ, তারা এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে অভিজ্ঞ। অন্যদিকে অন্য কেউ এলে তাকে পুরো সিস্টেমের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লাগবে। শোনা যাচ্ছে, এফএসডিএল বাদে এমন কোনও আগ্রহী ব্যক্তিরও খোঁজ নেই ফেডারেশনের কাছে। ইতিমধ্যেই ফেডারেশন কর্তারা বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে ভারতীয় ফুটবলে লগ্নি করতে আগ্রহী ব্যাক্তির খোঁজ মেলেনি সেইভাবে। পাশাপাশি ফ্রাঞ্চাইজি দলগুলোও তাকিয়ে রয়েছে এই পুরো বিষয়টির ওপর।সূত্রের খবর, আরও একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে ফেডারেশন কর্তাদের সঙ্গে, যেহেতু নতুন সংবিধান অনুযায়ী আইএসএলকে আয়োজন করার দায়িত্ব থাকতে হবে ফেডারেশনকেই। নতুন নিয়মে তৃতীয় কোনও সংস্থা শীর্ষ লিগ চালাতে পারবে না। এই বিষয়টি নিয়েও ফেডারেশন কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলেই খবর। এফএসডিএলের ভূমিকা ঠিক কী হবে সেটাও এখন আলোচনা চলছে বলেই খবর।

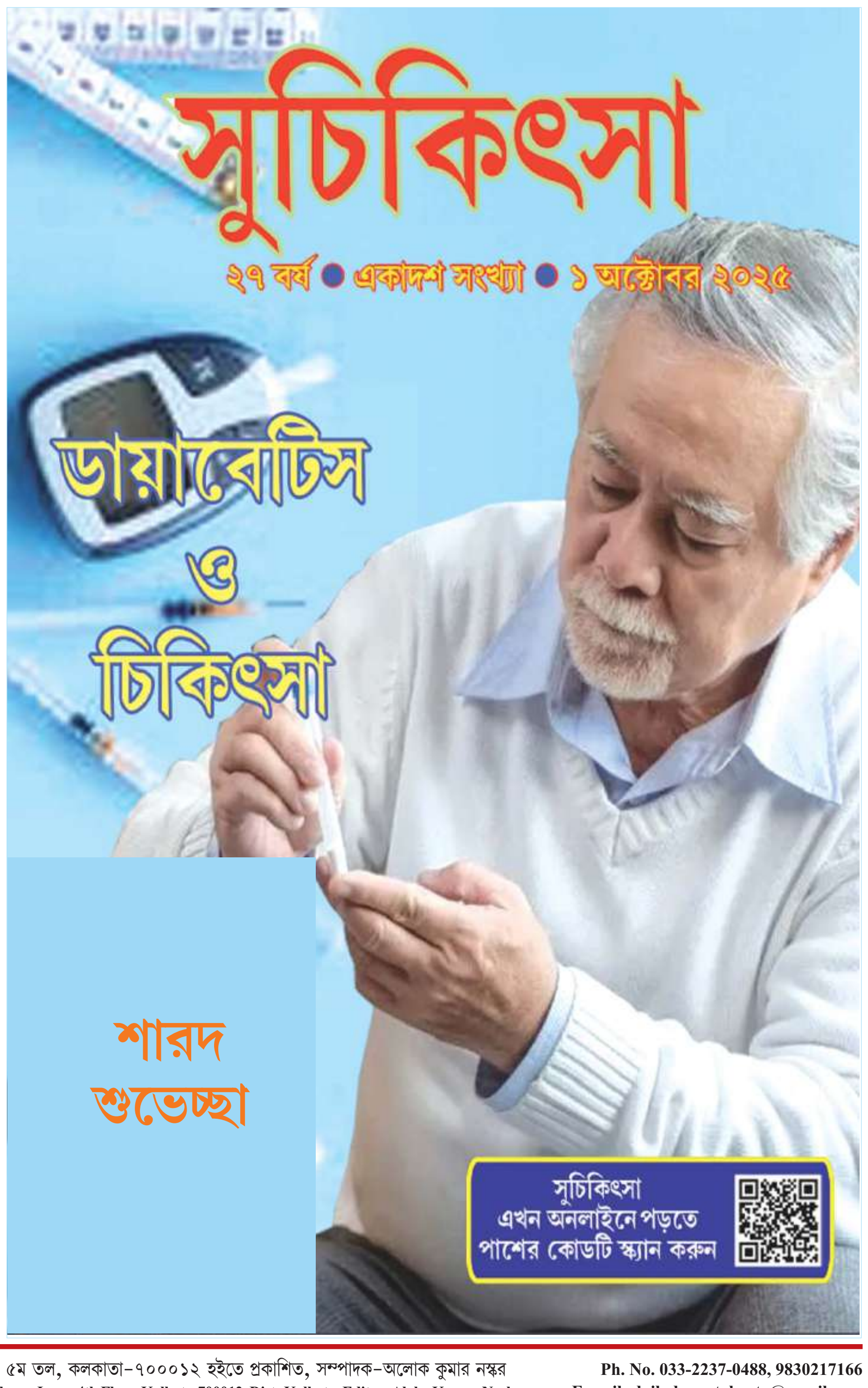

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর

Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com